

# বেদ-২।হিত।

শ্রীমদ্রসূদন সরকার কর্তৃক  
সংস্কৃত অনুদিত।

মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৬৪ নং অখিল মিত্রের লেন, হিন্দু মেসিন ঘরে  
শ্রীহেমচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ।

## ভূমিকা ।

■ বেদসংহিতা হিন্দুর মহাগ্রন্থ। হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা অধিকতর নমস্কার গ্রন্থ আর নাই। অন্যান্য জাতির ও ধর্মতত্ত্বের অনেক মূলগ্রন্থ বেদ-সংহিতায় নিহিত আছে। সুতরাং বেদ-সংহিতার পূজনীয়ত্ব ও প্রাচীনত্ব এত অধিক যে, ইহার সাদৃশ্য গতে আর নাই।

■ মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, তদীয় হিন্দু শাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বেদের সংহিতাভাগ হইতে ষাট অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অথর্ববেদীয় অংশ ভিন্ন মাত্র সকল অংশই আমি পরায়াদি প্রচলিত ছন্দে, অনূদিত করিয়াছি। তন্মিন্ন ঋগ্বেদ হইতে আরও ১০টি সূক্ত গ্রহণ করিয়া ঋগ্বেদীয় ভাগে ৫৪টি সূক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছি। শুক্ল যজুর্বেদ হইতেও ব্রহ্মাধ্যায়ের ১৬টি মন্ত্র অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব বেদের ৫টি সূক্তের Griffith's অনুবাদ উ আমাকে রমেশ বাবু ইংলণ্ড হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা রমেশমাসি এখানে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পড়ে পরিণত করিয়া এই গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়াছি।

■ কৃত। প্রায় ২০০ মন্ত্র সংশোধনার্থে আমি মহাবশা রমেশ বাবুর নিকট দিচ্ছিংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম নবকার্য্যে বিবরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় সংশোধন করিবার সময় না পাইয়া

আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি কৃতজ্ঞ  
চিত্তে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“My dear Madhu Sudan,—I am sorry that  
shall have not time to revise your translation ~~in~~  
I think your idea is very good and hope your work  
will be acceptable to the public. I will give you  
one advice—don't use any single hard or Vedic  
word in your Bengali translation—that practice  
spoil all translation from Sanscrit and makes the  
Bengali more difficult than the original. Omit  
such words as রত্নধাতম, অধ্বর and কবিত্ব and make  
the translation intellegible to ordinary Bengali  
readers.”

মহাশক্তিশালী রমেশ বাবুর অননুগ্রহক্রমে লেখনী বেকরূপ  
প্রাঞ্জলভাবে মহাভারত ও রামায়ণকে ইংরেজী পণ্ডে পরিণত  
করিয়াছে সে শক্তি আমি কোথায় পাইব? তবে তাঁহার উপদেশ  
শিরোধার্য্য করিয়া আমি পুনর্বার প্রত্যেক মন্ত্রের অনুবাদ  
সংশোধন ও সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকা  
হইয়াছি বলিতে পারি না। পূর্বে হইতেই মূল সহ অনুবাদ  
প্রকাশ আমার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং আমার স্বাধীনতার  
ব্যবহার অন্ত্যায়ই হইয়াছে।

বেদবর্ণিত হিন্দুজীবন কি নবীনতাময়, উৎসাহপূর্ণ, ও

প্রবণ! পরবর্ত্তিকালের সামাজিক কুশখাগুলি বাহাতে  
 তাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার লেশ মাত্র বেদমন্ত্রে  
 উহর না। বিশেষতঃ এই মন্ত্রগুলি হিন্দুর সাধারণ সম্পত্তি  
 বই উহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা ঋষিগণ হিন্দু জাতিসাধারণের পূর্ব  
 ঋষি। সুতরাং সর্ব সাধারণ হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা স্বীয় ও  
 ল্যাবান্ জিনিষ আর নাই। একান্ত আশা করি উদীয়মান্ হিন্দু  
 জাতি সংহিতাংশের যে সারাংশ সঙ্কলিত হইল তাহা একবার  
 দৃষ্টি সহিত পাঠ করিয়া অনুবাদককে অনুগৃহীত করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও সায়নের টীকা আমি পাঠ  
 করিয়াছি তথাচ রুমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ এবং অথর্ব বেদ সম্বন্ধে  
 Griffith সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ আমার প্রধান সম্বল ছিল।  
 এতদ্ব্যতীত বাক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ আমার  
 দৃষ্টির বহির্ভূত।

বেদসংহিতা সম্বন্ধে রমেশবাবু যে অতি সুন্দর ও সরল  
 উপক্রমণিকা তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের সংহিতাভাগের সহিত সংলগ্ন  
 করিয়াছেন আমি তাহা, তাঁহার অনুমতিক্রমে, এই পুস্তকের  
 উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালা টীকা প্রায়শঃ  
 রমেশবাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই রমেশ বাবুর নিকট আমি বহুবিধ কারণে  
 কৃতজ্ঞ; তাহার পর, এই অনুবাদ মূদ্রণে অনুমতি দিয়া উৎসাহ  
 দিয়া এবং নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে তিনি আরও  
 কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্য এই পুস্তক তাঁহার



মহনীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল। তাঁহার কথা ভাবিলেই আমার  
মনে কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই কথা স্মরণ হয় ;—

“রাজেন্দ্র সম্মুখে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।”

রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ }  
১লা বৈশাখ, ১৩০৯। }

শ্রীমধুসূদন সরকার।

## উৎসর্গপত্র ।

জীবনের প্রতি দণ্ড স্বেচ্ছায়িত য়াঁর ;  
কর্তব্যের পথে য়াঁর গতি অনিবার ;  
কথা-কার্যে য়াঁহার প্রভেদ অতি অল্প ;  
বিশুদ্ধ জীবন য়াঁর আদর্শানুকল্প ;  
বেদের উদ্ধার সাধি, শাস্ত্রের উদ্ধার,  
ভারতবাসীকে দিয়ে সর্বশাস্ত্র-সার ;—  
যাহাই সুন্দর, যাহা অতি স্বাস্থ্যকর,  
যাহাতেই দেয় প্রাণ, যাহাতে ঈশ্বর ;—  
তাহার-সংগ্রহ করি নবীন জীবন  
ভারতে আনিতে য়াঁর কত প্রাণপণ !  
বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব দেশে করিতে স্থাপন  
সংগৃহীত য়াঁর হস্তে সর্বোপকরণ ;  
প্রকৃত সত্যের আলো য়াঁহার সহিত  
আসিয়া ভারতবর্ষ করেছে প্লাবিত ;  
ব্যাসতুল্য মহাত্মা কায়স্থ-প্রধান  
সেই দত্ত চন্দ্রযুক্ত রমেশ শ্রীমান—  
তঁাহার নামেতে এই তাঁহার সংহিতা  
পদ্যে পরিণতা হয়ে হ'ল সমর্পিতা ।



# শুদ্ধিপত্র ।

## সংস্কৃতভাষা ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	৪	বধমানঃ	বর্ধমানঃ
৭	৫	ভগ	ভগঃ
৮	২	বিসমোক্তু	বিমূমোক্তু
৯	১৯	আসামা	অসামা
১০	১৯	আত	আত্
১১	২০	অবন্তী	অবন্তীঃ
১৫	৩	সেমপীতরেহন্তরিকা	সোমপীতরেহন্তরিকা
ঐ	৪	মুযো	মুযো
১৮	১৩	দধানানমন্তমানা	দধানানমন্তমানা
২০	৫	বা	বা
ঐ	৭	ভুবিদার	ভুরিদাব্
ঐ	১৬	পিণ্ডাবীমসন্ততঃ	পিণ্ডাবীমসন্ততঃ
২২	৩	পাতু	গাতু
ঐ	৭	অ	আ
২৪	১৩	চাবিঃ	ত্রাবিঃ
২৫	১৯	রবন্তঃশ্রান্	রবন্তঃশ্রান্
২৬	১০	ঘোষণাঃ	ঘোষণাঃ
২৬	১৫	বাজবন্তঃ	বাজবন্তঃ
৩০	৪	ভরিত্রতঃ	ভরিত্রতঃ
ঐ	৬	সংতবীজংপথামঃ	সংতবীজংপথামঃ
ঐ	১৫	ধুক্	ধুক্
৩১	৭	গুহাতু	গুহাতু
৩৫	৭	স্বকর্ষ	স্বর্ষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অণ্ড	ওঁ
৩৪	২	বুদ্বি:	বুদ্বি
৩৫	১	শক্রমদভু	শক্রমদভু
৩৬	৬	যেব	যেব:
৩৭	৩	পুত্রশিক্ষা	পুত্রশিক্ষা
৩৮	১০	নার্গুনজর্জমু	অহুর্জানানুগ
৩৯	১৫	ব্যুগতে	ব্যুগতে
৪০	১১	সংবিদানং	সংবিদান:

## বাক্যমাংশ ।

১০	১	ককুলি	ককুলি
১০	২২	সংকল	সংকলন
২	২	আনরন	আনরন
৪৪	৮	গমন	আগমন
৪২	১০	পাল	পালন
৬৫	১	৬২	৬১
১০৬	৬	আসি হে	আসি হও হে
১০৯	৩	নিদোক্ত	লিঙ্গোক্ত
"	৪	ঐ	ঐ
"	১৭	শান্তিদাতা	শান্তিদাতা
১১০	২	সংবর্জিত	সংবর্জিত
১১৭	৬	পিতৃলোক	পিতৃলোক
১২০	৮	১	২
১৪২	১৯	নিষেহিত	নিষেহিত
১৪৬	৪	গ্রহণ	গ্রহণ

যোগ শোক ও মানাবিধ কারণে আমি প্রক দেখিতে না পারার অণ্ড-  
ছিন্ন সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই ওঁছিন্নপত্র পাঠকের অনেক উপকার  
হইবে, আশা করি।

# বেদসংহিতা ।

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

হিন্দু আৰ্য্যদিগের প্রাচীন মন্ত্র বা ঋক্গুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা বলে। ঋক্গুলি বহুকালের জব্য, এবং বহুকালাবধি ইহা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ যাগ যজ্ঞ নিৰ্ব্বাহ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষিবংশীয়েরা বংশানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ঋক্‌সমূহ কর্তৃক করিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন। অবশেষে বহন ঋক্গুলি “সংহিতা” রূপে সংকলিত হইল তখন এক একটা ঋষিবংশের ঋক্গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইল। কেবল প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক একটি শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটি ঋক্ দ্বারা কোন দেবের যে একটি স্তুতি রচিত হয়, সেই স্তুতিটিকে হুক্ত কহে। অনেকগুলি হুক্ত এক এক মণ্ডলে সংকলিত হইয়াছে। এবং দশটি মণ্ডলে ঋগ্বেদসংহিতা সম্পূর্ণ।

ইহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি হুক্ত আছে, এবং সেগুলি অনেক ঋষি দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট। ইহার মধ্যে দীর্ঘতম ৩৩৭-

পুত্রের ৩৬টি, অঙ্গিরাস বংশীয়দিগের ৩২টি, কণ্ববংশীয়দিগের ২৭টি, অগস্ত্যের ২৭টি, গৌতম ও তৎপুত্রের ২৭টি, দিবোদাস পুত্র পুরু-  
চ্ছেপের ১৩টি, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দার ১১টি, শক্তিপুত্র পরাশরের  
৯টি, অজীর্গর্ভের পুত্র শুনঃসেকের ৭টি, মরীচিপুত্র কশ্যপের ১টি,  
এবং অন্যান্য কয়েকজন ঋষির এক একটি,—সর্বসুত ১৯১টি  
হুক্ত ।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৬টি হুক্ত, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয়গণ  
ঋষি । তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি হুক্ত, বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি ।  
চতুর্থ মণ্ডলে ৫৭টি হুক্ত, বামদেব ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি । পঞ্চম  
মণ্ডলে ৮৭টি হুক্ত, অত্রি ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি । ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি  
হুক্ত, ঋষি ভরদ্বাজ ও তদ্বংশীয়গণ ।

বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি-এবং ইহাতে ১০৪টি  
হুক্ত আছে । কণ্ব ও তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি এবং  
ইহাতে ১০টি হুক্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ১১টিকে বালখিল্য  
হুক্ত কহে । এই ১১টি অন্ত্র হুক্তের জ্ঞায় প্রাচীন কি না সে  
বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋষে-  
দের টীকা লিখিয়াছেন কিন্তু এই ১১টি হুক্তের টীকা লেখেন নাই  
নবম মণ্ডলটি অন্যান্য মণ্ডলের জ্ঞায় নহে । অন্যান্য মণ্ডলে ভিন্ন  
ভিন্ন হুক্তে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেব আহৃত হইয়াছেন  
নবম মণ্ডলে ১১৪ টি হুক্ত, সকল গুলিরই দেবতা সোম । ফলতঃ  
ঋগ্বেদ সংহিতার এই নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদ সংহিতার  
অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের ছায় অনেক ঋষির স্মৃতি আছে এবং সর্বশুদ্ধ ১৯১টি স্মৃতি। কিন্তু এই দশম মণ্ডলের সকল স্মৃতির ঋষি দিগের প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবতা দিগকে স্মৃতির ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্মৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সহিত অথর্ব বেদসংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক স্মৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত হিন্দুজাতি কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী ! তাঁহাদের বক্তৃতা, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় ও তাঁহাদের প্রগাঢ় ধর্মভক্তি বশতঃ অত্র আমরা এই জগতে অতুল্য রত্নের অধিকারী। আর্য্যজগতের প্রথম গ্রন্থ, প্রথম ধর্মশিক্ষা, প্রথম সভ্যতার রত্নময় ফল আমাদের পৈতৃক ধন।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহু শতাব্দি অবধি কণ্ঠস্থ করিয়া বাধিতেন। কালক্রমে গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিত, অর্থাৎ এক প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের সহিত অন্য প্রদেশে প্রচলিত সেই গ্রন্থের তুলনা করিলে, শব্দ বা অক্ষরে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হইত। এইরূপে বৈদিকগ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সেই শাখা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য।

যে ঋগ্বেদখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকলদিগের



শাখা। তিন্ন তিন্ন ঋষিদিগের সূক্তগুলি তিন্ন তিন্ন মণ্ডলরূপে যে সঙ্কলিত হইয়াছে সে আজ কালের কথা নহে। জনশ্রুতি আছে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদগুলি এইরূপে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ফলতঃ যে কালে কুরু ও পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদব প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত জাতিগণ গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে নিজ নিজ রাজ্যবিস্তার করিয়া বাস করিতেন, সেই প্রাচীন কালেই ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যক নামক প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের মণ্ডল ও ঋষিগুলির নাম যথাক্রমে লিখিত আছে। আশ্বলায়ন এবং শাঙ্খায়নের প্রাচীন গৃহ সূত্রেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।



ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি কথা বলি। শৌনকের নাম সকলেই জানেন। জন্মেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা যে মহাভারত কথিত হইয়াছিল, বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি দ্বারা সেই মহাভারত নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহামুখে পুনরায় কথিত হইয়াছিল। সেই শৌনক বা তদংশীয় কোন ঋষি ঋগ্বেদের একখানি অনুক্রমণী লিখিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ, দেবতা এবং ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে। এবং এই প্রাচীন কালেই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। শব্দের সংখ্যা ১,৫৩, ৮২৬, অক্ষরের সংখ্যা ৪৩২০,০০! তবে যদি এই প্রাচীন কালেই গঙ্গা ও যমুনা তীরে ঋগ্বেদের সংকলন কার্য্য শেষ হইয়া

থাকে, তবে তাহারও কত পূর্বে কত শতাব্দিতে কিছু ও সরস্বতী-  
তীরে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে রচিত হইয়া-  
ছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য। প্রথম আর্ষাগণ কিছু ও সরস্বতীতীরে  
আকাশ :ও সূর্য্য ও অশ্বরীক্ষের দিকে চাহিয়া যে ধর্ম্মজ্ঞান, যে  
ঈশ্বর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মজ্ঞান, সেই ঈশ্বর  
জ্ঞানই অতাবধি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ। সেই ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম্ম  
জ্ঞান কিরূপ তাহা পাঠকগণ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ভক্তি ও যত্নের  
সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন  
মণ্ডল হইতে ৪০টি সূক্ত (মূল ও অম্ববাদ) এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট  
করিলাম। পাঠক মাত্রই ঐ প্রাচীন সূক্তগুলি পাঠ করিয়া  
নিজে নিজেই প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন; সুতরাং বেদের  
ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ ঐশ কার্য্য  
ও ঐশ ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া  
আহ্বান করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু সেই ঐশ কার্য্য পর-  
স্পারার নিয়ন্তা ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়,—এ মহৎ কথা  
প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। দশম মণ্ডলের, ৮২ সূক্তের  
তৃতীয় ঋকৃটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

“যিনি আমাদের পিতা ও জনন্যাতা, যিনি বিধাতা,

“যিনি বিশ্বজগতের সকল ধাম অবগত আছেন,

“যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করিলেও এক ও অদ্বিতীয়,

এই বিশ্বভুবন তঁহাকেই জানিতে উৎসুক।”

বিশ্বজগদ্ব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের মূলস্বরূপ,—সেই মহৎ বিশ্বাসের মূল ও উৎপত্তি এই ঋগ্বেদের স্মৃতিগুলিতে লক্ষিত হইবে ।

## সামবেদ সংহিতা ।

প্রাচীন রীতি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত । এই গীত ঋক্গুলির সমষ্টিকে সামবেদসংহিতা বলে । ঋক্গুলি নৃত্তন নহে; সামবেদ সংহিতার প্রায় সমস্ত ঋক্গুলিই ঋগ্বেদসংহিতার পাওয়া যায় । স্মৃতিরাং ঋগ্বেদ হইতে যেরূপ কয়েকটি স্মৃতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সাম বেদ হইতে কোন স্মৃতি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই । সাম বেদের বিশেষত্ব কেবল এই যে গীত ঋক্গুলি পৃথক করিয়া নক্ষলিত হইয়া একটি সংহিতাবদ্ধ হইয়াছে ।

সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাম বেদের ত্রয়োদশটি মাত্র শাখার নাম অবগত হওয়া যায় । অধ্যাপকভেদে ও দেশ কালভেদে গ্রন্থের পাঠভেদ ও উচ্চারণভেদ জন্মে, এবং ইহাই ঐরূপ শাখাভেদের একমাত্র কারণ । প্রায় সকল শাখাতে একই মন্ত্র আছে, কোন কোন শাখায় মন্ত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ নূনাদিক্যও আছে ।

সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কোথুমী শাখা কালী, কাশ্যকুজ, গুর্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য এই শাখারই টীকা করিয়া গিয়াছেন। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে; ও অত্রান্ত একাদশটি শাখা এক্ষণে দেখা যায় না।

সামবেদের কোথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত। ঋক্গুলিকে “আর্চিক” বলে এবং সেই ঋক্গুলক গীতগুলিকে “গান” বলে।

আর্চিক তিনটি। “ছন্দ” আর্চিকে যে ঋক্গুলি আছে “গেয়” গানে সেই ঋক্গুলক গীতগুলি আছে। কলতঃ ছন্দঃ আর্চিকে যে ঋকের পর যে ঋক্টি আছে, গেয় গানে সেই ঋক্গুলক গানের পর সেই ঋক্গুলক গানটি আছে।

“অরণ্যক” আর্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “অরণ্য” গানে আছে, তবে ক্রমান্বয়ে সাজান নাই। এবং অরণ্যগানে কতকগুলি গান আছে বাহার মূল ঋক্ অরণ্যক আর্চিকে নাই।

এইরূপে “উত্তরা” আর্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “উহ ও উহ” গানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও ঋকের ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

## যজুর্বেদসংহিতা ।

ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় ও যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই সমষ্টিকে যজুর্বেদ সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ পত্ন গ্রন্থ; যজুর্বেদ গণ্ড গ্রন্থ। যজুর্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের সহিত কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহারই বিধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদসংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের বিভাগ-গুলি কেবল ক্রিয়ামূলক; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান সংগৃহীত হইয়াছে।

যজুর্বেদের অনেক শাখা, তাহার মধ্যে ছয়টি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও অবশিষ্ট গুরু যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতাকে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলে, এবং কোন কোন তৈত্তিরীয় সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চালগণ ও কোস্তেয়গণের কথার উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কুরু ও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্বেদই প্রচলিত ছিল, এবং মিথিলাতে গুরু যজুর্বেদের প্রচলন হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্রগুলি এবং সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্থমীমাংসা অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ” গুলি, অতিশয় বিমিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। কথিত আছে যে মিথিলা দেশের জনক রাজার রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত

যজুর্বেদের পুনঃ সঙ্কলন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞগুলিকে পৃথক করিয়া গুরু যজুর্বেদ সংহিতারূপে সঙ্কলিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগুলি ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া “শতপথ ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ হইল। এই মহৎ কার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য একাকী সম্পাদন করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার সপ্তদশ শিষ্যের অধ্যাপনভেদে গুরু যজুর্বেদের সপ্তদশ শাখা হইয়াছে, সে সকল গুলিকেই বাজসনেয়ী সংহিতা কহে।

বাজসনেয়ী সংহিতার শাখাগুলির মধ্যে মাধ্যন্দিনী শাখাই বিশেষ প্রচলিত এবং মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই শাখারই টীকা লিখিয়াছেন। এই শাখার সংহিতা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিলেই পাঠক যজুর্বেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

মাধ্যন্দিনী শাখা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দর্শ-পূর্ণমাস অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদনীয় দর্শ-যাগের কথা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের কথা আছে। বৈদিক যজ্ঞ সমূহের মধ্যে কেবল এইটি হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্পাদনীয় হোমের কথা আছে, এবং এই অগ্নিহোত্রের বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে। এই অধ্যায়ে চাতুর্মাস্ত্র যজ্ঞেরও বিবরণ আছে।

চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান আছে। নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী এবং একাদশ

হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নের কথা আছে। এই অগ্নি-  
চয়ন ক্রিয়াটি প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা  
ছিল। যুবকগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং উদাহ করিয়া যখন  
গৃহস্থাপ্রবেশে প্রবেশ করিতেন তখন যে অগ্নি আধান করিতেন  
সেই অগ্নি চিরকাল প্রজলিত থাকিত এবং তাহাতেই গৃহস্থদিগের  
সম্পাদনীয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইত।

কোন কোন পণ্ডিতপণের মতে, শুরু যজুর্বেদের পূর্বোন্নি-  
খিত অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ, এবং এই অষ্টাদশ  
অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ যজুর্বেদেও পাওয়া যায়। ঊনবিংশ  
অধ্যায় হইতে “পরিশিষ্ট” আরম্ভ হইয়াছে। ষাটবিংশ হইতে  
পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধযজ্ঞের বিধান আছে। ষড়্বিংশ হইতে  
চত্বারিংশ অধ্যায়গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এ গুলিকে  
“খিল” অংশ কহে। ইহাতে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির পরিশিষ্ট বিবরণ  
পাওয়া যায়, এবং পুরুষমেধ, সর্ষমেধ এবং পিতৃমেধের বিবরণ  
পাওয়া যায়।

পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনই  
প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্যানুষ্ঠান ছিল। এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে  
যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠান মূলক।  
যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা  
জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চা-  
রণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়ম গুলির আলোচনা করিতে  
লাগিলেন তাহা হইতে ‘দেববিজ্ঞা’, ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ এবং ব্যাকরণের

উৎপত্তি । এবং যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত তাহারই নিয়ম সমূহ হইতে অগতে জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি ।

নানা দেবের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিন্দুগণ সেই দেবসমূহের একত্ব বিন্ধিত করেন নাই । শুক্ল যজুর্বেদের চত্বা-  
রিংশ অধ্যায়টি উপনিষদ্, ইহাকে ঈশা উপনিষদ্ কহে । এইরূপ  
উপনিষদস্তর্গত আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ  
ক্রমশঃ দর্শন শাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ।

## অথর্ববেদ সংহিতা ।

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ হইতে অথর্ববেদ কতকটা স্বতন্ত্র । যে  
সকল যাগ যজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্র আবশ্যিক হয়  
তাহাতে অথর্ববেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । পক্ষান্তরে অথর্ব-  
বেদের যাগানুষ্ঠানে অথর্ববেদেরই মন্ত্র আবশ্যক, ঋক্ সাম ও  
যজুর্বেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ত্রীশতা-  
ব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাধারণ যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মহর্ষি  
আদি—বেদবাস কর্তৃক ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন ভাগে সংকলিত  
হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট, যাহাতে ঐহিকফলপ্রদ শক্রমারণাদির  
উপযোগী যজ্ঞাদির মন্ত্রগুলি আছে, উহা সাম যজ্ঞাদিতে অব্যাব-  
হার্য্য হেতুক ‘অথর্ব’ নাম পাইয়াছে ; অথবা অজিরোবংশী



অথর্ব। ঋষিই বেদমন্ত্র সমূহের এই শ্রেণী বিভাগ কার্য দ্বারা ‘ব্যাস’ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রগুলি তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ ‘অথর্ব’ নামেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অথর্ববেদ সংহিতা অল্প তিনটি সংহিতা হইতে আধুনিক সময়ে সঙ্কলিত । ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে \* কেবল ঋক্ সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ আছে, বেদের মধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই বরং ইতিহাস পুরাণের সহিত তাহার উল্লেখ আছে । এবং প্রাচীন ধর্মসূত্রসমূহ ও মনু-সংহিতা† প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে কেবল তিন বেদের নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায় ।

সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ঐ ঐ গ্রন্থ সমূহেও অথর্বের অস্তিত্ব সূচিত আছে ; এবং তত্তৎ স্থানে ব্যবহৃত ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রগুলি সংহিতাবোধক নহে ; প্রত্যুত পশু, গজ ও গীতি-রূপ ত্রিবিধ রচনার রচিত মন্ত্র সমূহের বোধক ।

সে যাহা হউক অথর্ববেদের যজ্ঞ ও মন্ত্রগুলি অল্প বেদ হইতে ভিন্ন প্রকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । শক্রহিংসাই অনেক

\* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।৩২

শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১৩

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।৫

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১ এবং ৭।১

ইত্যাদি।

† গৌতম ১৬।২১

বসিষ্ঠ ১৩।৩০

বোধায়ন ৪।৫।২২

মনুসংহিতা ৩।১৪৫ ;

৪।১২৪ ; ১১।২৬৩ ; ১২।১১২

ইত্যাদি।

মন্ত্ৰের উদ্দেশ্য, এবং পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিসম্পাৎ বা দুৰ্দ্দেব হইতে পরিজ্ঞান পাওয়াই অনেক মন্ত্ৰের অভিপ্রায় ।

অথৰ্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে । প্রতি কাণ্ডে স্তোত্রের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে ।

প্রথম	কাণ্ডে	৫৫	স্তোত্র	একাদশ	কাণ্ডে	১০	স্তোত্র
দ্বিতীয়	„	৩৬	„	ষাদশ	„	৫	„
তৃতীয়	„	৩১	„	ত্রয়োদশ	„	৪	„
চতুর্থ	„	৪০	„	চতুর্দশ	„	২	„
পঞ্চম	„	৩১	„	পঞ্চদশ	„	১৮	„
ষষ্ঠ	„	১৪২	„	ষোড়শ	„	৯	„
সপ্তম	„	১৮	„	সপ্তদশ	„	১	„
অষ্টম	„	১০	„	অষ্টাদশ	„	৪	„
নবম	„	১০	„	উনবিংশ	„	৭২	„
দশম	„	১০	„	বিংশ	„	১৪৩	„

ইহার মধ্যে উনবিংশ কাণ্ডটী অন্ত্যস্ত কাণ্ডের পরিশিষ্টস্বরূপ ; এবং বিংশ কাণ্ড প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত স্তোত্রে পরিপূর্ণ ।

অথৰ্ব্ব বেদের অল্প অংশ গজ, অধিকাংশই পশু । ঋগ্বেদের যে যে স্তোত্র অথৰ্ব্ববেদে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের স্তোত্র । ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথৰ্ব্ব বেদের অনেকটী সোসাদৃশ্য আছে তাহা পূৰ্বেই বলা হইয়াছে ।

( শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত )



# বেদসংহিতা ।

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথমং মণ্ডলং ।

॥ ১ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলৈ পুরোহিতং যজ্ঞশ্চ দেবমৃষিজং ।

হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড়্যো নূতনৈরুত ।

স দেবা এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অগ্নিনা রষিমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে ।

যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।

স ইন্দ্রৈবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবন্তমঃ ।

দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥ ৫ ॥

যদংগ দাশুযে ত্বমগ্নে ভজং করিষ্যসি ।

তবেত্তৎসত্যমংগিরঃ ॥ ৬ ॥

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

উপ ত্বাণে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ষিণা বয়ঃ ।

নমো ভবন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতশ্চ দীদিবিং ।

বর্ধমানং স্যে দমে ॥ ৮ ॥

স নঃ পিতেব স্তনবেহগ্নেস্পাগ্ননো ভব ।

সচশ্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

॥ ৭ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ গায়ত্রী

ইংদ্রমিদগাথিনো বৃহদিংদ্রমর্কেভির্কিণঃ ।

ইংদ্রং বাণীরনুষতঃ ॥ ১ ॥

ইংদ্র ইক্কথোঃ স চা সংমিল্ল আ বচেযুজা ।

ইংদ্রো বজ্রী হিরণ্যমঃ ॥ ২ ॥

ইংদ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্বিবি ।

বি গোভিরজ্রিমৈরয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইংদ্র বাজেষু নোহিব গৃহস্য প্রধনেষু চ ।

উগ্র উগ্রাভিক্রতিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইংদ্রং কয়ং মহাধন ইক্সমর্ভে হবামহে ।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

স নো বৃষয়ুং চক্ৰং সত্রাদাবন্নপা বৃধি ।

অশ্বভ্যমপ্রতিকূতঃ ॥ ৬ ॥

তুংজে তুংজে য উত্তরে স্তোমা ইংদ্রশ্চ বজ্রিণঃ ।

নবিংধে অশ্ব স্তৃষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

ব্রূয়া যুথৈব বৎসগঃ কৃষ্টীরিষতৌজসা ।

ঈশানো অপ্রতিঙ্কুতঃ ॥ ৮ ॥

য একশ্চ ষণীনাং বহুনা মিরজ্যতি ।

ইংদ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

ইংদ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ ।

অস্মাকমস্ত কেবলঃ ॥ ১০ ॥

॥ ১৮ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ । ১—৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ । ৪ ব্রহ্মণ-

স্পতিরিংদ্রশ্চ সোমশ্চ । ৫ ব্রহ্মণস্পতি দক্ষিণাচ ।

৬—৮ সদসদস্পতি । ৯ সদসস্পতি

র্নরাশংস বা ॥ গায়ত্রী ॥

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে ।

কক্ষীবংতং য ঔশিজঃ ॥ ১ ॥

যো রেবাচৌ অমৌবহ্নী বহুবিংপুষ্টিবর্ধনঃ ।

স নঃ সিষন্তু বস্তরঃ ॥ ২ ॥

মা নঃ শংসো অরক্ষযো ধৃতিঃ প্রণঙম ত্যস্ত ।

ব্রক্ষাণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩ ॥

স যা বীরো ন রিষ্যতি যমিংজো ব্রহ্মণস্পতিঃ ।

সোমো হিনোতি মর্ত্যং ॥ ৪ ॥

স্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইংদ্রশ্চ মর্ত্যং ।

দক্ষিণা পাস্বংহসঃ ॥ ৫ ॥

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

সদসম্পত্তি মন্তৃতং প্রিয়মিদ্ৰস্ত কাম্যং ।  
 সনিং মেধামবাসিষং ॥ ৬ ॥  
 যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন ।  
 স ধীনাং যোগমিস্বতি ॥ ৭ ॥  
 আদৃশ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাংচং কৃণোত্যশ্বরং ।  
 হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৮ ॥  
 নরাশংসং স্তৃষ্টমমপশুং স প্রথন্তমং ।  
 দিবো ন লজ্জমথসং ॥ ৯ ॥

॥ ২২ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ ॥ ১—৪ অশ্বিনৌ । ৫—৮ সবিতা ।  
 ৯—১০ অগ্নিঃ । ১১ দেব্যঃ । ১২ ইন্দ্রাণী  
 বরুণান্যগ্রায়ঃ । ১৩, ১৪ দ্যাবা পৃথিব্যৌ ।  
 ১৫ পৃথিবী । ১৬ বিষ্ণুর্দেবা বা ।  
 ১৭—২১ বিষ্ণুঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্রাতযুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং ।  
 অশু সোমশু পীতয়ে ॥ ১ ॥  
 বা সুরণা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা ।  
 অশ্বিনা তা হবামহে ॥ ২ ॥  
 যা বাং কশামধুমত্যাশ্বিনা স্ননুতাবতী ।  
 তন্ন যজ্ঞং মিমিক্তং ॥ ৩ ॥

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

হিরণ্যপাণি মৃতয়ে সবিতারমূপ হবয়ে ।

স চেত্তা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

অপাং নপাতমবসে সবিতারমূপস্তহি ।

তস্ত ব্রতাহ্যশ্বসি ॥ ৬ ॥

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রশ্চ রাধসঃ ।

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

সধায় আ নি যীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ ।

দাতা রাধাংসি শুভতি ॥ ৮ ॥

অগ্নে শত্ৰীরিহা বহ দেবানামুশাতীরূপ ।

ভৃষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ট ভারতীং ।

বরুতীং ধিমগাং বহ ॥ ১০ ॥

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্নাঃ সচংতাং ॥ ১১ ॥

ইহেংজাগীমূপ হবয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ।

অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥

মহী দ্বোঃ পৃথিবী চ ন ইমং বজ্রং মিমিক্ততাং ।

পিপ্তাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োরিদ্ধু তবৎপয়ো বিপ্রা রিহংতি ধীতিভিঃ ॥

গংধর্কশ্চ ক্বে পদে ॥ ১৪ ॥



## ঋগ্বেদসংহিতা ।

স্তোনা পৃথিবী ভবানুষ্করা নিবেশনী ।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণু বিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬ ॥

ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং ।

সমূলহমশ্রু পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পশ্পশে ।

ইংদ্রশ্রু যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যতি সুরয়ঃ ।

দিবীব চক্ষুরাতত্তং ॥ ২০ ॥

তদ্বিপ্রাসো বিপশ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে ।

বিষ্ণোর্যং পরমং পদং ॥ ২১ ॥

॥২৪ ॥

শুনঃশেপ আজীগতিঃ (কুত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেব-

রাতঃ) ॥ ১ প্রজাপতিঃ; ২ অগ্নিঃ; ৩—৫ সবিতা

ভগো বা; ৬—১৫ বরুণঃ। ১, ২, ৬—১৫

ত্রিষ্টুপ্; ৩—৫ গায়ত্রী ।

কশ্র নুনং কতমশ্রামৃতানাং মনামহে চাক্র দেবশ্র নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ১ ॥

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

অগ্নের্বরং প্রথমস্তাবৃতানাং মনামহে চাক্রদেবস্ত নাম ।  
 ন নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দূশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥  
 অতিত্বা দেব সবিতরীশানাং বার্যাপাং ।  
 সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥  
 যশ্চিদ্ধি ত ইথা ভগ শশমানঃ পুরা নিদঃ ।  
 অধেবো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪ ॥  
 ভগভক্তস্ত তে বরমুদেশেম ভবাবসা ।  
 মূর্দ্ধানং রার আরভে ॥ ৫ ॥  
 ন হি তে কত্র্যং ন সহো ন মহ্যং বরশ্চনামী পতরস্ত আপুঃ ।  
 নেমা আপো অনিমিবং চরংতীর্ন যে বাতস্ত প্রমিনংত্যভবং ॥ ৬ ॥  
 অবুগ্রে রাজা বরুণো বনস্তোধ্বাং স্তূপং দদতে পুতনক ।  
 নীচানাঃ সূরুগরি বৃষ এবামস্মৈ অংতর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্তূঃ ॥ ৭ ॥  
 উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পংখ্যাময়েতবা উ ।  
 অপদে পাত্না প্রতিধাতবেহকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮ ॥  
 শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমূর্বা গভীরা স্তুমতিষ্টে অস্ত ।  
 বাধস্ব দূরে নিঋতিং পরাটৈঃ ক্লতং চিদেনঃ প্রমুগ্ধ্যাম্যং ॥ ৯ ॥  
 অমী য ঋক্কা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদুশ্রে কুহ চিদ্দিবেষু ।..  
 অদকানি বরুণস্ত ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০ ॥  
 তত্বা বামি ব্রহ্মণা বংদমানস্তদা শান্তে যজমানো হবির্ভিঃ ।  
 অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১ ॥  
 ভদ্রিগ্নস্তং তদ্বিবা মহ্যমাহস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে ।  
 ত্বনঃশেপো যমহ্ৰদগৃভীতঃ নো অম্মান্রাজা বরুণো যুমোক্ত ॥ ১২ ॥

শুনঃশেপো হৃদ্বদগ্ভীতজিহ্বাদিত্যং ক্রপদেবু বহুঃ ।

অগ্নৈনং রাজা বরুণঃ সম্ভজ্যাষিষ্যাদকো বিমোমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যন্তেভিরীমহে হবির্ভিঃ ।

করন্নশ্ভ্যামম্বর প্রচেতা রাজগ্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪

উহুস্তমং বরুণ পাশমশ্শদবোধমং বি মধ্যমং শ্রথায় ।

অথা বয়মাদিত্য ত্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম ॥ ১৫

॥ ২৫ ॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ । বরুণঃ ॥ গায়ত্রী ॥

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ত্রতং ।

মিনীমসি ঔবিজ্জবি ॥ ১ ॥

মা নো বধায় হৃদ্ববে জিহীলানশ্চ রীরথঃ ।

মা হৃণানশ্চ মন্তবে ॥ ২ ॥

বিমূলীকায় তে মনো রথীরথং ন সংদিতং ।

গীর্ডি বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥

পরা হি মে বিমন্তবঃ পতংতি বস্ত ইষ্টয়ে ।

বয়ো ন বসতীরূপ ॥ ৪ ॥

কদা ক্ষত্রপ্রিয়ং নরমা বরুণং কন্মামহে ।

মূলীকায়োরুচকসং ॥ ৫ ॥

তদ্বিৎসমানমাশাতে বেনংতা ন প্র যুচ্ছতঃ ।

ধৃতব্রতায় দান্তবে ॥ ৬ ॥

বেদা যো বীনাং পদমংত্রিক্ষেণ পততাং ।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ ।

বেদা য উপজায়তে ॥ ৮ ॥

বেদ বাতশ্চ বর্তনিমুরোঋষশ্চ বৃহতঃ ।

বেদা যে অধ্যাসতে ॥ ৯ ॥

নি যসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পশু্যাস্বা ।

সাত্বাজ্যায় সূক্রভুঃ ॥ ১০ ॥

অতো বিশ্বাশ্চত্বতা চিকিৎসাঁ অতি পশ্রতি ।

কৃতানি যা চ কৰ্ছা ॥ ১১ ॥

স নো বিশ্বাহা সূক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ ।

প্র ৭ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ১২ ॥

বিভ্রদ্রোপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্গিজং ।

পরি স্পশো নি বেদিরে ॥ ১৩ ॥

ন যং দিপ্সংতি দিপ্সবো ন ক্রহ্বাণো জননাং ।

ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

উত যো মানুষেষা যশ্চক্রে আসাম্যা ।

অস্মাকমুদরেষা ॥ ১৫ ॥

পর্য মে যংতি ধীতয়ো গাবো ন গব্যতীরহু ।

ইচ্ছংতীরকচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

সং হু বোচাবটৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভূতং  
 হোতেব কনসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥  
 দর্শং হু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি কসি ।  
 এতা জুযত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥  
 ইমং মে বরুণ শ্রধী হবমস্তাচ মৃগয় ।  
 স্বামবন্তু রা চকে ॥ ১৯ ॥  
 স্বং বিশ্বস্ত মেধির দিবন্ত গ্যন্ত রাজসি ।  
 স যামনি প্রতি শ্রধি ॥ ২০ ॥  
 উহন্তমং মুমুক্ষি নো বি পাশং মধ্যমং চূত  
 অবাদমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

॥ ৩২ ॥

‘হিরণ্যস্তূপ আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টূপ ॥

ইংদ্রস্ত হু বীৰ্য্যাপি প্র বোচং বানি চকার প্রথমানি বজ্রী ।  
 অহরহিমম্বপত্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনং পর্বতানাম্ ॥ ১ ॥  
 অহরহিং পর্বতে শিশ্রিরাগং ত্বষ্টাটৈ বজ্রং স্বং তত্তক ।  
 বাজ্রা ইব ধেনবঃ স্তংদমানা অংকঃ সমুদ্রমব জগ্মু রাপঃ ॥ ২ ॥  
 বৃষারমানোহবৃণীত সোমং ত্রিকঙ্ককেষপিবং সূতস্ত ।  
 আ সারকং মম্ববাদন্ত বজ্রমহরেনং প্রথমজামহীনাম্ ॥ ৩ ॥  
 যদিংজাহন্ প্রথমজামহীনামান্মারিণামবিনাঃ প্রোত মারাঃ ।  
 আত স্বং জনরন্ম্যামুবাং তানীজা শক্রং ন কিনা বিবিত্সে ॥ ৪ ॥

অহন্ বৃত্তং বৃত্ততয়ং বাৎসমিংদ্রো বজ্জেন মহতা বধেন ।  
 কুংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিধ্যাঃ ॥ ৫  
 অযোদ্ধেব হৃমদ আ হি জুহেব মহাবীরং ভুবিবাহবৃজীষং ।  
 নাতারীদন্ত সমৃতিং বধানাং সং কল্লানাঃ গিগিষ ইংদ্রশক্রঃ ॥ ৬  
 অপাদহন্তো অপৃতন্তদিংদ্রমাত্ত বজ্জমধি সানৌ জঘান ।  
 বৃক্কো বত্রিঃ প্রতিমানং বভূবন্ পুরুত্ৰা বৃত্তো অশয়দ্যন্তঃ ॥ ৭  
 নদং ন ভিন্নমমুরা শয়ানং মনো কুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ ।  
 বাশ্চিহৃত্তো মহিনা পর্যাতিষ্ঠতাসামহিঃ পংসুতঃশৌ বভূব ॥ ৮  
 নীচাবরা অভবহৃত্তপুত্রেংদ্রো অস্তা অব বধর্জতার ।  
 উত্তরা সুরধরঃ পুত্র আসীদ্ধাতুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেকুঃ ॥ ৯  
 অতিষ্ঠংতীনামনিবেশীনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং ।  
 বৃত্তস্ত নিণাং বি চরংত্যাপো দীৰ্ঘং তম আশয়দিংদ্রশক্রঃ ॥ ১০  
 দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠগ্নিকুদ্দা আপঃ গগিনেব গাবঃ ।  
 অপাং বিলমপিহিতং বদাসীহৃত্তং জঘন্থা অপ তত্ববার ॥ ১১  
 আখ্যো বারো অভবন্তদিংদ্র স্ককে কধা প্রত্যাহন্যেব একঃ ।  
 অজরো গা অজরঃ শূর সোমমবাস্থজঃ সতর্বে সগুসিংধুন্ ॥ ১২  
 নাতৈশ্ব বিজ্ঞান তত্ততুঃ সিবেধ ন যাং মিহমকিরদ্বত্রাহনিং চ ।  
 ইংদ্রশ্চ বজ্জাযুধাতে অহিন্দোতাপরীত্যো মমবা বি জিগ্যো ॥ ১৩  
 অহেৰ্ঘাতারং কমপস্ত ইংদ্র হৃদি যন্তে জয়ুবো ভীরগচ্ছত ।  
 নব চ বল্পবতিং চ স্রবন্তী ত্রেনো ন ভীতো অন্তরো রজাংসি ॥  
 ইংদ্রো যাতোহবসিতস্ত রাজা শমন্ত চ শৃংগিনো বজ্জবাহঃ ।  
 সেহু রাজা কয়তি চৰ্ঘণীনামরায় নেমিঃ পয়ি ত্তা বভূব ॥ ১৪

॥ ୫୨ ॥

କଞ୍ଚୋ ଘୋରଃ ॥ ପୂଷା ॥ ଗାୟତ୍ରୀ ॥

ସଂ ପୂଷସ୍ତସ୍ତନନ୍ତିର ବାଂହୋ ବିସ୍ମୁଚୋ ନମାତ୍ ।

ସକ୍ତା ଦେବ ଓ ଗମ୍ପୁର ॥ ୧

ଯୋ ନଃ ପୂଷସ୍ତସ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମା ଛଃଶେବ ଆଦିଦେଶତି ।

ଅପ ଯ ତଂ ପଥୋ ଜହି ॥ ୨

ଅପ ତାଂ ପରିପଂଥନଂ ସୁବୀବାଂଂ ହରନ୍ତିତଂ ।

ଦୂରମଧି ଶ୍ରୁତେରଜ ॥ ୩

ତ୍ବଂ ତନ୍ତ ବ୍ରାବିନୋହ ବଞ୍ଚସନ୍ତ କଞ୍ଚଚିଂ ।

ପଦାଞ୍ଜି ତିର୍ଥ ତପୁଷିଂ ॥ ୪

ଆ ତତ୍ତେ ଦତ୍ତ ମଂତୁୟଃ ପୂଷସ୍ତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ।

ସେନ ପିତୃନଚୋଦୟଃ ॥ ୫

ଅଧା ନୋ ବିଶ୍ବସୌଭଗ ହିରଣ୍ୟବାଣୀମନ୍ତମ ।

ଧନାନି ସୁଷ୍ମା କୃଧି ॥ ୬

ଅତି ନଃ ସନ୍ତତୋ ନୟ ସୁଗା ନଃ ସୁପଥା କୃଣୁ ।

ପୂଷସ୍ତିହ କ୍ରତୁଂ ବିଦଃ ॥ ୭

ଅତି ସୁଷ୍ମସଂ ନୟ ନ ନବଜାରୋ ଅଧ୍ବନେ ।

ପୂଷସ୍ତିହ କ୍ରତୁଂ ବିଦଃ ॥ ୮

ଶକ୍ତି ପୃଥି ଓ ସଂସି ଚ ନିଶିହି ଓହ୍ଲାଇଦୟଂ ।

ପୂଷସ୍ତିହ କ୍ରତୁଂ ବିଦଃ ॥ ୯

ନ ପୂଷଂ ସେଥାମସି ଅଧ୍ବନି ଗୁଣୀମସି ।

ବନ୍ଧୁନି ନୟମୀମହେ ॥ ୧୦

॥ ৪৩ ॥

কণ্ণো ঘোরঃ ॥ ১,২,৪—৬ রুদ্রঃ । ৩ মিত্রাবরুণো  
৭—৯ সোমঃ । ১—৮ গায়ত্রী ৯ । অনূষ্ঠুপ্ ।

করুদ্রায় প্রচেতসে মীড়্‌হৃষ্টমায় তব্যসে ।

বোচেম শংতমং হৃদে ॥ ১ ॥

যথা নো অদিতিঃ করং পশ্বে নৃত্যো যথা গবে ।

যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশিকেকততি ।

যথা বিশ্বে সজ্জোষসঃ ॥ ৩ ॥

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাযভেষজং ।

তচ্ছংষো স্তম্মমীমহে ॥ ৪ ॥

যঃ শুক্র ইব নৃগো হিরণ্যমিব রোচতে ।

শ্রেষ্ঠো দেবানাং বহুঃ ॥ ৫ ॥

শং নঃ করত্যর্বতে স্তম্মং মেবার মেঘো ।

নৃত্যো নারিত্যো গবে ॥ ৬ ॥

অস্মৈ সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতশ্র নৃণাং ।

মহি শ্রবন্তু বিনুশ্ণঃ ॥ ৭ ॥

মা নঃ সোম পরিবোধো নারাতমো জুহরংত ।

আ ন ইন্দো বাজেভজ ॥ ৮ ॥

যান্তে প্রজা অমৃতশ্র পরশ্বিকামনৃতশ্র ।

মূর্ধা নাতা সোম বেন আতুযংতীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥



॥ ৪৮ ॥

প্রক্ষণুঃ কাণুঃ ॥ উষাঃ ॥ প্রাগাথং বার্বিতং ॥

সহ বামেন ন উষো ব্যাচ্ছা হুহিতর্দিবঃ ।

সহ দ্ব্যয়েন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দান্বতী ॥ ১

অশ্বাবতী গোমতীবিশ্বসুবিদো ভুরি চ্যবন্ত বস্তবে ।

উদীরয় প্রতি মা সুনুতা উষশ্চোদ রাধো মধোনাং ॥ ২

উবাসোবা উচ্ছাচ্চ সূ দেবী জীরা রথানাং ।

যে অস্তা আচরণেষু দধিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্তবঃ ॥ ৩

উষো যে তে প্র যামেষু যুজতে মনো দানায় সুরয়ঃ ।

অত্রাহ তৎকণু এষাং কণুতমো নাম গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪

আ যা ঘোষেব সুনযুধা যাতি প্রভুং জতী ।

জরয়ন্তী বৃদ্ধনং পরদীরত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫

বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেতোদতী ।

বক্তো নকিষ্টে পশ্চিবাংস আসতে ব্যুঠৌ বাজিনীবতী ॥ ৬

এষা যুক্ত পরাবতঃ সূর্যশ্চোদয়নদধি ।

শতং রথৈভিঃ স্তভগোবা ইয়ং বি যাত্যতি মাহুযান্ ॥ ৭

বিশ্বমস্তা নানাম চক্রে জগজ্জ্যোতিষ্কণোতি সুনরী ।

অপ ঘেষো মধোনি হুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ শিখঃ ॥ ৮

উষ আ ভাহি ভাহুনা চংদ্রেণ হুহিতর্দিবঃ ।

আবহন্তী ভূযাস্তভাং সৌভগং ব্যাচ্ছন্তী দিবিষ্টিবু ॥ ৯

বিশ্বস্ত হি প্রাণনং জীবনং য়ে বি বহুচ্ছলি সুনরি ।

শা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি অধি চিত্রামধে হব ।

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

উষো বাজং হি বৎস যশ্চিহ্নো মাহুবে জনে ।

ভেনা বহ স্নকৃতো অধ্বরা উপ যে স্বা গৃগংতি বহ্নয়ঃ ॥ ১১

বিখানোবা আ বহ সেমেপীতয়েহংতবিস্কাহুবহ্নয়ঃ ।

সান্মাহু থা গো বদম্বাবহুক্থান্মহো রাজ্যং সুবীৰ্যং ॥ ১২

বস্তা ক্ৰশংতো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃকত ।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুবা দদাতু স্নগ্ন্যং ॥ ১৩

যে চিকি আম্বয়ঃ পূর্ব উতরে জুহুবেহবসে মহি ।

সা নঃ স্তোমা অতি গৃণীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪

উষো যদন্ত ভাহুনা বি দারাবৃণবো দিবঃ ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ ॥ ১৫

সং নো রারা কৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্সা সমিলাতিরা ।

সং দ্রাক্সেন বিশ্বতুরোবা মহি স বাটৈর্বর্জানীবতি ॥ ১৬

॥ ১০৩ ॥

কুংস আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপু ॥

তত্ত ইজিরং পরমং পরাটৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদং ।

কমেদমন্তাদিবা তদন্ত সমী পৃচাতে সমনেব কেতুঃ ॥ ১

স ধারয়ং পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হস্তা নিরপঃ সসর্জ ।

অহ্নরহিমভিনদ্রৌহিণং বাহনু ব্যংসং মঘবা শচীতিঃ ॥ ২

স জাতুভর্মা প্রদধান ওজঃ পুরো বিভিৎদরচরষি দাসীঃ ।

বিদ্যাক্সিঋতবে হেতিমন্তাৰ্যং সহো বধরা দ্যায়মিৎদ্র ॥ ৩

তদূচুবে মাহুবেমা যুগানি কীর্তেভ্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ ।

উপপ্রক্স্যাহত্যায় বজ্রী বহু স্ননুঃ শ্রবসে নাম দধে ॥ ৪

তদন্তোদং পশুতা ভূরি পুষ্টিং শ্রুদিত্ত্বা ধন্তন বীৰ্য্যায় ।  
 স গা অবিংদং সো অবিংদদখান্ৎস ওষধীঃ সো অপঃস বনানি ॥ ৫  
 ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃক্ষে সত্যশুষ্কার স্তনবাম সোমং ।  
 য আদৃত্যা পরিপাখীব শুরোহ্যজনো বিভজয়ন্তি বেদঃ ॥ ৬  
 তদ্বিত্ত্ব প্রেব বীৰ্যং চকর্থ যৎসসংতং বজ্রেনাবোধরোহিৎ ।  
 অমু হা পত্নীহৃষিতং বরশ্চ বিধে দেবাসো অমদয়মু হা ॥ ৭  
 শুকঃ পিত্রং কুম্বব বৃজমিত্ত্ব যদাবধীর্বি পুরঃ শংবরশ্চ ।  
 তন্নো মিত্রো বরুণো মামহংতামদিতিঃ সিংধুঃ পৃথিবী উত জ্যোঃ ॥ ৮

॥ ১৮৫ ॥

অগস্ত্যঃ ॥ দ্যাভাপৃথিব্যো ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কতরা পূর্বা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবন্ম কো বি বেদ ।  
 বিশ্বং স্মনা বিভূতো যদ্ধ নাম বি বর্ভতে অহনী চক্রিরেব ॥ ১  
 ভূরিং ধে অচরংতী চরংতং পদংতং গর্ভমপদী দধাতে ।  
 নিত্যং ন স্নন্ পিত্রোরূপস্থে জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ২  
 অনেহো দাত্রমদিতেরনবং হবে স্বর্বাদবধং নমস্বৎ ।  
 তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৩  
 অতপ্যামানে অবসাবংতী অমু যাম রোদসী দেবপুত্রে ।  
 উভে দেবানামুভরেভিরুং জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৪  
 সংগচ্ছামানে বুভতী সমংতে স্মারো জামী পিত্রোরূপস্থে ।  
 অতিজিহ্বংতী ভুবনশ্চ নাভি জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৫  
 উর্বা সগ্ননী বৃহতী ঋতেন হবে দেবানামবসা জনিজী ।  
 দধাতে ধে অস্নতং স্ত্রুগ্নতীকে জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৬

উর্বা পৃথ্বী বহ্নে দূরে অংতে উপক্রবে নমসা যজ্ঞে অগ্নিন্ ।  
 দধাতে যে স্তভগে স্তপ্রতৃতী জ্বা বা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাং ॥ ৭  
 দেবস্বা যচ্চকুমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাপ্পতিং বা ।  
 ইয়ং ধীর্ভূ য়া অবহানমেয়াং জ্বা বা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাং ॥ ৮  
 উভা শংসা নখা মামবিষ্টামুভে মাম্ভী অবসা সচেতাং ।  
 ভূরি চিদর্ষঃ স্তদান্তরায়েষা মদংত ইষয়েম দেবাঃ ॥ ৯  
 ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং স্তমেধাঃ ।  
 পাতামবজ্ঞাদুরিতাদভীকে পিতা মাতাচ রক্ষতামবোভিঃ ॥ ১০  
 উদং জ্বা বা পৃথিবী সত্যমস্ত পিতর্মাতর্যদিহোপক্রবে বাং ।  
 ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিজ্ঞামেবং বৃজনং জীরদাহুং ॥ ১১

## দ্বিতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ১২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ইংদ্রঃ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্বভুযৎ ।  
 যস্ত শুয়াহ্নোদসী অভ্যাসেতাং নৃগন্ত মহা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১ ॥  
 যঃ পৃথিবীং ব্যাধমানামনৃংহন্তঃ পর্বতান্ প্রকুপিতা অরম্ণাং ।  
 যো অংতরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো জামতুত্নাংস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ২ ॥  
 যো হস্তাহিমরিণাং সপ্ত সিংধুতো গা উদাজদপযা বলন্ত ।  
 যো অশ্বানোরংতরয়িৎ জজান সংবৃক্‌সমংস্থ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৩ ॥

বেনেমা বিখ্য চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং শুভাকঃ ।  
 স্বয়ীব যো জিগীবাং লক্ষ্যমানদর্ঘ্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৪ ॥  
 বং শ্রা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি যোরমুতে মাহর্নেযো অস্তীত্যোনং ।  
 সো অর্ঘ্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিন্যতি শ্রদশ্চৈ যন্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৫ ॥  
 যো ব্রহ্মত চোদিতা যঃ কৃশস্ত যো ব্রহ্মণো নাধমানস্ত কৌরেঃ ।  
 যুক্তপ্রাবণো যোহবিতা স্তুশিপ্রঃ স্তুতসোমস্যা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৬ ॥  
 যন্তাশ্বাসঃ প্রদিশি যন্ত গাব যন্ত গ্রামা যন্ত বিখে রথাসঃ ।  
 যঃ সূর্য্যং য উয়সং জজান যো অপাংনেতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৭ ॥  
 যঃ ক্রন্দসী সংযতী হিহ্বরেতে পরেহ্বর উভয়া অমিত্রাঃ ।  
 সমানং চিত্রধমাত্ত্বিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৮ ॥  
 যন্নান ঋতে বিজয়ংতে জনাসো যং যুধামান্য অবশে হবংতে ।  
 যো বিশ্বস্ত প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৯ ॥  
 যঃ শবতো মছেনো দধাননমন্তমানাহ্বী জঘান ।  
 যঃ শবতে নানু দদাতি শূধ্যাং যো দস্তোহংতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥  
 যঃ শংবরং পর্বতেষু ক্ষিরংতং চকারিংস্তাং শরন্ত্যবিন্দৎ ।  
 ওজারমানং যো অহিং জঘান দাহুং শরানং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১১ ॥  
 যঃ সপ্তরশ্মিবৃষভজ্ঞবিদ্যানবাস্তজং সত্ববে সপ্ত সিংধুং ।  
 যো রৌহিণমক্ষু রহজ্ববাহর্ম্যামারোহংতং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১২ ॥  
 জাবা চিদশৈ পৃথিবী নমেতে শুয়াচ্চিদস্ত পর্বতা তয়ংতে ।  
 যঃ সোমপা নিচিন্তো বজ্রবাহর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৩ ॥  
 যঃ স্তুষংতমবতি যঃ পচংতং যঃ শংসংতং যঃ শশমানমুতী ।  
 যন্ত ব্রহ্ম বর্ধনং যন্ত সোমো যন্তেদং রাধঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ স্তবতে পচতে হুত্র আ চিৎসাজং দর্দর্বি স কিলাসি সত্যঃ ।  
বরং ত ইংত্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ স্তবীরাসো বিশ্বখমা বদেম ॥ ১৫ ॥

॥ ২৮ ॥

কুর্মোগাৎ সমদো গৃৎসমদো বা ॥ বরুণঃ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইদংকবেবাদিত্যস্ত স্বরাজো বিশ্বানি সাংত্যভ্যস্ত মন্থা ।  
অতি যো মংত্রো যজ্ঞধার দেবঃ স্তবীর্জিৎ তিহ্নে বরুণস্য তুরেঃ ॥ ১ ॥  
তব ত্রতে স্তবগাংসঃ স্তাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ ।  
উপায়ন উবসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অহুদ্যান্ ॥ ২ ॥  
তব স্তাম পুরুবীরস্য শর্মরুরুশংসস্ত বরুণ প্রণেতঃ ।  
যুয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদক্সা অতি ক্ষমধ্বং বুজ্যায় দেবাঃ ॥ ৩ ॥  
প্র নীমাদিত্যো অস্বজ্বিধর্তা স্ত্রীতং সিংধবো বরুণস্ত যংতি ।  
ন শ্রাম্যংতি ন বি মুচংতোতে বয়ো ন পশু রঘুরা পরিজুন ॥ ৪ ॥  
বি মচ্চুথায় রশনামিবাগ স্ফাধ্যাম তে বরুণ ধাম্যন্ত ॥  
মা তং তুশ্ছেদি বয়তো ধিরংমে মা মাজা শার্বপসঃ পুর স্ততোঃ ॥ ৫ ॥  
আপো স্তুমাক্স বরুণ তিরসং মৎসব্রালুতাবোহু মা গৃভায় ।  
সামেব বৎসাষি সুমুধ্যংহো নহি স্বদারে মিমিষন্ত নেশে ॥ ৬ ॥  
মা নো বঠৈর্বকণ মে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণুংতমস্তুর ত্রীণংতি ।  
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গম্য বি যু মুখঃ শিষ্রথো স্রীবসে নঃ ॥ ৭ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নুনমুতাপরং ভুবিজাত ব্রবাম ।  
 যে হি কং পর্বতে ন প্রিতাত্ত প্রচ্যুতানি হুলভ ব্রতানি ॥ ৮ ॥  
 পর ঋণা সাবীরধ মংকৃতানি মাহং রাজানন্ত ক্তেন ভোজং ।  
 অব্যাষ্টা ইন্নু ভূয়সীকৃষাম আ নো জীবাস্বকৃণ তাস্ম শাধি ॥ ৯ ॥  
 যো মে রাজহ্মাজ্যো ধা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহমাহ ।  
 স্তেনো বা যো দিক্শতি নো বৃকো বা স্বং তস্মাস্বকৃণ পাহস্মান্ ॥ ১০ ॥  
 নাই মেষো ব্রহ্মকৃণ প্রিয়ন্ত ভূবিদারু আ বিদং শূনমাপেঃ ।  
 মা রায়ো রাজনং ব্রহ্মমাদব স্থাং বৃহদেদম বিদধে স্রবীরাঃ ॥ ১১ ॥

॥ ৩২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ১ দ্যাবা পৃথিব্যো । ২, ৩ ইংদ্রস্তৃফা বা ।  
 ৪, ৫ রাকা । ৬, ৭ সিনীবালী । ৮ লিংগোক্ত  
 দেবতাঃ ॥ ১—৫ অজগতী । ৬—৮ অনুষ্ঠুপ্ ॥

অন্ত মে ঋবা পৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিদ্রী বচসঃ সিবাসতঃ ।  
 যয়োরায়ু প্রভরং তে ইদং পরং উপস্ততে বহুবুৰ্বাং মহো দধে ॥ ১ ॥  
 মা নো গুহারিণ আয়োরহন্দতন্মা ন আভ্যো রীরধো হুচ্চুনাভ্যঃ ।  
 মা নো বিযোঃ সখ্যা বিদ্ধি তন্ত নঃ স্মারয়তা মনসা তন্তেমহে ॥ ২ ॥  
 অহেলতা মনসা ঋষ্টিমা বহু হহানাং থেহুং পিগ্যুবীমসশ্চন্তং ।  
 পত্ন্যভিরাণ্ডং কলা চ বাজিনং স্বাং হিনোমি পুরুহুত বিশ্ব হা ॥ ৩ ॥

রাকামহং সূহবাং সৃষ্টুতী হবে শৃণোতু নঃ সূতগা বোধতু অনা ।

সীব্যস্বপঃ সৃচ্যচ্ছিত্তমানরা দদাতু বীরং শতদায়য়ুধ্যং ॥ ৪

যান্তে রাকে সূমতয়ঃ সূপেশসো যাভি দর্দাসি দাগুযে বহ্নি ।

তাভিনো অগ্ন সূমনা উপাগহি সহস্রপোষং সূতগে ররাণা ॥ ৫

সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি স্বসা ।

জুষস্ব হবামাহতং প্রজাং দেবি দিদিভ্টি নঃ ॥ ৬

যা সূবাহঃ অংগুরিঃ সূষূমা বহুস্ববরী ।

তস্মৈ বিশ্পত্নৈ হবিঃ সিনীবালৈ জুহোতন ॥ ৭

যা গুংগূর্ধা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী ।

ইংদ্রাগীমহব উতষ্ণে বরুণানীং স্বস্তরে ॥ ৮



## তৃতীয়ঃ মণ্ডল

বিশ্বামিত্রঃ ॥ ॥ আপ্রিয়ঃ ॥ ত্রিকূপ্ ।

সমিত্সমিত্সূমনা বোধ্যয়ে শুচাশুচা সূমতিং রাসি বসঃ ।

আ দেব দেবাত্তজথায় বক্ষি সথা সখীস্তু সূমনা যক্ষ্যয়ে ॥ ১

১. যং দেবাসস্ত্রিরহন্নাবজ্ঞতে দিবেদ্যিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।

দেমং যজ্ঞঃ মধুমংতং কুধী নস্তনুনপাদ্ যতবোনিং বিধংতং ॥ ২



প্রদীপ্তিৰ্বিশ্ববারা জিগাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজ্ঞৈষ্য ।

অজ্ঞো নমোত্তিবৃষতঃ বন্দ্যৈষ্য স দেবান্যাক্দিষিতো যজীরান্ ॥ ৩

উর্জো বাঃ পাতুরধ্বরে অকার্ধ্বা শোচীংবি প্রহিতা রজাংসি ।

দিশো বা নাতা নাসাদি হোতা ত্বপীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ॥ ৪

সপ্ত হোত্ৰাণি মনসা বৃণানা ইদংতো বিস্বং প্রতি যন্নৃতেন ।

নৃশেষসো বিদধেতু প্র জাতা অতীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বাঃ ॥ ৫

অ ভংদমানে উষসা উপাকে উত অয়েতে তবারিরপে ।

বধা নো মিত্রো বরুণো জুজোবদিংদ্রে মরুত্বা উত বা মহোতিঃ ॥ ৬

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যাংজে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধরা মদন্তি ।

ঋতং শংসংত ঋতমিত্ত আহরতু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥ ৭

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোবা ইলা দেবৈর্মহুব্যোতিরগ্নিঃ ।

সরস্বতী সারস্বতেতির্বাচ্ তিস্রো দেবী বর্হিরেদং সদং তু ॥ ৮

তন্নব্রতীপমধ পোবয়িতু দেব অষ্টবি রবণঃ স্তব ।

যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ স্তদজ্ঞো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯

বনস্পতেহব স্তজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা স্তদয়াতি ।

সেহ হোতা সত্যতবো যজাতি বধা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০

আ বাহুধে সমিধানো অর্বা ভিঃ জ্ঞেণ দেবৈঃ সরথং তুরেতিঃ ।

বর্হিন আস্তা মদিতিঃ স্তপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাং ॥ ১১

॥ ৫৫ ॥

প্রজাপতির্বৈশ্বানিত্রো বাচ্যো বা ॥ বিশ্বে দেবাঃ ।  
১ উষাঃ । ২—১০ অগ্নিঃ । ১১ অহোরাত্রো ।

১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী ছ্যনি-  
শৌ বা । ১৬ দিশঃ । ১৭—২২ ইন্দ্রঃ

পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বাগ্নিশ্চ ॥ ত্রিষ্টপ ॥

উবসঃ পূর্বা অথ যস্য যুমহবি জজ্ঞে অকরং পদে ॥ ১ ॥

ব্রতা দেবানামুপ হু প্রজুষ্মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ২ ॥

মো বৃণো অত্র কুরুংত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পুরুষাঃ ॥ ৩ ॥

পুত্রাণ্যোঃ সন্ধানোঃ কেতুরংতর্মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ৪ ॥

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছা দীত্বৈ পূর্ব্যাগ্নি ॥ ৫ ॥

সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিষদেম মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ৬ ॥

সমানো রাজা বিভূতঃ পুরুত্রা শরৈ শরাস্থ প্রযুতো বনাস্থ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ৮ ॥

আক্ষিপূর্বান্নপরা অনুকুৎসতো জাতাস্থ তরুণীংতঃ । ৯ ॥

অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ১০ ॥

শবুঃ পরস্তাদধ হু দ্বিমাতাবংধনশ্চরতি বৎস একঃ । ১১ ॥

মিত্রস্ত তা বরুণস্ত ব্রতানি মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ১২ ॥

বিদ্বাত্তা হোতা বিদ্বানবু যমালয়ঃ চরতি ক্ষেতি বরুঃ । ১৩ ॥

প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরংতে মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৪ ॥

শূরশ্বেব বৃধ্যতো অংতমন্ত প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ং ।  
 অংতর্মতিশ্চরতি নিষ্বিধং গোমহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ৮ ॥  
 নি বেবেতি পলিতো দূত আশ্বংতর্মহাংশ্চরতি রোচনেন ।  
 বপুংষি বিভ্রদতি নো বি চষ্টে মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ৯ ॥  
 বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামাত্তমূতা দধানঃ ।  
 অগ্নিষ্ঠা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১০ ॥  
 নানা চক্রাতে যম্যাবপুংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্তং ।  
 ঞ্চাবী চ যদরুবা চ স্বসারৌ মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১১ ॥  
 মাতাচ যত্র হৃহিতা চ ধেনু সবর্হ্ষে ধাপয়েতে সমীচী ।  
 ঋতস্ত তে সদসীলে অংতর্মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১২ ॥  
 অত্স্তা বৎসং রিহতী মিমায় করা ভূবা নি দধে ধেনুরুধঃ ।  
 ঋতস্ত সা পরসাপিস্বতেলা মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৩ ॥  
 পত্ন্যালেস্তে পুরুরূপা বপুংষ্যধ্বা তহৌ চ্যাবিং রেৱিহাণা ।  
 ঋতস্ত সন্ম বি চরামি বিদান্নমহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৪ ॥  
 পদে ইব নিহিতে দশ্বে অংতস্তষোরন্তদুহ্মাবিরন্তং ।  
 সঞ্জীচীনা পথ্যাসা বিযুচী মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৫ ॥  
 আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিশ্বীঃ সবর্হ্ষাঃ শশয়া অপ্রহৃদ্ধাঃ ।  
 নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবংতীর্মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৬ ॥  
 যদন্তাসু বৃষতো রোরবৌতি সো অত্স্বিন্যুধে নি দধাতি রেতঃ ।  
 স হি ঋগাবান্তস ভগঃ স রাজা মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৭ ॥  
 বীরস্ত হু স্বশ্বাং জনাসঃ প্র হু বোচাম বিহরস্য দেবাঃ ।  
 বোড়্হা যুক্তাঃ পংচপংচা বহংতি মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৮ ॥

দেবংষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুণোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনাজ্জস্য মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৯ ॥

মহৌ সন্মৈরচ্চা সমীচী উভে তে অস্ত বসুনা ন্যৃষ্টে ।

শৃণে বীরো বিদমানো বসুনি মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ২০ ॥

ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ।

পুৱঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদেবানামসুৱত্বমেকং ॥ ২১ ॥

নিষ্বিক্ষরীস্ত ওষধীকৃতাণো রয়িঃ ত ইংজ পৃথিবী বিভর্তি ।

সথায়ন্তে বামভাজঃ সাম মহদেবানামসুৱত্ব মেকং ॥ ২২ ॥

॥ ৬২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ । ১৩-১৮ বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ॥ ১-৩

ইং দ্রাবরুণো । ৪-৬ বৃহস্পতিঃ । ৭-৯ পৃষা ।

১০-১২ সবিতা । ১৩-১৫ সোমঃ ।

১৬-১৮ মিত্রাবরুণো ॥ ১-৩

ত্রিষ্টুপ্ । ৪-১৮ গায়ত্রী ॥

ইমা উ বাং ভূমরো মত্তমানা বুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্ ।

কৃত্যদিংজ্রাবরুণা যশো বাং যেন আ সিনং ভরথঃ সধিতাঃ ॥ ১ ॥

অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীৱজ্জন্তমমবসে জোহবীতি ।

সজোষাবিংজ্রাবরুণা মরুভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবংমে ॥ ২ ॥

অস্মৈ তদিংজ্রাবরুণা বসু ষাদস্মৈ রয়ির্মরুতঃ সর্ববীরঃ ।

অস্মাৱরুত্রীঃ শরণৈরবত্বং আনহোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

বৃহস্পতে জুস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য ।

রাশ্ব রশ্মানি দ্যাক্ষিণে ॥ ৪ ॥

তচিমর্কৈবৃহস্পতিমধ্বরেবু নমস্তত ।

অনাম্যোজ আ চক্রে ॥ ৫ ॥

বৃষভঃ চৰ্ঘণীনাং বিশ্বরূপমদাত্যং ।

বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥

ইরংতে পুশ্নান্মুণে সৃষ্টুতির্দেব নবাসী ।

অশ্মাভিস্তভ্যং শস্ততে ॥ ৭ ॥

তাং জুস্ব গিরং মম বাজয়ং তীমবা ধিরং ।

বধুসুয়িব ঘোষণাং ॥ ৮ ॥

যো বিশ্বাভি বিপস্ততিতুবনা সং চ পস্ততি ।

সনঃ পুশ্যাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥

তংসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ।

ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥

দেবস্ত সবিতুর্বরং রাজয়ন্তঃ পুরংধ্যা ।

ভগন্ত রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥

দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সূবৃক্তিভিঃ ।

নমস্তংতি ধিরেযিতাঃ ॥ ১২ ॥

সোমা অগ্নিগাভি গাতুবিদেবানামেতি রিকৃতং ।

রুতস্ত বোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥

সোমো অশ্বভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে ।

অনমীবা ইবহরৎ ॥ ১৪ ॥

অশ্রাকম্যাবুর্ব্বরতিমাতীঃ সহমানঃ ।

সোমঃ সখস্হমানদং ॥ ১৫ ॥

আ নো মিত্রাবরণা যুতৈর্গব্যুতি যুক্ততং ।

অথবা যজাংসি যুক্ততু ॥ ১৬ ॥

উরুশংসা নমোবুধা মল্ল নকন্ত রাজধঃ ।

জাষিষ্ঠাভিঃ শুচিত্রতা ॥ ১৭ ॥

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃত্ত গীদতং ।

পাতং সোমযুতাবুধা ॥ ১৮ ॥

চতুর্থং মণ্ডলং ॥

॥৩০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৮, ১২—২৪ ইংরেজঃ । ৯—১১

ইংরেজ উবাচ ॥ ১—৭, ৯—২৩

গায়ত্রী । ৮, ২৪ অনুক্ৰুপ ॥

নকিরিঙ্গে বহত্তরো ন জ্যাধী কস্তি বৃজহন ।

নকিরেবা যথা স্বং ॥ ১ ॥

সত্রা তে অমু কষ্টরো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ ।

সত্রা মর্হা অসিক্রতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে চনেদনা স্বা দেবাস ইংরেজ যুবধুঃ ।

যদহা নক্তমাতিরঃ ॥ ৩ ॥

বজ্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুংসার বুধাতে ।

যুবার ইংরেজ সূর্য্যং ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ দেবী অধায়তো বিশ্বা অধুয়া এক ইংরেজ

স্বমিঙ্গে বহু রহন ॥ ৫ ॥

জ্ঞাত মর্ত্যায় কমন্নিণা ইংদ্র সূর্য্যঃ ।

প্রাবঃ শচীভিরেতশং ॥ ৬ ॥

কিমাছুতাসি বৃজহন্নম্ববন্নম্ভ্যমন্তমঃ ।

অজ্রাহ দানুমাতিরঃ ॥ ৭ ॥

এতদেবছত বীর্ষমিংদ্র চকর্থ পৌঃশ্রঃ ।

জিরং যদুর্হণামুৎ বধীছহিতরং দিবঃ ॥ ৮ ॥

দিবশ্চিদবা ছহিতরং মহান্নহীরমানাং ।

উষাসমিংদ্র সংপিণক্ ॥ ৯ ॥

অপোষা অনসঃ সরৎসংপিষ্ঠাদহ বিভ্রাষী

নি যৎসীং শিল্পথষ্ৰা ॥ ১০ ॥

এতদস্তা অনঃ শয়ে স্তুসংপিষ্ঠং বিপাশ্বা ।

সসার সীং পরাবতঃ ॥ ১১ ॥

উত সিংধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি ।

পরি ঠা ইংদ্র মায়রা ॥ ১২ ॥

উত শুফশ্র ধুকুরা প্র তুকো অতি বেদনং ।

পুরো যদস্ত সংপিণক্ ॥ ১৩ ॥

উত দাসং কোলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি ।

অবাহন্নিংদ্র শংবরং ॥ ১৪ ॥

উত দাসস্ত বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ ।

অধি পংচ প্রেধীন্নিব ॥ ১৫ ॥

উত ত্যং পুত্রমগুবঃ পরাবৃত্তং শতক্রতুঃ ।

উক্বেক্ষিৎ আভজৎ ॥ ১৬ ॥

উত ত্যা তুৰ্শারহু অম্বাতারা শচীপতিঃ ।  
 ইংদ্রো বিহ্বা অপারয়ৎ ॥ ১৭ ॥  
 উত ত্যা সত্ত্ব আৰ্য্যা সরয়োরিৎদ্র পারতঃ ।  
 অর্গাচিৎদ্ররথাবধীঃ ॥ ১৮ ॥  
 অহু হা অহিতা নম্নোহংখং শ্রোণং চ বৃজহন্ ।  
 ন তন্তে স্তম্মমষ্টবে ॥ ১৯ ॥  
 শতমশ্বম্বরীনাং পুরামিংদ্রো ব্যাশ্রুৎ ।  
 দিবোদাসায় দান্তযে ॥ ২০ ॥  
 অম্বাপয়দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হঠৈঃ ।  
 দাগানামিংদ্রো মায়রা ॥ ২১ ॥  
 স ঘেহুভাসি বৃজহন্ত্ সন্মান ইংদ্র গোপতিঃ ।  
 যন্তা বিখানি চিচুষে ॥ ২২ ॥  
 উত নুনং যদিং ত্রিষং করিষা ইংদ্র পৌংস্তং ।  
 অস্তা নকিষ্টনা মিনৎ ॥ ২৩ ॥  
 বামং বামং ত আহুর্নে দেবো দদাশ্বর্যমা ।  
 বামং পুবা বামং ভগো বামং দেবঃ কল্পলভী ॥ ২৪ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৪ দধিক্রাঃ । ৫ সূর্য্যঃ ॥

১. ত্রিষ্টুপ্ । ২-৫ জগতী ॥

দধিক্রাব্ণ ইহু হু চকিরাম বিখা ইন্দ্ৰায়ুবসঃ স্তদয়ংতু ।  
 অপামগ্নৈরুবসঃ সূর্য্যন্ত বৃহস্পতেরাংগিরসস্য ত্রিকোঃ ॥ ১ ॥



সম্বা তুরিবো গরিবো হুবন্তামহু বস্যাধিব উবসন্তরক্তসং ।

সত্যো জুবো জুবরঃ পতংগরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনং ॥ ২ ॥

উত স্যামা জবন্তরুণ্যতঃ পর্ণং ন বেরহু জ্বতি ঐশ্বর্ধিনঃ ।

ভেনস্যেব এজতো অংকসং পরি দধিক্রাবণঃ মহোজা তরিত্রীতঃ ॥ ৩ ॥

উত ত বাজী ক্রিপণিং তুরণ্যতি ঐবারাং বহোঃ অপিকরু আসনি

ক্রতুং দধিক্রা অহু সন্তবীত্বংপথামং কাংস্যাস্যাসমীক্ষণং ॥ ৪ ॥

হংসঃ শুচিবহুহুং তরিক্সসকোতা বেনিবদতিমিহু রৌণসং

নুবহরসদৃতসক্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং ॥ ৫ ॥

॥ ৫৭ ॥

বামদেবঃ ॥ ১-৩ ক্ষেত্রপতিঃ । ৪ শুভঃ । ৫, ৮

শুনাসীরো । ৬, ৭ সীতা ॥ ১, ৪, ৬, ৭

অনুষ্ঠুপ্ । ২, ৩, ৮ ত্রিষ্ঠুপ্

৫ পুরউষ্ণিক্ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি ।

গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো ম্লামতীদৃশে ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তর্ম্মিং ধেহুরিব পয়ো অশ্বাশ্ব ধুক্ ।

মধুচ্চুতং স্বতমিব স্থপ্তমৃতস্য

নঃ প্তরো মূলয়ন্তু ॥ ২ ॥

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আশো মধুমরো ভবৎ তরিক্সং ।

ক্ষেত্রস্যপতির্মধুমারো অশ্বরিষ্যতো অবেনং চরেম ॥ ৩ ॥

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কুবজু লাংগলং ।

শুনং বরজা বধ্যংতাং শুনমদ্রীমুখিংপর ॥ ৪ ॥

শুনাসীরাবিমাং বাচং জুবেথাং বদ্বিবি চক্রথুঃ পরঃ ।

তেনেমাশুলসিংচতং ॥ ৫ ॥

অর্বাচী শ্রুতগে ভব সীতে বংদামহে দ্রা

যথা নঃ শ্রুতগাসসি যথা নঃ শ্রুতলাসসি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্লাতু তাং পূবান্ন যচ্ছতু ।

স। নঃ পরশ্বতী হহামুত্তরায়ুত্তরাং সমাং ॥ ৭ ॥

শুনং নঃ ফালা বি কুবং তু ভূমিং শুনং

কীনাশা অভি যং তু বাট্ঠেঃ ।

শুনং পূর্বতো মধুনা পযোতিঃ

শুনাসীরা শুনমশ্রান্ন ধত্তং ॥ ৮ ॥

পঞ্চমং মণ্ডলং ।

॥ ২৩ ॥

দ্যুন্নো বিশ্বচৰ্ব্বণিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৩ অনুষ্ঠুপ্ ।

৪ পংক্তিঃ ॥

অগ্নে সহংতমা ভর শ্রুত প্রাসহা রয়িং ।

বিধা বশ্চৰ্ব্বণীরভ্যানা বাজেযু সালহং ॥ ১ ॥

তমগ্নে পূতনাবহং রয়িং সহস্র আ ভর ।

হং হি সত্যো অতুতো দাতা বাজত গোমতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো জনাসো বৃক্কবর্হিবঃ ।  
 হোতারং সন্নস্তু প্রিয়ং বাংতি বার্ধা পুরু ॥ ৩ ॥  
 স হি ত্বা বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সছো দধে ।  
 অথ এষু ক্ষয়েদ্যা য়েবরঃ শুক্র দীদিহি  
 তুমংপাবকদীদিহি ॥ ৪ ॥

॥ ২৮ ॥

বিশ্ববারাভ্রেয়ী ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ৩ ত্রিকুপ্ । ২  
 জগতী । ৪ অনুকুপ্ ৫, ৬ গায়ত্রী ॥

সমিদ্ধো অগ্নির্দেবী শোচিরশ্রেয় প্রত্যঙ্গুধসমুর্বিয়া বিভাতি ।  
 এভি প্রাচী বিশ্ববারা নমেতির্দেবী জ্ঞানান হবিষ্য য়তাচী ॥ ১ ॥  
 সমিধ্যমানো অমৃতস্ত রাজসি হবিষ্কণ্ডংতং সচসে স্বস্তরে ।  
 বিশ্বং স ধত্তে ত্রিবিণং যমিস্বস্তাতিথ্যামগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরুঃ ॥ ২ ॥  
 অগ্নে ঈধ মহতে সৌভগায় তব তুম্নান্মাত্তমানি সং তু ।  
 সং জাম্পত্যং স্তবমসা কৃণুয শত্রুয়ন্তামতি তিষ্ঠী মহাংসি ॥ ৩ ॥  
 সমিদ্ধস্ত প্রমহনোহগ্নে বংসে তব প্রিয়ং  
 বৃষভো তুম্নবী অসি সমধ্বরেষিধ্যাসে ॥ ৪ ॥  
 সমিদ্ধো অথ আহুত দেবাত্তক্ষি স্বধবর ।  
 ত্বং হি হব্য বাসসি ॥ ৫ ॥  
 আ জুহোতা হুবন্ততাপ্তিং প্রয়ত্যধ্বরে ।  
 বৃগীধ্বং হব্যবাহনং ॥ ৬ ॥

॥ ৬১ ॥

শ্রাবাশ্ব আত্রেয়ঃ ॥ ১-৪, ১১-১৬, মরুতঃ । ৫-৮ শশী-  
 যসী তরংতমহিষী । ৯ পুরুমীড়্‌হো বৈদদশ্বিঃ ।  
 ১০ তরংতোবৈদদশ্বিঃ । ১৭-১৯ রথবীতি  
 দীল্ভ্যঃ ॥ ১-৪, ৬-৮, ১০-১৯ গায়ত্রী ।  
 ৫ অনুষ্ঠুপ্ । ৯ সতোরহতী ॥

কে ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য় ।

পরমন্তাঃ পরাবতঃ ॥ ১ ॥

কবোহুশ্বাঃ কাভীশবঃ কথং শেক কথ্য যয় ।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥ ২ ॥

অঘনে চোদ এবাং বি সন্ধানি নরো যমুঃ ।

পুত্রকুথে ন জনয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরা বীরাস এতন ঋষাসো ভদ্রজানয়ঃ ।

অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪ ॥

সনৎসাখ্যং পত্তমুত গব্যং শতাবয়ং ।

শ্রাব্যাস্ততার যা দোবীরোরোপববৃহৎ ॥ ৫ ॥

উত স্বা জী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্তসী ।

অদেবজাদরাধসঃ ॥ ৬ ॥

বি যা জানাতি অশ্বরিং বি তৃষাং তং বি কামিনং ।

দেবজা কৃণুতে মনঃ ॥ ৭ ॥

উত বা নেমো অস্ততঃ পূৰ্ণা ইতি ক্রবে গনিঃ ।

ন বৈরদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮ ॥

উত মেহরপছাবভির্মমংছবী প্রতি শ্রাবায় বর্তনিং ।

বি রোহিতা পুরুশীড়হার যেমতুর্বিপ্রায় দীর্ঘবশসে ॥ ৯ ॥

যো মে ধেনুনাং শতং বৈদদধির্ঘথা দদৎ ।

তরংস্ত ইব সংহনা ॥ ১০ ॥

ব ক্রীং বহংস্ত আন্তভিঃ পিবংস্তো মদিরং মধু ।

অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১ ॥

যেবাং শ্রিমাধি রোনসী বিভ্রাজংতে রথেষা ।

দ্বিবি কৃষ্ণ ইবোপরি ॥ ১২ ॥

যুবা ন মাকুতো গণশ্বেঘরথো অনেতঃ ।

তুতামাষ্য প্রতিকুতঃ ॥ ১৩ ॥

কো বেষ নুনমেবাং যজা মদংতি ধুতয়ঃ ।

ঋতজাতা অরেপসঃ ॥ ১৪ ॥

বুয়ং মর্তং বিপজ্যাবঃ প্রথেষ্টার ইথা ধিরা ।

শ্রোতারো বামহুতিবু ॥ ১৫ ॥

তে নো বহুনি কাম্যা পুরুশ্চক্রো রিশাদসঃ ।

জা বজ্জিগালো ববুতন ॥ ১৬ ॥

এতং মে তোমহূর্যো বার্জ্যায় পরা বহ ।

গিরো দেবি রথীরিব ॥ ১৭ ॥

উত মে বীচতাদিতি স্তুতসোমে রথবীজৌ ।

ন কামো অপ বেতি মে ॥ ১৮ ॥

এষ ক্ষেতি রথবীতির্মথবা গোমতীরহ ।

পর্বতেষপশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥

॥ ৮৫ ॥

অত্রিঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ঐ সত্রাজে বৃহদৃচা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায় ।

বি যো জ্ঞানান শমিতেব চর্যোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্য্যায় ॥ ১ ॥

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমবৎসু পর উল্লিগাসু ।

হুৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্সৃগ্নিং দিবি স্কর্কর্যমদধাৎ সোমমজ্রৌ ॥ ২ ॥

নীচীনবারং বরুণঃ কবংধং ঐ সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষং ।

তেন বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজা স্ববং ন বৃষ্টিবৃন্দতিঃভূম ॥ ৩ ॥

উনতি ভূমিং পৃথিবীমুত জ্ঞাৎ বদা হুৎসু বরুণো বষ্ট্যাগ্নিৎ ।

সমল্লগে বসত পর্বতাসন্তবিবীরংতঃ প্রথয়ংত বীরাঃ ॥ ৪ ॥

ইমান্ স্বাস্তুরস্ত শ্রুতস্ত মহীং সার্যং বরুণস্ত ঐ বোচং ।

মানেনেব তস্মি বা অন্তরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ ॥ ৫ ॥

ইমান্ হু কবিতমস্ত সার্যং মহীং দেবস্ত নকিরা দধর্ষ ।

একং যজ্ঞদু ন পৃণংত্যোনীরাসিচং তীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥

অর্ষম্যং বরুণ মিভ্যং বা সখারং বা সদমিদ্রাতরং বা ।

বেশং কা মিভ্যং বরুণারণং বা স্বংসীমাগচ্চ কুমা শিশ্রথন্তং ॥ ৭ ॥

কিত্তবাসৌ যজ্রিগিপূর্ণ দীবি স্বা বা সত্যমুত যজ বিদ্র ।

সর্বা তা বি স্বা শিথিরেব দেবাধা তে স্যাম বরুণ প্রিয়ানঃ ॥ ৮ ॥

## ସଞ୍ଚିତ ମଞ୍ଜୁଳା ।

॥ ୫୭ ॥

ଶଂସୁର୍ବାହସ୍ପତ୍ୟଃ ॥ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ପ୍ରାଗାଥଂ ॥

ତାମିଦ୍ବିହବାମହେ ସାତା ବାଞ୍ଚନ୍ତ କାରବଃ ।

ତାଂ ବୁଦ୍ଧେଷିଂଦ୍ର ସଂପତିଂ ନରନ୍ତାଂ କାଠୀଶ୍ଚର୍ବତଃ ॥ ୧ ॥

ମ ହଂ ନନ୍ତିତ୍ର ବଞ୍ଚହନ୍ତ ଧୃକ୍ପୁରା ମହଃ ସ୍ତବାନୋ ଅଦ୍ବିବଃ

ଗାମନ୍ତଃ ରଥାମିଂଦ୍ର ସଂ କିମ୍ ସତ୍ରା ବାଞ୍ଚଂ ନ ଜିଘ୍ରାସେ ॥ ୨ ॥

ସଃ ସତ୍ରାହା ବିଚର୍ଷ୍ଣିନିରିଂଦ୍ରଂ ତଂ ହୃମହେ ବୟଂ ।

ମହତ୍ସମୁକ୍ତ ତୁବିନ୍ମୁଂ ସଂପତେ ଭବା ସମଂସ୍ତ ନୋ ବୁଧେ ॥ ୩ ॥

ବାଧସେ ଜନାନ୍ତୁ ଶତେବ ମନ୍ତ୍ରୁନା ସ୍ବସୌ ମୌଢ଼ଃ ଶ୍ଚାତୀୟମ

ଅନ୍ନାକଂ ଶୋଧାବିତା ମହାଧନେ ତନ୍ମୁଷ୍ମୁ ନୃସ୍ୟୋ ॥ ୪ ॥

ଇଂଦ୍ରଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନଂ ନ ଆ ଭରଂ ଓ ଜିଞ୍ଚଂ ପପୁରି ଅବଃ

ସେନେମେ ଚିତ୍ର ବଞ୍ଚହନ୍ତ ରୋଦସୀ ଓଭେ ଅଶିମ୍ନ ପ୍ରାଃ ॥ ୫ ॥

ହ୍ୟାମୁଘ୍ରମବସେ ଚର୍ଷ୍ଣୀସହଂ ରାଜନ୍ଦେବେଷୁ ହୃମହେ ।

ବିଧା ଅ ନୋ ବିଧୁରା ପିକ୍ଷନା ବସୋହମିତ୍ରାନ୍ତୁ ଅସହାନ୍ କୃଧି ॥ ୬ ॥

ସଦିଂଦ୍ର ନାହସୀର୍ଷଂ ଓଜୋ ନୃମୁଂ ଚ କୃଷ୍ଣିଷୁ ।

ସହା ପଂଚ କ୍ରିତୀନାଂ ହ୍ୟାମ୍ନା ଭର ସତ୍ରା ବିଦ୍ଧାନି ପୋଂସ୍ତା ॥ ୭ ॥

ସହା ତୁକ୍ଷୋ ମସବନ୍ତ୍ରହାବା ଜନେ ସଂପୁରୋ କଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷାଂ ।

ଅନ୍ନତ୍ୟଂ ତଦ୍ବିରୀହି ସଂ ନୃବାହେହମିତ୍ରାନ୍ ପୂଂସ୍ତୁ ତୁର୍ବଣେ ॥ ୮ ॥

ଇଂଦ୍ରଂ ଜିହାତୁ ଅରଣଂ ଜିବକ୍ଷତଂ ଅସ୍ତିମଂ ।

ହର୍ଦ୍ଦିର୍ଦ୍ଧଞ୍ଚ ମସବନ୍ତ୍ୟଂଚ ମହଂ ଚ ବାବରା ଦିକ୍ତୁମେଭାଃ ॥ ୯ ॥

যে গব্যতা মনসা শক্রমদভূরভিপ্রয়ংতি ধৃক্ষুয়া ।  
 অথ আ নো মঘবস্নিঃস্ত্র গিব্গন্তনৃপা অংতমো ভব ॥ ১০ ॥  
 অথ আ নো বৃধে ভবেংস্ত্র নায়মবা যুধি ।  
 তদংতরিক্ষে পতংয়তি পর্ণিনো দিগ্ধবস্তিগ্ধমূর্ধানঃ ॥ ১১ ॥  
 যত্র শুরাসন্তুষো বিতম্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৃণাং ।  
 অথ আ যচ্ছ তস্বেহতনে চ ছর্দিরচিভং যাবয় ঘেষ ॥ ১২ ॥  
 যদিংস্ত্র সর্গে অবতশ্চোদয়াসে মহাধনে ।  
 অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্বেনা ইব শ্রবন্ততঃ ॥ ১৩ ॥  
 সিংধুঁরিব প্রবণ আশ্রয়া যতো যদি ক্লোশমহু স্বণি ।  
 আ যে বয়ো ন ববৃ'তত্যাশিষি গৃভীতা বাহ্বো'র্গবি ॥ ১৪ ॥

॥ ৬১ ॥

ভরদ্বাজো বাহঁস্পত্যঃ ॥ সরস্বতী ॥ ১—৩, ১৩,  
 জগতী । ৪-১২ গায়ত্রী । ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইরমদদাজ্জভসমৃগ্চ্যুতং দিবোদাসং বধ্যাশ্রায় দান্তবে ।  
 যা শখংতমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাজ্জাণি তবিষা সরস্বতি ॥ ১ ॥  
 ইয়ং স্তয়েভির্বিসথা ইবারুজংসাহু গিরীণাং তবিবেভির্কর্মিভিঃ ।  
 পারাবতস্নীমবসে স্তুব্রুভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥ ২ ॥  
 সরস্বতি দেবনিদো নি বহঁয় প্রজাং বিশ্বস্ত বৃসয়স্ত মারিনঃ ।  
 উত্ত ক্রিতিভ্যোহবনীরবিংদো বিষমেভ্যো অশ্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩ ॥  
 প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী । ধীনামবিজ্যাবতু ॥ ৪ ॥



যত্না দেবি সরস্বতীপত্রতে ধনে হিতে ।

ইত্বা ন বৃজকুর্ধে ॥ ৫ ॥

স্বং দেবি সরস্বতীবা বাজেষু বাজিনি ।

রদা পুষেব নঃ সনিং ॥ ৬ ॥

উত শ্রা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্য বর্তনিঃ ।

বৃজয়ী বষ্টি স্তষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

যত্না অনংতো অহুতত্বৈরুচরিষু রণবঃ ।

অমশ্চরতি রোজিবৎ ॥ ৮ ॥

সা নো বিধা ক্ষতি বিদ্ধঃ স্বসূরতা ঋতাবরী ।

অতন্নহেব সূর্য্যঃ ॥ ৯ ॥

উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াশ্চ সঃ স্বসা স্তৃজুঐ ।

সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০ ॥

আঁপপ্রবী পার্থিবান্ন্যরু রজো অংতরিক্ষং ।

সরস্বতী নিদম্পাতু ॥ ১১ ॥

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পংচ জাতা বর্ধয়ন্তী ।

বাজে বাজে হবা ভূৎ ॥ ১২ ॥

প্র যা মহিমা মহিনা স্তৃষ্টে কিতে দ্যায়ৈতিরজা অপসার্মপত্তমা ।

রথ ইব বৃহতী বিভূর্নৈ কৃতোপত্তত্যা চিকিতুবা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥

সরস্বত্যাভি নো নেষি বস্তো মাপ ক্ষরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্ ।

জুবন নঃ সপ্যা বেদ্যা চ মৌ স্বংকেত্রাপ্যরণানি গম্ম ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

পায়ুর্ভারহাজঃ ॥ ১ বর্ম । ২ ধনুঃ । ৩ জ্যা । ৪  
 আর্হী । ৫ ইষুধিঃ । ৬ সারথিঃ । ৬ রশ্ময়ঃ । ৭  
 অশ্বাঃ । ৮ রথঃ । ৯ রথগোপাঃ । ১০ লিংগোক্ত-  
 দেবতাঃ । ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষবঃ । ১৩  
 প্রতোদঃ । ১৪ হস্তয়ঃ । ১৭-১৯ লিংগোক্ত-  
 দেবতাঃ সংগ্রামাশিষঃ (১৭ যুদ্ধভূমি  
 ব্রহ্মগম্পতিরদিতিশ্চ । ১৮ কবচ  
 সোমশরুণাঃ । ১৯ দেবাব্রহ্ম চ) ॥  
 ১-৫, ৭-৯, ১১, ১৪, ১৮ ।  
 ত্রিস্তুপ । ৬, ১০ জগতী । ১২,  
 ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ অনু-  
 ষ্টুপ্ । ১৭ পংক্তি ॥

জীমূতশ্চেব ভবতি প্রতীকং যদমী য়াতি সমদামুপস্থে ।  
 অনাবিক্রয়া তদ্বা জয় স্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপতু ॥ ১ ॥  
 ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম ।  
 ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২ ॥  
 বক্ষ্যংতীবোদা গনীগংতি কর্ণং প্রিয়ং সখ্যায়ং পরিষস্বজানা ।  
 যোধেব শিংক্রে বিততাধি ধন্বজ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৩ ॥

তে আচরংতী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভূতামুপস্থে ।  
 অপ শক্রম্বিধ্যতাং সংবিদানে অর্জী ইমে বিষ্কু রংতী অমিত্রান্ ॥ ৪ ॥  
 বহ্বীনাং পিতা বহুরশ্র পুত্রধর্শিচা কুণোতি সমনাবগত্য ।  
 ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৫ ॥  
 রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়তে সুষারথিঃ ।  
 অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদহু যচ্ছংতি রশ্ময়ঃ ॥ ৬ ॥  
 তীব্রান্ঘোষান্কৃগ্নুতে বৃষপাণয়োহশ্বা রথেষ্ভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ ॥  
 অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণংতি শক্রূরনপব্যরন্তঃ ॥ ৭ ॥  
 রথবাহনং হবিরশ্র নাম যত্রায়ুধং নিহিতমশ্র বর্ম ।  
 তত্রা রথমুপ শগ্নং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সূমনশ্রমানাঃ ॥ ৮ ॥  
 স্বাহুসংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছেপ্রিতঃ শক্রীবংতো গভীরাঃ ।  
 চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৯ ॥  
 ব্রাহ্মাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো ভ্রাবাপৃথিবী অনেহসা ।  
 পুষা নঃ পাতু হুরিতাদৃতারুধোরক্ষা মাকিনো অবশংস ঈশত ॥ ১০ ॥  
 সূপর্ণং বস্ত্রে যুগো অস্যা নংতো গোভিঃ সংনদ্ধা পততি প্রসূতা ।  
 যত্রা নরঃ সং চ বি চ ভ্রবন্তি তত্রাস্মাত্যমিববঃ শর্ম যংসন ॥ ১১ ॥  
 ঋজীতে পরি বৃদ্ধি নোহশ্বা ভবতু নশ্তনুঃ ।  
 সোমো অধি ব্রবীতু নোহমিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২ ॥  
 অা জংঘংতি সাধেযাং জঘন' উপ জিঘ্রতে ।  
 অশ্বাজনি প্রচেতসোহশ্বাস্ত্ সমৎসু চোদয় ॥ ১৩ ॥  
 অহিরিব ভৌগৈঃ পর্বেতি বাহুং জ্যায় হেতিং পরিবোধমানঃ ।  
 হস্তয়ো বিশ্বা যয়ুনানি বিধান্পূমান্পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

আলাক্তা যা কুরুশীর্ষ্যথো যস্য। অরো যুথং ।  
 ইদং পর্জন্তরেতস ইঐষ দেবৈব্য বৃহন্নমঃ ॥ ১৫ ॥  
 অবনৃষ্টা পরা পত শরব্যো ব্রহ্মসংশিতে ।  
 গচ্ছামিত্রান্ প্র পত্ত্বশ্ব মামীবাং কং চনোচ্ছিবঃ ॥ ১৬ ॥  
 যত্র বাণাঃ সংপত্তংতি কুমারা বিশিখা ইব ।  
 তত্রা নো ব্রহ্মগম্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহ। শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭ ॥  
 মর্মণি তে বর্মাণা ছাদয়ামি সোমত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাং ।  
 উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জংঘতং স্বানু দেবা মদংতু ॥ ১৮ ॥  
 যো নঃ স্বো অরণো যচ্চ নিষ্টো জিঘাংসতি ।  
 দেবাস্তং সর্বে ধুবংতু ব্রহ্ম বর্ম মমাংতরং ॥ ১৯ ॥

সপ্তমং মণ্ডলং ।

৩৬ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বিশ্বৈ দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥  
 প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্ত বি রশ্মিতিঃ সম্বজ্ঞে সূর্যো গাঃ ।  
 বি সান্ননা পৃথিবী সস্ উর্বা পৃথু প্রতীকমধোধে অগ্নিঃ ॥ ১ ॥  
 ইমাং বাং মিত্রাবরুণা স্রবৃক্তিমিষং ন কৃণে, অমুরা নবীয়ঃ ।  
 ইনো বামন্তঃ পদবীরদকো জনং চ মিত্রো বততি ক্রবাণঃ ॥ ২ ॥  
 আ বাতস্ত এজতো রংত ইত্যা অগীপয়ংত ধেনবো ন সৃদাঃ ।  
 মহো দিবঃ সধনে জায়মানোহচিক্রদধৃষভঃ সন্নিব ধনু ॥ ৩ ॥

গিরা য এতা যুনজকরী ত ইংদ্রে প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ু ।  
 প্র বো মন্থাং রিরিক্কতো মিনাত্যা স্ক্রুতুমর্যমণং ববৃত্যাং ॥ ৪ ॥  
 যজ্ঞংতে অস্ত্র সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্ত্র ধামন্ ।  
 বি পৃক্ষে বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠং ॥ ৫ ॥  
 আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী মগধী সিংধুমাতা ।  
 যাঃ সূব্রুংত সূহৃষাঃ সূধারা অভি শ্বেন পযসা পীপ্যানাঃ ॥ ৬ ॥  
 উত ত্যো নো মরুতো মংদসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোহবংতু ।  
 মা নঃ পরি খাদকরা চরংত্যবীরধন্যাজ্যং তে রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥  
 প্র বো মহীমরমতিং কুরুধ্বং প্র পুষণং বিদধ্যাং ন বীরং ।  
 ভগং ধিয়োহবিতারং নো অস্ত্রাঃ সাতৌ বাজং রাত্ৰিষাচং পুরংধিং ॥ ৮ ॥  
 অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এষচ্ছা বিকুং নিষিক্তিপামবোভিঃ ।  
 উত প্রজায়ৈ গৃগতে বয়ো ধূর্যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯ ॥

৮৩

বসিষ্ঠ ॥ ইংদ্রাবরুণৌ ॥ জগতী ॥

ব্রুবাং নরা পশুমানাস আপ্যাং প্রাচা গব্যংতঃ গৃথুপর্শবো যযুঃ ।  
 দাসা চ ব্রজা হতমার্য্যানি চ সূদাসমিংদ্রাবরুণাবসাবতং ॥ ১ ॥  
 ব্রজা নরঃ সময়ংতে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিং চন প্রিয়ং ।  
 ব্রজা ভয়ংতে ভুবনা স্বদৃশস্তত্রা ন ইংদ্রাবরুণাধি বোচতং ॥ ২ ॥  
 সং ভূম্যা অংতা স্বসিরা অদৃক্কতেংদ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আক্লহং ।  
 নাপস্থনঅর্জসু নামরাতরোহবী গবসা হবনশ্রুতা গভং ॥ ৩ ॥

- ইংদ্রাবরুণা বধনাতিরপ্রতি ভেদং বধংতা প্র সূদাসমাবতং ।  
 ব্রহ্মাণ্যেযাং শৃগুতং হবৌমনি সত্যা তৃৎসুতামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪ ॥  
 ইংদ্রাবরুণাবভ্যা তপংতি মাঘানার্যো বহুধামরাতয়ঃ ।  
 যুবং হি বস্ব উভয়শ্চ রাজধোহধ স্মা নোহবতং পার্যে দিবি ॥ ৫ ॥  
 যুবাং হবংত উভয়াস আজিষিংদ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে ।  
 যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সূদাসমাবতং তৃৎসুতিঃ সহ ॥ ৬ ॥  
 দশ রাজানঃ সমিতা অঘজ্যাবঃ সূদাসমিংদ্রাবরুণা ন যুবুধুঃ ।  
 সত্যা নৃণামগ্নসদামুপস্তুতির্দেবা এবামভবন্দেবহুতিষু ॥ ৭ ॥  
 দাশরাজ্ঞে পরিষত্তার বিশ্বতঃ সূদাস ইংদ্রাবরুণাবশিক্তং ।  
 শ্বিত্যাংচো যত্র নমসা কপর্দিনো থিরা ধৌবংতো অসপংত তৃৎসব ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মাণ্যন্তঃ সমিথেযুজ্জিহ্বতে ব্রতাত্ততো অভি রক্তে সদা ।  
 হবামহে বাং যুধা সূবুক্তিভিরস্মে ইংদ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতং ॥ ৯ ॥  
 অস্মে ইংদ্রো বরুণো যিত্রো অর্যামা হ্যগ্নঃ যচ্ছতু মহি শর্ম সপ্রথঃ  
 অবদ্রং জ্যোতিরদিতেষ্য তাবুধো দেবশ্চ শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০ ॥

| ৮৬ |

বসিষ্ঠ ঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ।

- ধীরা বস্তু মহিনা জনুংষি বি বস্তুস্তংত রোদসী চিহুর্বা ।  
 প্র নাকমৃৎসু হুহুদে বৃহংতং দ্বিতা নকত্রং প প্রথচ্ছ ভূম ॥ ১ ॥  
 উত স্বরা তদ্বাসং বদে তৎকদা যংতর্বরুণে ভুবানি ।  
 কিং মে হব্যমহুণানো জুবেত কদা মূলীকং সূমনা অভি ধ্যং ॥ ২ ॥

পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুপো এমি চিকিত্ত্বো বিপৃচ্ছং ।  
 সমানমিথে কবয়শ্চিদাহরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হ্রনীতে ॥ ১ ॥  
 কিমাংস আস বরুণ জ্যোষ্ঠং যৎস্তোভারং জিহ্বাসসি সথায়ং ।  
 প্র তন্মে বোচো দুলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥ ৪ ॥  
 অব ক্রদ্ধানি পিত্রা। স্বজা নোহব যা বয়ং চক্ৰমা তনুভিঃ ।  
 অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং স্বজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং ॥ ৫ ॥  
 ন স স্বোদকো বরুণ ধৃতিঃ সা স্বরা মল্ল্যাবিভীদকো অচিভিঃ  
 অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশচেনদনৃতন্ত প্রয়োতা ॥ ৬ ॥  
 অয়ং দাসো ন মীড়হবে করাণাহং দেবার ভূর্ণয়েহনাগাঃ ।  
 অচেতয়দচিতো দেবো অর্থো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭ ॥  
 অয়ং স্তু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপর্শিতশ্চিদম্ভ ।  
 শং নঃ ক্লেমে শমু যোগে নো অস্থ যুয়ং পাত অস্তিভিঃ সদা নঃ ৮ ॥

॥ ৮৭ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

রদংপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্থাংসি সমুজ্জিয়া নদীনাং ।  
 সর্গো ন সৃষ্টো অবতীৰ্ণতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভাঃ ॥ ১ ॥  
 আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপত্তন ভূনির্যবসে সসবান্ ।  
 অংতর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াশি ॥ ২ ॥  
 পশ্বি স্পাশো বরুণস্ত অদিষ্টো উভে পশ্বংতি রোদসী স্মবেকে ।  
 ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৩ ॥

উবাচ মে বরুণো মেধিয়ার ত্রিঃ সপ্ত নামান্য্য বিভতি ।  
 বিধানপদস্ত শুভা ন বোচ্যগায় বিপ্র উপরায় শিক্ণ ॥ ৪ ॥  
 তিস্রো জ্যাবো নিহিতা অন্তরশ্চিস্রো ভূমীরপরাঃ যদ্বিধানাঃ ।  
 গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যং শুভে কং ॥ ৫ ॥  
 অব সিংধুং বরুণো জ্যোতিব স্বাদ্রপো ন শ্বেতো মৃগস্তবিজ্ঞান ।  
 গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্কতঃ সতো অস্ত রাজা ॥ ৬ ॥  
 যো মূলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং শ্রাম বরুণে অনাগাঃ ।  
 অহু ব্রতান্তদিতেশ্বধংতো যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

। ৮৮ ।

## বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র শুংধ্বাবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্‌হ্ষে ভরষ ।  
 য জৈমবাঞং করতে যজ্ঞত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহংতং ॥ ১ ॥  
 অধা নস্ত সংদৃশং জগদ্বানগ্নেরনীকং বরুণস্ত মংসি ।  
 স্বর্যদশ্মরধিপা উ অংধোহভি মা বপুর্দৃশ্যে নিনীয়াৎ ॥ ২ ॥  
 জা যজ্ঞহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যং ।  
 অধি যদপাং নুভিচ্চরাব প্র প্রেংখ জেংধরাবহৈ শুভে কং ॥ ৩ ॥  
 বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিৎ চকার স্বপা মহোভিঃ ।  
 স্তো তারং বিপ্রঃ সুদিনশ্বে অহাং যানু জ্যাবন্তনজ্যাহ্বাসঃ ॥ ৪ ॥  
 কত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদ্বকং পুরা চিৎ ।  
 বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫ ॥



য আগ্নিনিত্যো বরুণ শ্রিয়ঃ সস্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে ।  
 মা ত এনস্বতো যক্ষিন্তুজেম যংধি য়া বিপ্রঃ স্ববতে বরুণং ॥৬॥  
 ঐবাস্তু স্বাস্তু কিত্বিষু ক্ষিয়ংতো ব্যস্বংপাশং বরুণো মুমোচৎ ।  
 অবো বহ্বানা অদিতেরুপস্বাদ্যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৯ ॥

বসিক্তঃ ॥ বরুণঃ ॥ ১-৪ গায়ত্রী । ৬ জগতী ॥

মো বু বরুণ মুখয়ং গৃহং রাজয়ং গমং । মৃণা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ১ ॥  
 যদেমি প্রক্ষুরন্বিব দৃতির্ন ধাতো অজ্রিবঃ । মৃণা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ২ ॥  
 ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে । মৃণা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ৩ ॥  
 অপাং মধ্যো তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং । মৃণা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ৪ ॥  
 যং কিং চেদং বরুণ দৈবো জনেহভিজ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি ।  
 অচিন্তী যন্তব ধর্মা যুষোপিস মা নস্তস্মাদেনসো দেব রৌরিষঃ ॥ ৫ ॥

॥ ৯৫ ॥

বসিক্তঃ ॥ ১, ২, ৪-৬ সরস্বতী । ৩ স্বরস্বান্ ॥

ত্রিকুপ্ ॥

প্র কোদসা ধারসা সশ্র এষা সরস্বতী ধরুণমারসী পূঃ ।  
 প্রবাবধানা রথোব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরজ্ঞাঃ ॥ ১ ॥  
 একাচেতং সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিতা আ সমুদ্রাং ।  
 রায়াস্চেতংতী ভুবনস্ত ভুরেবৃতং পয়ো হুহুহে নাহুবার ॥ ২ ॥

স বারুধে নর্যো যোষণাস্থ বৃষা শিশুবৃষভো যজ্ঞিযাস্থ ।  
 স বাজিনং মন্ববন্ত্যো দধাতি বি সাতয়ে তদং মামৃজীত ॥ ৩ ॥  
 উত শ্রা নঃ সরস্বতী জুযাগোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অশ্বিন্ ।  
 মিতজু ভিনর্মশ্ঠৈরিয়ানা রায়্য যুজ্য চিহন্তরা সথিভ্যঃ ॥ ৪ ॥  
 ইমা জুহ্বানা যুস্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুযস্ব ।  
 তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্তেয়াম শরণং ন বৃক্ষং ॥ ৫ ॥  
 অন্নমু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দারাবৃতশ্চ সূভগে ব্যাবঃ ।  
 বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজান্যায়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

আম্রমাং যাজ্ঞলং ।

মনুর্বৈবস্বতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১ গায়ত্রী । ২ পুর-  
 উষিক্ । ৩ বৃহতী । ৪ অনুষ্ঠুপ্ ॥ ●  
 নহি বো অন্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ ।  
 বিশ্বে সতো মহাত ইৎ ॥ ১ ॥  
 ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ ।  
 মনোর্দেবা যজ্ঞিযাসঃ ॥ ২ ॥  
 তে নজ্জাধ্বংতেহবত ত উ নো অধি বোচত ।  
 মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩ ॥  
 যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত ।  
 অশ্বভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেহস্বায় যচ্ছত ॥ ৪ ॥

মেধ্যঃ কাণুঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা । ২, ৩  
বিশ্বেদেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যমৃষিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ।  
যো অনুচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকান্বিস্তত্ৰ যজ্ঞমানস্ত সংবিৎ ॥ ১ ॥  
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমহু প্রভূতঃ ।  
এতৈকবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বং ॥ ২ ॥  
জ্যোতিয়ন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সূর্যং রথং সূর্যদং ভূরিবারং ।  
চিত্রা মৰা যস্ত যোগেহধিজজ্ঞে তং বাং হবে অতি রিক্তং পিবৈধা ॥ ৩ ॥

২৬ ।

তিরশ্চীত্ব্যতানো বা মরুতঃ ॥ ১-১৪, ১৬-২১  
ইন্দ্রঃ । ১৪ মরুতঃ । ১৫ ইন্দ্রাব্রহ্মপতী ॥  
১-৩, ৫-২১ ত্রিষ্টুপ্ । ৪ বিরাট্ ॥

অস্মা উষাস আভিরন্ত যামমিঃদ্রায় নক্তমূর্যাঃ সুবাচঃ ।  
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্মূনৃত্যস্তরায় সিংধবঃ সুপারাঃ ॥ ১ ॥  
অতিবিদ্ধা বিধুরেণা চিদস্মা ত্রিঃ সপ্ত সান্ন সংহিতা গিরীণাং ।  
ন তদেবো ন মর্ত্যস্ততুৰ্য্যাতানি প্রবৃদ্ধো বুধতশ্চকার ॥ ২ ॥  
ইন্দ্রস্ত বজ্র আয়সো নিমিত্ত ইন্দ্রস্ত বাহো ভূরিষ্ঠমোজঃ ।  
ঈর্ষন্বিঃশ্রস্ত ক্রতবো নিরেক আসন্নেবন্ত শ্রত্য উপাকে ॥ ৩ ॥

মন্ত্রে স্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্ত্রে স্বা চ্যবনম্ভূতানাং ।  
 মন্ত্রে স্বা সত্বনামিৎজ কেতুং মন্ত্রে স্বা বৃষভং চৰ্ব্বণীনাং ॥ ৪ ॥  
 আ যদ্বজ্রং বাহ্বেরিৎজ ধৎসে মদচ্যুতমহরে হংতবা উ ।  
 প্র পর্বতা অনবংত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ৰংত ইৎজ ॥ ৫ ॥  
 তমু ষ্টবাম য ইমা অজান বিখা জাতাত্তবরাণ্যস্মাৎ ।  
 ইৎজেন মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিক্রপো নমোভিবৃষভং বিশেম ॥ ৬ ॥  
 ব্রহ্মন্ত স্বা স্বসখাদৌষমাণা বিখে দেবা অজহর্ষে সখায়ঃ ।  
 মরুভিরিৎজ সখাং তে অস্বধেমা বিখাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ৭ ॥  
 ত্রিঃ যষ্টিস্তা মরুতো বাবুধানা উশ্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ ।  
 উপ হেমঃ কৃধি নো ভাগধেরং শুশ্র্যং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥  
 তিগ্নমায়ুধং মরুজামনীকং কন্ত ইৎজ প্রতি বজ্রং দধ্ব ।  
 অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাস্তক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥ ৯ ॥  
 মহ উগ্রায় ভবসে সুরুক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পথঃ ।  
 গির্বাহসে গির ইৎজায় পূর্বীর্ধেহি তব্বে কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১০ ॥  
 উক্থ বাহসে বিভে মনীষাং জ্ৰংগা ন পারমীরয় নদীনাং ।  
 নি স্পৃশ ধিরা তসি শ্রতস্ত জুষ্টতরস্ত কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১১ ॥  
 তষিবিড্টি যন্ত ইৎজো জুজোষৎস্তহি স্তুষ্টুতিং নমসা বিবাস ।  
 উপ ভূষ জরিতর্মা কবণ্য শ্রাবয়া বাচং কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১২ ॥  
 অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণোদশভিঃ সহস্রৈঃ ।  
 আবস্তমিৎজঃ শচ্যা ধমংতমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ১৩ ॥  
 দ্রপ্সমপশ্রং বিষুণে চরংতমুগল্বরে নস্তো অংশুমত্যাঃ ।  
 নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো মুধ্যতাজৌ ॥ ১৪ ॥

অথ ত্রয়ো অংশমত্যা উপস্থেহধারয়ন্তব্যং তিস্রিবাণঃ ।  
 বিশো অদেবীরভ্যা চরংতীবৃহস্পতিনা যুজ্ঞেংত্রঃ সসাহে ॥ ১৫  
 স্বং হ ত্যাংসপ্তভ্যো জায়মানোহশক্রভ্যো অভবঃ শক্ররিংত্র ।  
 গৃড়্বে জ্যাবাপৃথিবী অববিংদো বিভূমন্ত্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬ ॥  
 স্বং হ তানপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিকৃষিতো জঘংথ ।  
 স্বং শুষ্কস্ত্রাবাতিরো বধত্রৈস্বং গা ইংত্র শচোদবিংদঃ ॥ ১৭ ॥  
 স্বং হ ত্যাহৃষত চর্যগীনাং যনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূধ ।  
 স্বং সিংধুঁরম্ভজন্তস্ততানান্ ত্রমপো অজরো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮ ॥  
 স সূক্রতু রণিতা যঃ স্ততেষসুতমম্যুর্যো অহেব রেবান্ ।  
 য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদন্তমাহঃ ॥ ১৯ ॥  
 স বৃত্রহেংত্রচর্যগীধুক্তং সৃষ্টুত্যা হব্যং হবেম ।  
 স প্রাবিতা মঘবা নোহধিবক্তা স বাজশ্চ শ্রবশ্চ দাতা ॥ ২০ ॥  
 স বৃত্রহেংত্র ঋতুকাঃ সন্তো জজ্ঞানো হব্যো বভূব ।  
 কৃগ্নরপর্ষিসি নর্যা পুরুণি সোমো ন পীতো হব্যঃ সখিত্যঃ ॥ ২১ ॥

নবমং মণ্ডলং

॥ ১০ ॥

ত্র্যরুণত্রসদস্য ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১-৩ অনুষ্কু  
প্লিগীলিকমধ্যা । ৪-৯ উধ্ব' বৃহতী ।

১০-১২ বিরাট্ ॥

পযু' যু প্র ধম্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সন্ধগিঃ ।

দ্বিবস্তরধ্যা ঋগয়া ন জৈয়সে ॥ ১ ॥

অহু হি স্বা স্কৃতং সোম মদামসি মহে সমর্ঘরাভ্যে ।

বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২ ॥

অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং বিধারে শরুনা পরঃ ।

গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥

অজীজনো অমৃত মর্তেধ্বা ঋতস্ত ধর্মমৃতস্ত চারুণঃ ।

সদাসরো বাজমচ্ছা সনিশ্বদৎ ॥ ৪ ॥

অভ্যতি হি শ্রবসা ততদিধোৎসং ন কং চিজ্জন পানমন্ধিতং ।

শর্যাতিন'ভরমানো গতন্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥

আদীং কে চিংপশ্রমানাস আপ্যং বস্তুকচো দিব্যা অভ্যানুষত ।

বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যর্গতে ॥ ৬ ॥

স্বে সোম প্রথমা বৃক্ণবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিরং দধুঃ ।

স স্ব নো বীর বীর্ঘ্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥

দিবঃ পীযুষং পূৰ্ব্যং বহুকথাং মহো গাহাদিব আ নিরধুকৃত ।

ইংদ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮ ॥

অথ যদি মে পবমান রোদসৌ ইমা চ বিধা ভুবনাতি মজ্জুনা ।

যুধে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥

সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বায়ে শিশুন ক্রীড়ৎ পবমানো অক্ষাঃ ।

সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥

এবঃ পুনানো মধুমা ঋতাবেংদ্রায়েংদ্রঃ পবতে স্বাহুক্ৰমিঃ ।

বাজসনির্বরিবোবিধ্বয়োধাঃ ॥ ১১ ॥

স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যস্ত্ সেধনুক্ষাংস্তপ হুর্গহাগি ।

স্বায়ুধঃ সাসহ্বাস্ত্ সোম শত্ৰুন্ ॥ ১২ ॥

১১৩

৫. কশ্চপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তি ॥

শর্যণাবতি সোমমিংদ্রঃ পিবতু বৃজ্জহা ।

বলং দধান আত্মনি করিষ্যস্বীৰ্য্যং মহ

রিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥

আ পবস্ব দিশাং পত আজীকাং সোম মৌঢ়ঃ ।

ঋতবাকেন স্তোত্বেন প্রক্ৰয়া তপসা স্তত

ইংদ্রায়েংদোপরি স্রব ॥ ২ ॥

পর্জন্তবৃদ্ধং মহিষং তং স্বর্ষস্ত হুহিতা ভরৎ ।

তং পংধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধু

রিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥

ঋতং বদন্তু ত্ৰ্য্যয় সত্যং বদন্তু সত্যকর্মন্ ।  
 শ্রদ্ধাং বদন্তু সোম রাজক্ষাত্রা সোম পবিত্রত  
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৪ ॥  
 সত্যমুগ্রস্ত বৃহতঃ সং শ্রবন্তি সংশ্রবাঃ ।  
 সং যন্তি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর  
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৫ ॥  
 যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্তাং বাচং বদন্ ।  
 গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়  
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৬ ॥  
 যত্র জ্যোতিরজস্যং যন্নির্লোকে শ্রহিতং  
 তন্নিম্নাং ধেহি পবনানামৃতে লোকে অক্ৰিত  
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৭ ॥  
 যত্র রাজা বৈবশ্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ ।  
 যত্রামূর্য্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং  
 কুধীংদ্রায়েং দো পরি শ্রব ॥ ৮ ॥  
 যত্রামুকামং চরণং জিনাকৈ ত্রিদিবে দিবঃ ।  
 লোকা যত্র জ্যোতিষ্যন্তস্তত্র মামমৃতং  
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৯ ॥  
 যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রহ্মস্ত বিষ্টপং ।  
 স্বধা চ যত্র তৃপ্তিচ্চ তত্র মামমৃতং  
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১০ ॥  
 যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে ।  
 কামস্ত যত্রাশ্চাঃ কামান্তত্র মামমৃতং  
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১১ ॥



## দশমং মণ্ডলং ।

॥ ১৪ ॥

যমঃ ॥ ১-৫, ১৩-১৬ যমঃ । ৬ লিংগোক্ত দেবতা ।

৭-৯ লিংগোক্তদেবতাঃ পিতরো বা । ১০-১২

স্থানো ॥ ১-১২ ত্রিষ্টুপ । ১৩, ১৪, ১৬

অনুষ্টুপ । ১৫ বৃহতী ।

পরেণিবাংসং প্রবতো মহীরহু বহত্যঃ পংখামনুপম্পাশানং ।

বৈবস্বতং সংগম্ননং জনানং যমং রাজানং হবিষা হুবন্ত ॥ ১ ॥

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যুতিন্নপভর্তবা উ ।

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেশুরেনা জজ্ঞানঃ পথ্যা অহু স্বাঃ ॥ ২ ॥

মাতলী কব্যৈর্যমো অংগিরোভিবৃহস্পতিঋকৃতির্বাবৃধানঃ ।

যাংচ দেবা বাবৃধূর্ষে চ দেবাস্ত্ স্বাহান্ত্রে স্বধয়ান্ত্রে মদংতি ॥ ৩ ॥

ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানং ।

আ স্বা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংস্বেনারাজনুহবিষামাদয়ন্ত ॥ ৪ ॥

অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরুপৈরিহ মাদয়ন্ত ।

৫ বিবস্বতং হবে যঃ পিতা তেহস্মিন্ধ্বজ্ঞে বর্হিষ্যা নিবন্ত ॥ ৫ ॥

অংগিরসো নঃ পিতরো নবখা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ ।

তেষাং বয়ং জুমতো যজ্ঞিয়ানামপি ভজ্রে সৌমন্ত্রসে স্তাম ॥ ৬ ॥

প্রোহি প্রোহি পথিভিঃ পূর্বোভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেশুঃ ।

উতা রাজানো স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭ ॥

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্ঠাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।  
 হিত্বায়াবদ্যাং পুনরন্তমেহি সং গচ্ছস্ব তথা স্তবচ্যাঃ ॥ ৮ ॥  
 অপেত বীত বি চ সর্পতাতোহস্মা এতং পিতরো লোকমক্ৰন্ ।  
 অহোভিরদ্বিরজ্জু ভির্ব্যাক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥  
 অতি দ্রব সারমেয়ৌ ঋনৌ চতুরকৌ শবলৌ সাধুনা পথা ।  
 অথা পিতৃস্ত্ স্তুবিদজ্ঞা উপেহিযমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥  
 যৌ তে ঋনৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরকৌ পথিরকৌ নৃচক্ষসৌ ।  
 তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজস্ত্ স্বস্তি চান্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১ ॥  
 উক্লগসাবনুতৃপা উভ্ভংবলৌ যমস্ত দূতৌ চরতো জনা অনু ।  
 তাবশ্নভ্যং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনদাতামস্মমন্তেহ ভজং ॥ ১২ ॥  
 যমায় সোমং স্তুত্বতশ্চমায় জুহতা হবিঃ ।  
 যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥  
 যমায় স্তববদ্ধবিজুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।  
 স নো দেবেষা যমদীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥  
 যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন ।  
 ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজ্ঞেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃত্যঃ ॥ ১৫ ॥  
 ত্রিকক্ষকৈভিঃ পততি বলুবীরেক মিধৃহং ।  
 ত্রিষ্টুব্গায়জৌ ছন্দাসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১-১০, ১২-১৪

ত্রিষ্টুপ্ । ১১ জগতী ॥

উদীরতামবর উৎপরাস উন্নধ্যামাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ ।

অন্থং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞান্তে নোহবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥

ইদং পিতৃভ্যো নমো অন্তত্বে যে পূর্বাসো য উপরাস ঈযুঃ ।

যে পার্ধিবে বজ্রস্তা নিষস্তা যে বা নুনং সূবৃজনাসু বিবু ॥ ২ ॥

আহং পিতৃভ্যু স্তুবিদজ্ঞা অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ ।

বর্হিবদো যে স্বধয়া স্তুতস্ত ভজন্ত পিতৃভ্যু ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥

বর্হিবদঃ পিতর উত্য বাগিমা বো হব্যা চকুমা ঙ্গুযধ্বং ।

ত আ গতাবসা শংতমেনাধা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪ ॥

উপল্লুগাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেযু নিধিষু শ্রিয়েষু ।

ত আ গমংতু ত ইহ শ্রবংস্বধি ক্রবংতু তেহবংস্বান্ ॥ ৫ ॥

আচ্যা জাহু দক্ষিণতো নিষত্তেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিষে ।

মা হি সিসিষ্ট পিতরঃ কেন চিরো যদ আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬ ॥

আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধন্ত দাপ্তবে মর্ত্যায় ।

পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্ত বন্থঃ প্র যচ্ছত ত ইহোজং দধাত ॥ ৭ ॥

যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোহনুহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।

তেভির্বমঃ সংররাণো হবীষাশষু শক্তিঃ প্রতিকামমতু ॥ ৮ ॥

যে তাতৃষূর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ ।

অস্মে বাহি স্তুবিদজ্ঞেভিরবাঙ্ সঠৈঃ পিতৃভির্বমসক্তিঃ ॥ ৯ ॥

যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্মা ইংজ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ ।  
 আথে বাহি সহস্রং দেববংদৈঃ পঠৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসত্তিঃ ॥ ১০ ॥  
 অগ্নিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত স্প্রগ্নীতয়ঃ ।  
 অস্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রশ্মিঃ সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১ ॥  
 ত্বমথ ঈলিতো জাতবেদোহবাড্চব্যানি সুরভৌগি কৃষী ।  
 প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ঋং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২ ॥  
 যে চেহ পিতরো যে চ নেহ ষাংশ্চ বিদ্বা বা উ চ ন প্রবিদ্বা ।  
 ঋং বেথ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজং স্ককৃতং জুযস্ব ॥ ১৩ ॥  
 যে অগ্নিদদ্ধা যে অনগ্নিদদ্ধা মধ্যো দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে ।  
 তেভিঃ স্বরালস্ননীতিমেতাং যথাবশং তস্বং কল্পয়স্ব ॥ ১৪ ॥

॥ ১৬ ॥

১) দমনো যামায়নঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১-১০ ত্রিষ্টুপ্ ।

১১-১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাত্ত্ব ভচং চিক্খিপো মা শরীরং ।  
 যদা শৃন্তং কৃণবো জাতবেদোহথেমেনং প্র হিণুতাংপিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥  
 শৃন্তং যদা করসি জাতবেদোহথেমেনং পরি দস্তাংপিতৃভ্যঃ ।  
 যদা গচ্ছাত্যস্ননীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥  
 সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমায়া ঙ্খাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা ।  
 অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোবধীযু ঐতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥

অজো ভাগন্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ ।

যান্তে শিবান্তষো জাতবেদস্তাভিবহ্নৈনং স্কৃতানু লোকং ॥ ৪ ॥

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যন্ত আহতশ্চরতি স্বধাভিঃ ।

আয়ুর্বসান উপ বেতু শেবঃ সং গচ্ছতাং তথা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥

বন্তে কৃকঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা ঋপদঃ ।

অগ্নিষ্টষ্টিণাদগদং কুণোতু সোমশ্চ যো ব্রাক্ষণী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোগৃষ পীবসা মেদসা চ ।

নেদা ধুসুর্হরসা জহুর্বাণো দধুগ্বিধক্যৎপর্যংথয়াতে ॥ ৭ ॥

ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিরো দেবানামুত সোম্যানাং ।

এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ংতে ॥ ৮ ॥

ক্রবাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজো গচ্ছতুঁ রিপ্রবাহঃ ।

ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হবং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯ ॥

যো ঋগ্নিঃ ক্রব্যাৎপ্রবিবেশ যো গৃহমিমং পশুগ্নিতরং জাতবেদসং

তং হরামি পিতৃষজ্জায় দেবং স বর্মমিষাৎপরমে সধস্থে ॥ ১০ ॥

যো অগ্নিঃ ক্রব্যাবাহনঃ পিতৃন্তকদৃতাবৃধঃ ।

প্রেক্ষ হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১ ॥

উশংতদ্বা নি ধীমহ্যশংতঃ সমিধীমহি ।

উশন্নুশত আ বহ পিতৃনৃহবিবে অন্তবে ॥ ১২ ॥

যং স্বমগ্নে সমদহন্তমু নির্ধাপরা পুনঃ ।

কিরাংকরো রোহতু পাকদূর্বা ব্যাক্ষা ॥ ১৩ ॥

ঐতিকে ঐতিকাৱতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাৱতি ।

বাডুক্যা হু সং গম ইন্নং ঋগ্নিঃ হর্বর ॥ ১৪ ॥

১৮

সংকুন্তকো যামায়নঃ ॥ ১-৪ মৃত্যুঃ । ৫ ধাতা ৬  
 ত্বক্টা । ৯-১৩ পিতৃমেধঃ । ১৪ পিতৃমেধঃ  
 প্রজাপতির্বা ॥ ১-১০, ১২ ত্রিকুপ্ ।  
 ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ । ১৩ জগতী ।

১৪ অনুকুপ্ ॥

পরং মৃত্যো অহু পরেহি পংখাং যন্তে স্ব ইতরো দেবধানাং ।  
 চক্ৰুয়তে শৃণুতে তে ব্রবৌমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্  
 ॥ ১ ॥

মৃত্যোঃ পদং যোশিরংতো যদৈত দ্রাঘীর আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ।  
 আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিরাসঃ ॥ ২ ॥  
 ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃদ্ধমভুভুদ্রা দেবহুতির্নো অত্ম ।  
 প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীর আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩ ॥  
 ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং হু গাদগরো অর্ধমেতং ।  
 শতং জীবন্তু শরদঃ পুরুচীরংতমৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥  
 যথাহান্তুপূর্বং ভবংতি যথ ঋতব ঋতুভির্যংতি সাধু ।  
 যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরাযুংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫ ॥  
 আ রোহতাযুর্জরসং বৃণান্ অহুপূর্বং যতমানা যতি ঠ ।  
 ইহ ত্বষ্টা সৃজনিমা সজোবা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥  
 ইমা নারীরবিধবাঃ সৃপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশংতু ।  
 অনপ্রবোহনমীবাঃ সুরতা আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥

উদীৰ্ঘ নার্যতি জীবলোকং গতান্নমৈতমুপ শেষ এহি ।  
 হস্তগ্রাভক্ত দিধিবোস্তবেদং পত্ন্যর্জনিষ্মমতি সং বভূধ ॥ ৮ ॥  
 ধমুহুস্তাদাদদানো মৃতস্তান্মৈ ক্ষত্রায় বচসে বলায় ।  
 অত্রৈব স্বমিহ বয়ং সূবীরা বিখ্যাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥  
 উপ সৰ্প মাতরং ভূমিমৈতামুরুব্যাচসং পৃথিবীং স্নশেবাং ।  
 উর্গত্রদা যুবতিদক্ষিণাবত এষা স্বা পাতু নিধ্বং তে রূপস্বাং ॥ ১০ ॥  
 উচ্ছুংচশ্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ স্থপারনান্মৈ ভব স্থপবংচনা ।  
 মাতা পুত্রং যথা সিচাভোনং ভূম উর্গুহি ॥ ১১ ॥  
 উচ্ছুংচমানা পৃথিবী স্ত তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং ।  
 তে গৃহাসো যুতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহান্মৈ শরণাঃ সংস্বত্র ॥ ১২ ॥  
 উত্তে স্তভনামি পৃথিবীং স্বংপরীমং লোগং নিদধন্যো অহং রিবং ।  
 এতাং সূগাং পিতরো ধারয়ন্তু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু  
 ॥ ১৩ ॥

প্রতীচীনে মামহনীষাঃ পর্ণমিবা দধুঃ ।  
 প্রতীচীং জগ্রভা বাচমস্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥  
 ॥ ১৫ ॥

সিংধুক্ষিৎপ্রৈয়মেধঃ ॥ নদ্যঃ ॥ জগতী ॥

প্র স্ত ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুবোচাতি সদনে বিবস্বতঃ ।  
 প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রয়ুঃ প্র স্তস্বরীণামতি সিংধুরোজসা ॥ ১ ॥  
 প্র তেহরদধরুণো যাতবে পথঃ সিংধো যদ্বাজ্ঞা অভ্যজ্রবৎসং ।  
 ভূম্যা অবি প্রবতা যাসি সাহুনা বদেযামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২ ॥



দিবি নুনো যততে ভূম্যোপর্ষনংতং শুভ্রমুদিত্তি তানুনা ।  
অভ্রাদিব ঐ স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিংধুর্ঘদেতি বৃষভো ন রোহিবৎ

॥ ৩ ॥

অভি ত্বা সিংধো শিশুমিহ্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পরসেব ধেনবঃ ।  
রাজেব যুধা নয়সি স্বমিৎসিচৌ বদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪ ॥  
ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুভ্রজি স্তোমং সচতা পরুক্ষা ।  
অসিক্যা মরুত্বে বিতস্তমার্জীকীয়ে শৃণুহা স্রবোমরা ॥ ৫ ॥  
তৃষ্ঠামরা প্রথমং যাতবে সজ্জঃ স্রসর্ষা রসয়া খেত্যা ত্যা ।  
ত্বং সিংধো কুভরা গোমতীং ক্রুশুং মেহংরা সরথং যাতিরীরসে

॥ ৬ ॥

ঋজীতোনী রুশতীমহিহা পরি জুয়াংসি ভরতে রজাংসি ।  
অদকা সিংধুরপসামপস্তমাস্থা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭ ॥  
স্বখা সিংধুঃ স্রবথা স্রবাসা হিরণ্যায়ী স্রুতা বাজিনীবতী ।  
উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যাতি বস্তে স্রভগা মধুরুধং ॥ ৮ ॥  
স্রথং রথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিবদশ্বিরাজৌ ।  
মহানৃশ্বশ্ব মহিমা পনশ্বতেহদকশ্বশ্ব শ্বশ্বসো বিরপুশ্বিনঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ । বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

চক্ষুঃ পিতা মনসা হি ধীরো যতমেনে অজ্ঞনন্নয়নানে ।  
বদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিক্যাবাপৃথিবী অপ্রথোতাং ॥ ১ ॥  
বিশ্বকর্মা বিমনা আবিহার্য ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্ ।  
তেষামিষ্টানি সমিবা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীনপয় একমাহঃ ॥ ২ ॥



ଯୋ ନଃ ପିତା ଜନିତା ଯୋ ବିଧାତା ଧାମାନି ବେଦ ଭୁବନାନି ବିଷ୍ଣୁ ।  
 ଯୋ ଦେବାନାଂ ନାମଧା ଏକ ଏବ ତଂ ସଂପ୍ରଥଂ ଭୁବନା ସଂତ୍ୟକ୍ତା ॥ ୩ ॥  
 ତ ଆବ୍ରଜଂତ ଋବିଂ ସମନ୍ତା ଶ୍ଵୟଃ ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞରିତାରୋ ନ ଭୁନା ।  
 ଅହର୍ତେ ହର୍ତେ ରଜସି ନିଷତେ ସେ ଭୂତାନି ସମକୃଣ୍ଠିମାନି ॥ ୪ ॥  
 ଗରୋ ଦିବା ପର ଶ୍ଵେନା ପୃଥିବ୍ୟା ପରୋ ଦେବେଭିରହୁରୈର୍ଯଦନ୍ତି ।  
 କଂ ହିମଗର୍ଭଂ ପ୍ରଥମଂ ନନ୍ଦ ଆପୋ ଯଜ୍ଞ ଦେବାଃ ସମପଞ୍ଚଂତ ବିଷ୍ଠେ ॥ ୫ ॥  
 ତମିମଗର୍ଭଂ ପ୍ରଥମଂ ନନ୍ଦ ଆପୋ ଯଜ୍ଞ ଦେବାଃ ସମଗଞ୍ଚଂତ ବିଷ୍ଠେ ।  
 ଅଜଞ୍ଚ ନାତାବଧ୍ୟୋକର୍ମର୍ପିତଂ ସନ୍ନିହିତ୍ଵାନି ଭୁବନାନି ତନ୍ତୁଃ ॥ ୬ ॥  
 ନ ତଂ ବିଦାଥ ସ ଇମା ଜ୍ଞାନାନ୍ତ୍ରହ୍ୟନ୍ନାକମଂତରଂ ବଭୁବ ।  
 ନୀହାରେଂ ପ୍ରାବ୍ରତା ଜଗ୍ନ୍ୟା ଚାହୁତ୍ପ ଓକ୍ଷଶାସଂଚରଂତି ॥ ୭ ॥

৮৫

সূর্য্য সাবিত্রী ॥ ১-৫ সোমঃ । ৬-১৬ সূর্য্যবিবাহঃ ।  
 ১৭ দেবাঃ । ১৮ সোমার্কৌ । ১৯ চন্দ্রমাঃ ২০-২৮  
 নৃগাং বিবাহমন্ত্রা আশীঃপ্রায়াঃ । ২৯, ৩০  
 বধুবাসঃসংস্পর্শনিংদা । ৩১ যক্ষ্মনাশিনী  
 দংপত্যোঃ । ৩২-৪৭ সূর্য্য ॥ ১-১৩,  
 ১৫-১৭, ২২, ২৫, ২৮-৩৩, ৩৫,  
 ৩৮-৪২, ৪৫-৪৭, অনুষ্কুপ্ । ১৪,  
 ২৯-২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭,  
 ৪৪ ত্রিষ্কুপ্ । ১৮, ২৭, ৪৩  
 জগতী । ৩৪ উরোরুহতী ॥

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ ।  
 ঋতেনাদিত্যাতিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি প্রিতঃ ॥ ১ ॥  
 সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ।  
 অথো নক্ষত্রাণামেবামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥  
 সোমং যন্ততে পপিবান্ত্বৎসংপিংষংত্যোষধিৎ ।  
 সোমং যং ব্রহ্মাণো বিহ্ন' তস্তান্ন তি কশ্চন ॥ ৩ ॥  
 আচ্ছবিধানৈগু'পিতো বাহঁতৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।  
 গ্রাব্ণামিচ্ছৃণুস্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্ধিবঃ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞা দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ ।  
 বায়ুঃ সোমস্ত রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥  
 রৈভ্যাসীদমুদেয়ী নারাসংসী স্তোচনী ।  
 সূর্য্যায় ভদ্রমিহাসো গাথৈর্যতি পরিকৃতং ॥ ৬ ॥  
 চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যংজনং ।  
 স্তোতৃমিঃ কোশ আনীতদয়াংসূর্য্য পতিং ॥ ৭ ॥  
 স্তোমা আসনপ্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ ।  
 সূর্য্যায় অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮ ॥  
 সোমো বধুয়রভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা ।  
 সূর্য্যং বৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥  
 মনো অস্তা অন আনীদ্যোরাসীহৃত ছদিঃ ॥ ১০ ॥  
 শুক্রাবনড়াহাবাস্তাং বদয়াংসূর্য্য গৃহং ॥ ১১ ॥  
 ঋক্সাম্যাত্মামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ ।  
 শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংথাস্তরাচরঃ ॥ ১২ ॥  
 শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ ।  
 অনো মনস্বয়ং সূর্য্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১৩ ॥  
 সূর্য্যায় বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাস্তজৎ ।  
 অশ্বাস্ত হস্তংতে গাবোহজুঃস্তোঃ পযুঃহতে ॥ ১৪ ॥  
 বদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবসাতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্য্যায়ঃ ।  
 বিধে দেবা অহু তদ্বামজাননপুত্রঃ পিতরাববৃণীত পুবা ॥ ১৫ ॥  
 বদবাতং শুভস্পতী বরেযং সূর্য্যায়ুপ ।  
 কৈকং চক্রে বামাসীৎক দেষ্টায় তস্থধুঃ ॥ ১৬ ॥

স্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুখা বিহুঃ ।

অধৈকং চক্রং যদুহা তদদ্ধাতয় ইষিহুঃ ॥ ১৬ ॥

সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ ।

স্বে ভূতস্ত প্রচেতস ইদং তেভ্যোহ্ণকরং নমঃ ॥ ১৭ ॥

পূৰ্বাপরং চরতো মায়য়ৈতো শিশু ক্রীড়ন্তো পরি যাতো অধ্বরং ।

বিশ্বান্ত্রন্তো ভুবনাভিচষ্ট ঋতুঁরন্তো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ ১৮ ॥

নবোনবো ভবতি জায়মানোহুহাং কেতুরুষসামেতাগ্রং ।

ভাগং দেবেভ্যো বি দধাতায়ান্ প্র চংজমাস্তিরতে দীৰ্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯ ॥

স্বকিংস্তু কং শন্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সূবৃতং সূচক্রং ।

আ রোহ সূর্যে অমৃতস্ত লোকং স্তোনং পত্যো বহতুং কণুষ ॥ ২০ ॥

উদীৰ্ঘাতঃ পতিবন্তী হেযা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে ।

অগ্রামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জহুযা তস্ত বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

উদীৰ্ঘাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে হা ।

অগ্রামিচ্ছ প্রফর্য্যং সং জায়ান্ পত্যা সৃজ ॥ ২২ ॥

অনুক্রর। ঋজবঃ সংতু পংখা যেভি সখায়ো যংতি নো বরেষং ।

সমৰ্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎসং জাম্পতাং সুরমমন্ত দেবাঃ ॥ ২৩ ॥

প্র হা মুংচামি বরুণস্ত পাশাতেন আবধাৎসবিতা সূশেবঃ ।

ঋতস্ত যোনৌ সূকৃতস্ত লোকহরিষ্টাং হা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪ ॥

প্রৈতো মুংচামি নামুতঃ সূবদ্ধামমুতঙ্করং ।

যথেন মিংজ যীচুঃ সূপুজা সূভগাসতি ॥ ২৫ ॥

পূযা স্বৈতো নয়তু হস্তগৃহাশ্বিনা হা প্র বহতাং রথেন ।

গৃহান্গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ঋং বিদধমা বদাসি ॥ ২৬ ॥

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমুধ্যতামশ্বিনগৃহে গার্হপত্যায় আগৃহি ।

এনা পত্যা তবং সং সৃজস্বাধা জিত্বী বিদধমা বদাধঃ ॥ ২৭ ॥

নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তিৰ্যাজাতে ।

এধংতে অস্তা জাতয়ঃ পতিংবংধেযু বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

পর্য দেহি শামুলাং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বহু ।

কৃত্যেবা পদ্বতী ভূব্যা জায়্য বিশতে পতিং ॥ ২৯ ॥

অশ্রীরা তনুর্ভবতি কুশতী পাপরামুয়া ।

পতিৰ্যদ্বধোবাসসা স্বমংগমতিধিংসতে ॥ ৩০ ॥

যে বধ্বশ্চংস্রং বহতুং যক্ষা যংতি জনাদহু ।

পুনস্তাশ্রজিরা দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ৩১ ॥

মা বিদন্পরিপংখিনো য আসীদংতি দংপতী । ৬

সুগেতিহুর্গমতীতামপ জাংস্বরাতয়ঃ ॥ ৩২ ॥

স্বনংগুলারিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্রুত ।

সৌভাগ্যমশ্বে দদ্বারাপাস্তং বি পরেভন ॥ ৩৩ ॥

ভৃষ্টমেতৎকটুকমেতদপাষ্টবর্ষিববর্গৈভদন্তবে ।

সূর্য্যং যো ব্রহ্মা বিজ্ঞাৎস ইষাধূরমর্হতি ॥ ৩৪ ॥

আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং ।

সূর্য্যায়ঃ পশ্রু রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি ॥ ৩৫ ॥

গৃভ্ণামি তে সৌভগদ্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্ধাসঃ ।

ভগো অর্বমা সবিতা পুরংধির্মহং স্বাহুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাং পূষ্ণিবতমামেরয়স্ব বস্তাং বীজং মনুষ্যা বশংতি ।

যা ন উরু উশতী বিশ্রাতে বস্তামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ৩৭ ॥

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্ সুৰ্বাং বহতুনা সহ ।

পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্রে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুবা সহ বচসা ।

দীর্ঘায়ুরস্তা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ ।

তৃতীয়ে অগ্নিষ্টে পতিস্তরীয়ন্তে মনুয্যজাঃ ॥ ৪০ ॥

সোমো দদদগাংধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে ।

রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহমথো ইমাং ॥ ৪১ ॥

ইতৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্বাশ্রুতং ।

ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈন'প্তু'ভির্মোদমানৌ শ্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥

আ নঃ প্রজাং জন্মতু প্রজাপতিরাজরসায় সমনন্তুর্য়মা ।

অহর্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুস্পদে

॥ ৪৩ ॥

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোযি শিবা শশুভ্যঃ স্তমনাঃ স্তবর্চাঃ ।

বীরসুর্দেবকামা স্তোনা শং নো'ভব দ্বিপদে শং চতুস্পদে ॥ ৪৪ ॥

ইমাং ত্বমিঞ্জ মীঢ়ঃ স্পুত্রাং স্তভগাং কৃণু ।

দশান্তাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫ ॥

সম্রাজী স্বপ্তরে ভব সম্রাজী স্বপ্ত্রাং ভব ।

ননাংদরি সম্রাজী ভব সম্রাজী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬ ॥

সমংজংতু বিধে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ ।

সং মাতরিখা সং ধাতা সমু দেহী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।

স দাধার পৃথিবীং ত্বামুতেমাং কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

য আত্মদা বলদা যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্ত দেবাঃ ।

যস্ত ছাগ্নামৃতং যস্ত মৃত্যুঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিষ্টৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ।

য ক্লেশে অস্ত বিপদশচতুষ্পদঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

যন্তেমে হিমবন্তো মহিষা যস্ত সমুদ্রং রসয়া সহাঃ ।

যন্তেমাঃ প্রদিশো যস্ত বাহু কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

যেন ত্বোক্রাণা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।

যো অংত্রিকে রজসো বিমানঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥

যং ক্রুদ্দসৌ অবসা তন্তুভানে অভ্যেক্তাং মনসা রেজমানে ।

যজাধি নর উদিতো বিভাতি কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

আপো হ যদৃহতীর্বিষ্মায়নগর্ভং দধানা জনয়ন্তীরমিৎ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

যশ্চিদ্রাপো মহিনা পর্যাপশ্রদক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্ষজঃ ।

যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

স্মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্য জজ্ঞান ।

যশ্চাপশ্চংত্রা বৃহতীর্জজ্ঞান কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

জজ্ঞাপতে ন স্বদেতাভ্যন্তো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।

যংকামান্তে জুহুমন্তয়ো অস্ত বরং ত্বাম পতয়ো ররীণাং ॥ ১০ ॥

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী ॥ ভাববৃত্তং ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীজ্জো নো ব্যোমা পরো যৎ ।

কিমাবরীবঃ কুহ কস্ত শর্মন্নংতঃ কিমাসীদ্ধাহনং গভীরং ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাজ্যা অহু আসীৎপ্রকেতঃ ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাক্তান্নন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥

তম আসীত্তমসা গৃড়্‌হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং ।

তুচ্ছোনাভূপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাভায়তৈকং ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ।

সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্‌হৃদি প্রতীযা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ শ্বিদাসীদুপরি শ্বিদাসীৎ ।

রেত্ভোধা আসন্নহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

কো অহা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকৃত আজাতা কৃত ইয়ং বিহিষ্টিঃ ।

অর্বাগ্‌দেবা অন্ত বিসর্জনেনাধা কো বেদ যত আবভুব ॥ ৬ ॥

ইয়ং বিসৃষ্টিযত আবভুব যদি বা দধে যদি বা ন ।

যো অশ্রাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্‌সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

॥ ১৩১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অগ্নিঃ । ২-৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪

অশ্বকুপ্ । ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সংসমিছ্যবসে বৃষন্নগ্নে রিখান্তর্ঘ আ ।

ইলম্পদে সমিধাসে স নো বহুত্যা তন্ন ॥ ১ ॥



ସଂ ଗଞ୍ଜସ୍ବଂ ସଂ ବଦସ୍ବଂ ସଂ ବୋ ମନାଂସି ଜ୍ଞାନତାଂ ।

ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜ୍ଞାନାନା ଉପାସତେ ॥ ୨ ॥

ସମାନୋ ଷଂତ୍ରଃ ସମିତିଃ ସମାନୀ ସମାନଂ ମନଃ ସହ ଚିନ୍ତୟେଷାଂ ।

ସମାନଂ ଷଂତ୍ରମଭି ଷଂତ୍ରୟେ ବଃ ସମାନେନ ବୋ ହବିଷା ଜୁହୋମି ॥ ୩ ॥

ସମାନୀ ବ ଆକୃତିଃ ସମାନା ହୃଦୟାନି ବଃ ।

ସମାନମସ୍ତୁ ବୋ ମନୋ ଯଥା ବଃ ଅସହାସତି ॥ ୪ ॥

# শুক্লযজুৰ্বেদ সংহিতা ।

## পিণ্ড পিতৃ-যজ্ঞ ।

অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ।

অপহতা অনুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অনুরাঃ স স্তবঃ স্বধরা চরন্তি ।

পর। পুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টান্ লোকাং প্রণুদাত্যাম্ ॥ ৩০ ॥

অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবুযায়ধ্বম্ ।

অমৌদন্ত পিতরো যথাভাগমাবুযায়িষত ॥ ৩১ ॥

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ

শোষায় নমোঃ বঃ পিতরো জীবায় ।

নমো বঃ পিতরঃ স্বধাত্যৈ নমো বঃ পিতরো ঘোষায় ।

নমো বঃ পিতরো মন্তবে নমো বঃ

পিতরঃ পিতরো নমো বৈ গৃহায়ঃ

পিতরো দত্ত সত্যো বঃ পিতরো

দেত্রে তবঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥

আধত্ত পিতরো গর্ভকুমারং পুরুষ স্রজম্ ।

যথে হ পুরুষো সৎ ॥ ৩ ॥

উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতম্ ।

স্বধাস্থ তর্পরত মে পিতৃন ॥ ৩৪ ॥

শতরুদ্রিয়ো বা রুদ্রাধ্যায়ঃ ।

নমস্তে রুদ্র মন্তব উতোভ ইষবে নমঃ । বাহভ্যা মৃততে নমঃ ॥ ১

যাতে রুদ্র শিবাতনূরঘোরা পাপকাশিনী ।

তয়া নন্তঘাশাস্ত ময়া গিরিশস্তাভিচাকাশীহি ॥ ২

যামিবুদ্রিরিশস্ত হস্তে বিভর্যস্তবে ।

শিবান্দিরিত্র তাক্কু মা হিংসীঃ পুরুষজগৎ ॥ ৩

শিবেন বচসা ঋগিরিশাচ্ছাবদামসি ।

বধা নঃ সর্কমিজ্জগদ্ যক্ষ্মং স্তমনা অসৎ ॥ ৪

অধ্যাবোচদধি বক্তা প্রথমোদৈব্যো ভীষক্ ।

অহীশ্চ সর্কাজ্জন্তরন্ত্ সর্কাস্চ যাতুধাত্তোধরাচী পরাস্তব ॥ ৫

অসৌ যন্তাত্তোহরুণ উত বক্র স্তমঙ্গলঃ ।

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্শু স্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড়

ইমহে ॥ ৬

অসৌ যোবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।

উতেনদোপা অদৃশন্নদ্রুদহার্ব্যঃ স দৃষ্টো বৃড়য়াতি নঃ ॥ ৭

নমস্ত নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীড়্ হষে ।

অথো যে অস্ত সন্ধানো হস্তভ্যো করন্নমঃ ॥ ৮

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্তমৃতরোরাত্তে অ্যাম্ ।

যাশ্চতেহন্ত ইষবঃ পরাতা ভগবোবপ ॥ ৯

বিজ্যাক্কনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবা উত ।

অনেশন্নত বা ইষবঃ আভুরন্ত নিবদধিঃ ॥ ১০

যাতে হেতির্দীর্ঘত্বং হস্তে বভূব তে ধমুঃ ।

তয়ান্নান্ বিধ্বতস্বমবক্ষয় পরিভূজ ॥ ১১

পরিতে ধ্বনো হেতিরান্নান্ বৃণক্তু বিধ্বতঃ ।

অথো য ইষুধিস্তবারে অন্নগ্নিধেহিতং ॥ ১২

অবতত্য ধনুষ্ঠং সহস্রাক্ষ শতেষুধে ।

নিশীর্ঘ্য শল্যানাংমুখা শিবো নঃ স্তমনা ভব ॥ ১৩

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃক্ষবে ।

উভাভ্যামুততে নমো বাহুভ্যাস্তব ধ্বনে ॥ ১৪

মা নো মহাস্তমুতমানো অর্ভকান্নান্ উক্সমুতমান উক্সিতং ।

মানো বধীঃ পিতরান্নোতমাতরান্না নঃ প্রিযাস্তবো রুদ্র রীরিবঃ

॥ ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুধি মা নো গোষু মানো অশ্বেষু

মানো বীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্হবিয়ন্তঃ স দমিত্বা হবামহে ॥ ১৬

# অথর্ববেদসংহিতা ।

প্রথমং কাণ্ডং ।

ইন্দ্রঃ । ২১ সূক্তং ।

স্বস্তিনা বিশাং পতি বৃজ্রহা বিমূধো বশী ।  
বৃষেক্সঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ং করঃ ॥ ১  
বি ন ইন্দ্র মূধো জহি নীচা বচ্ছ পৃতন্ততঃ ।  
অধমং গময়া তমো যো অশ্বা অভিদাসতি ॥ ২  
বি রক্ষো বি মূধো জহি বি বৃজ্রস্ত হনু ক্রজ ।  
বি মহ্যামিঞ্জ বৃজ্রহন্নমিজ্রস্তাভিদাসতঃ । ৩  
অপেক্স দ্বিবতো মনোহপ জিজ্যাসতোবধম্ ।  
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৪

---

দ্বিতীয়ং কাণ্ডং ।

অগ্নিঃ । ১৯ সূক্তং ।

অগ্নে যন্তে তপন্তেন তংপ্রতিতপ যোহশ্বান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ।  
অগ্নে যন্তে হরন্তেন তংপ্রতি হর যোহশ্বান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ২  
অগ্নে যন্তেহর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোহশ্বান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ৩  
অগ্নে যন্তে শোচিস্তেন তংপ্রতি শোচ যোহশ্বান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ৪  
অগ্নে যন্তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোহশ্বান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ৫

## চতুর্থঃ কাণ্ডঃ ।

### বরুণঃ । ১৬ সূক্তঃ ।

বৃহন্নৈষামধিষ্ঠাতাস্তিকা দিব পশ্চতি ।

য স্তায়ন্ন্যত্রতে চরন্ত্ সর্বং দেবা ইদং বিহুঃ ॥ ১ ॥

যতিষ্ঠতি চরতি যচ্চ বক্ণতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতক্ণম্ ।

হো সংনিষত্ত যন্নস্তুয়েতে রাজা তবেদ বরুণ স্তুতীয়ঃ ॥ ২ ॥

উতেয়ং ভূমি বরুণস্ত রাজ্য উতাসৌ হৌ বৃহতী দূরে অস্তা ।

উতো সমুদ্রৌ বরুণস্ত কুক্ষৌ উতান্নিন্নর উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥

উত যো জামতি সর্পাং পরস্তার স মুচ্যাতৈ বরুণস্ত রাজ্যঃ ।

দিব স্পশঃ প্র চরন্তী দমস্ত সহস্রাক্ষা অতি পশ্চস্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥

সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যং পরস্তাং ।

সংখ্যাতা অস্ত নিমিষো জনানামক্ষানিব স্বয়ী নি মিনোতি তানি ॥ ৫ ॥

যে তে পাশা বরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিধিতা ক্রশন্তঃ ।

সিনন্ত সর্বে অন্তং বদন্তং যঃ সত্যবান্ততি তং সহজন্ত ॥ ৬ ॥

## ষষ্ঠঃ কাণ্ডঃ ।

### সূর্য্যঃ । ৩১ সূক্তঃ ।

আয়ং গোঃ পৃথ্বিরক্রমীদসদান্নাতরংপুরঃ ।

পিতরং চ প্রযন্ত্ যঃ ॥ ১ ॥

ଅନ୍ତଃଚରତି ଯୋଚନାନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣାଦପାନତଃ ।

ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ୍ନାହିୟଃ ଅଃ ॥ ୨

ତ୍ରିଂଶଦ୍ଭାମା ବି ରାଜତି ବାକ୍ପତଜୋ ଅଶିକ୍ରିୟଂ ।

ପ୍ରତି ବନ୍ତୋରହତ୍ଭୂତିଃ ॥ ୩

ଉନବିଂଶଂ କାଂଶୁଂ ।

ଉଷା । ୧୨ ସୂକ୍ତଂ ।

ଉଷା ଅପ ନୁହନ୍ତମଃ ସଂ ବର୍ତ୍ତୟତି ବର୍ତ୍ତନିଂ ସୁଜାତତ୍ରା ।

ଅଗ୍ରା ବାଜଂ ଦେବହିତଂ ସନେମ ମଦେମ ଶତହିମାଃ କୂବୀରାଃ ॥ ୧

-(୧)-

ସମାପ୍ତା ।

# বেদসংহিতা ।

( সংক্ষিপ্ত )

---

## ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

স্তব করি পুরোহিত (১) অগ্নি দেবতার(২),

যজ্ঞের ঋষিক হোতা বৃদ্ধ-প্রদাতায় । ১

প্রাচীন নবীন যত ঋষির প্রার্থিত ;—

করুন দেবতাগণে হেথা উপনীত । ২

(১) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না এজন্য ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে ।

(২) অগ্নি নানা নামে প্রাচীন জাতিদিগের উপাস্ত ছিলেন । অতর নামে ইরানীয়দিগের মধ্যে, হেফাইষ্ট (Hephaistos), প্রমথ (Prometheus) এবং ভরগ্যা (Phoroneus) নামে গ্রীকদিগের মধ্যে এবং উল্কা (Vulcan) নামে রোমকদিগের মধ্যে উপাসিত হইতেন । ল্যাটিন দিগের Ignis সূক্ত



অগ্নি দেন দিনে দিনে বর্জমান ধন ;  
 তাহাতেই করে বীৰ্যা, বশ আনায়ন । ৩  
 যে যজ্ঞের সর্বদিকে অগ্নে ! তব বাস ;  
 সে যজ্ঞ নিশ্চয় যার দেবতাসঙ্কাশ । ৪  
 অগ্নি হোতা, সিদ্ধকর্মা, সত্য, যশোপেত ;  
 আত্মন সে দেব, সব দেবতা সমেত । ৫  
 যজ্ঞমানে তুমি অগ্নে ! কর যে মঙ্গল ;  
 হে অগ্নির ! (১) সে মঙ্গল তোমার কেবল ।  
 দিনে দিনে দিব্যরাত্র মনের সহিত,  
 ভবদীয় কাছে মোরা নত উপস্থিত । ৭  
 অমৃতরক্ষক, দীপ্ত, প্রণমি তোমার,  
 যজ্ঞের শোভন, বৃদ্ধ যজ্ঞের শালায় ; ৮  
 পিতা যথা পুত্রে তথা আমাদের প্রতি  
 অধিগম্য হও ; কর স্বত্তি, অবস্থিতি । ৯

দিগের Ogni এবং ইংরেজদের Angel শব্দ অগ্নিশব্দের রূপান্তর  
 মাত্র । কোরাণোক্ত কেরেস্তা শব্দ বাহাতে আগ্নেয় দেহধারী এক প্রকার জীব  
 বুঝায় তাহাও যবিষ্ঠ বা (Hephaistos) শব্দের সদৃশ বলিয়া অনুমিত হই-  
 তেছে ।

(১) “অগ্নির অকারাঃ” বাক্য । এ অর্থে অকার হইতে অগ্নির উৎপত্তি  
 হেতু অগ্নিকে অগ্নিয়া বলা হইয়াছে বুঝায় । কিন্তু অগ্নির নামে একটা ঋষি-  
 বংশও ছিল ; তাহার অগ্নিপুত্র অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন সেহেতু  
 ঋষির নামে অগ্নির বলা সম্ভব ।

বেদসংহিতা ।

৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র (১) দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

গাথা দ্বারা গাথিগণ, অর্কে অর্কিগণ,  
বাণীতে বাণীরা করে ইন্দ্রের স্তবন(২) । ১  
বাক্যের ইন্দ্রিতে রথে ঘুড়ি হরিষ্ময়,  
মিশ্রিত সবেয় সাথে বজ্রী হিরণ্ময় । ২  
বহুদূর দর্শনার্থে সূর্য্যকে গগনে  
স্থাপিলেন, গিরি তাই অড়িত কিরণে । ৩  
রক্ষা কর আমাদিগে অমোঘ রক্ষণে  
রণে, উজ্জ্বল ইন্দ্র ! বহু ধনযুক্ত রণে । ৪  
আমাদের মিত্র ইন্দ্র বৃজে বজ্রধারী,  
অস্বাধিক ধন অস্ত্র স্তব করি তাঁরি । ৫  
না-শক কখন, সর্ব্ব ফলের প্রদাতা !  
কর নাই, মেঘ-দ্বার খোল বৃষ্টিদাতা । ৬  
প্রযুক্ত বিভিন্ন দেবে যে সকল স্তব,  
কি স্তব করিব আমি, ইন্দ্রের সে স্তব । ৭

(১) ইন্দ্র খাডু বর্ষণে । ইন্দ্র অর্ধে বৃষ্টিদাতা আকাশ । প্রাচীন আর্যেরা  
আকাশকে “দ্যুঃ” “বরুণ” প্রভৃতি নামে উপাসনা করিতেন; ভারতীয়  
আর্যেরাই কেবল বৃষ্টিপ্রদ আকাশকে “ইন্দ্র” নামে উপাসনা করিতেন ।

(২) গাথী—উদ্গাতা; অর্ক—অর্চন হেতু মন্ত্রোপেত হোতা; বাণী—  
বহুভাষ্য বাক্য যুক্ত অর্থাৎ commanding priest । অর্ক—ভূক বা স্বর ।

বৃষ যথা যুখে গিয়া করে বলবান,  
 বিনা বাক্যে তথা নরে করেন জ্ঞান । ৮  
 একাকী যে ইন্দ্র, যত মানব ও ধন  
 এবং পঞ্চ ক্ষিত্রি(১) পরি করেন শাসন । ৯  
 তোমাদের হিতকল্পে, সর্বজন' পরি,  
 তিনি আমাদেরি, তাঁরে আবাহন করি । ১০

(১) পঞ্চক্ষিত্রি শব্দে চারি জাতি ও নিষাদ সারণ এইরূপ অমুভব করেন । কিন্তু পণ্ডিত রমানাথ স্বরস্বতী এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই ;—  
 “প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতিভেদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । \* \* \* ক্ষিত্রিশব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে ? ক্ষিত্রি শব্দের অর্থ স্থান, ভূভাগ । \* \* \* আমার বোধ হয় যে পঞ্জাব দেশের পঞ্চভূভাগ যে স্থানে আৰ্যেরা প্রথম বাস করিয়াছিলেন তাহাই এইমন্ত্রে উল্লিখিত হইতেছে ।”  
 আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত এই :—If then with all the documents before us we ask the question does caste as we find it now in Manu and at the present day form part of the most ancient religious teaching of the Vedas ? We can answer with a decided no. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of the caste, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans and no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of people from living together, from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of the people belonging to the different castes. No law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma. Caste as now understood is not a Vedic institution and in disregarding the rules of caste no command of the real Veda is violated.

## ১৮ সূক্ত ।

১—৩ ব্রাহ্মণস্পতি । ৪ ব্রাহ্মণস্পতি, ইন্দ্রও সোম । ৫ ব্রাহ্মণ-  
স্পতি ও দক্ষিণা । ৬—৮ সদসস্পতি । ৯ সদসস্পতি বা নরাশংস ।

কণ্ণের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

যজ্ঞমানে খ্যাত কর হে ব্রাহ্মণস্পতে !  
কক্ষীবান ঔশিজ বিখ্যাত যেই মতে । ১  
ধনবান, রোগহর, বহুপুষ্টিদাতা,  
করুণা করুন ত্বরা সে ফলপ্রদাতা । ২  
নিম্নুকের হিংসা নিন্দা আমাদিগে যেন,  
না স্পর্শে ব্রাহ্মণস্পতে রক্ষা কর হেন । ৩  
বঁাহাকে ব্রাহ্মণস্পতি, সোম, মঘবান  
সদয়, সেবীর নাহি পরাভব পান । ৪  
রক্ষহ ব্রাহ্মণস্পতে পাপ হ'তে তাঁরে ;  
ইন্দ্র, সোম, দক্ষিণাও রক্ষুন তাঁহারে । ৫  
সদসস্পতিরে (২) মেধা যাচিয়াছি আমি ;—  
ইন্দ্র-প্রিয়, কাম্যাত্মক, তিনি ধনস্বামী । ৬  
যাঁর দয়া ভিন্ন যজ্ঞ না হয় সফল  
বিদ্বানেয়ো, তিনি ব্যাপ্ত ধীশক্তি সকল । ৭

(১) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা, হুতরাং ব্রাহ্মণসস্পতি অর্থে স্তুতি-  
দেবতা ।

(২) অগ্নির নাম বিশেষ ।

হব্যাদাতা মজল, যজ্ঞের সমাপন,  
 তাঁহার কৃপায় পান স্তুতি দেবগণ । ৮  
 দেখিয়াছি নরাশংসে (১) আকাশের প্রায়,  
 তেজোগূর্ণ, সুবিখ্যাত বিক্রম প্রভায় । ৯

## ২২ সূক্ত ।

১—৪ অশ্বিনয় (২) । ৫—৮ সবিতা । ৯—১০ অগ্নি । ১১ দেবীগণ ।  
 ১২ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও আশ্বিনী । ১৩, ১৪ জ্বা বা পৃথিবী । ১৫  
 পৃথিবী । ১৬ বিষ্ণু বা দেবগণ । ১৭—২১ বিষ্ণু ।

কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

প্রাতঃসূক্ত অশ্বিনয়ে কর আগরিত,  
 আসিবারে যজ্ঞাগারে সোমরসপানে ; ১  
 (১) সূন্দর রথের রথী স্বর্গে অবস্থিত—  
 ডাকিতেছি তাঁহাদিগে বিহিত বিধানে । ২  
 মধুমতী নৃত্যবতী কশার (৩) সহিত,  
 এসে সিন্ত কর যজ্ঞ দেব অশ্বিনয় । ৩

(১) ইহাও একটী অগ্নির রূপ অর্থ নরাশংসিত । প্রাচীন ইরানীয় দিগের  
 ধর্মপুস্তকে এই নরাশংস নাম নৈর্ব্যসজ্ঞ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় ।

(২) অশ্বিনয়—অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে অজ্ঞকারে ও  
 আলোকের অবিভাজ্য যে প্রাকৃতিকরূপ তাহাই অশ্বিনয় নামে পূজিত হইতেন ।

(৩) মধুমতী নৃত্যবতীকশা—বর্ষ ও শব্দযুক্ত চাবুক ।

## বেদসংহিতা ।

যে সোমদ-গৃহ প্রীতি রথেতে ঝরিত,  
চলিয়াছ সে গৃহ ত দূরস্থিত নয় । ৪  
আহ্বানি হিরণ্যপাণি দেব সবিতার (১)  
রক্ষার্থে, পদের দেব করেন জ্ঞাপন । ৫  
স্তব কর সকলে সে দেব জলহার  
তীহার ব্রতের মোরা করি আকিঞ্চন । ৬  
নৃচক্ষু সবিভা দেব বহুবিধ ধন  
প্রকাশিয়া ধনদাতা শোভেন শোভায় । ৭  
বস চারিভিতে তাঁর যত সখাগণ,  
আশু স্তব বাক্যে মোরা তুষিব তীহার । ৮  
অথে ! কাম্যা পত্নীগণে আনহ হেথায়,  
সোমপানে স্তম্ভদেবে কর আনায়ন ; ৯  
যবিষ্ঠ ! ভারতী, হোজা, ধন্য ধিবণায়,  
আন, তাঁরা করিবেন মঙ্গল সাধন । ১০  
নৃপত্নী অচ্ছিন্নপত্নী দেবীগণ যত  
রক্ষার্থে প্রসন্ন হয়ে আনুন এখানে । ১১

---

(১) “বাক্য বলেন আকাশ হইতে যখন অঙ্গকার বার, কিরণ বিকৃত হয়,  
সেই সবিভার কাল । সায়ণ বলেন সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে সূক্তি তাহাই  
সবিভা, উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে সূক্তি সেই সূর্য্য । অতএব আমাদের  
প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিভা একই দেব । ইউরোপীয় পণ্ডিত  
দিগেরও সেই মত এবং সূর্য্য ও সবিভা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পার্শ্ব  
করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ।”

## বেদসংহিতা ।

ইজ্ঞানী ও বরুণানী হয়ে সমাহৃত,

আগ্নেয়ী আত্মন হেথা সোমরস পানে । ১২

আকাশ পৃথিবী, রসে যজ্ঞাভিসিঞ্চনে,

আমাদিগে গুটি দ্বারা করুন পূরণ । ১৩

করেন তাঁদের মাঝে গন্ধর্ব্ব ভবনে(১)

মেধাবীরা দ্বতবৎ জলাবলেহন । ১৪

পৃথিবী ! বিস্তীর্ণা হও, কণ্টক রহিতা,

বাসভূতা হও, কর স্তূথের প্রদান । ১৫

বিষ্ণু সপ্ত রশ্মিদ্বারা(২) যে ভূমি বেষ্টিতা,

তথা হ'তে স্বস্তি সবে করুন বিধান । ১৬

(১) গন্ধর্ব্ব ভবনে—অন্তরীক্ষ প্রদেশে । “গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবং পদমন্তরীক্ষ-  
মিতি ।” সারণ ।

(২) বেদোক্ত বিষ্ণু কে এবং তাঁহার তিন পাদবিক্ষেপের অর্থই বা কি ?  
নিরুক্তকারদিগের মতে “বিষ্ণুরাদিত্যঃ ।” তিন পাদবিক্ষেপ কি ? “পৃথিব্যাং অন্ত-  
রিক্ষে দিবি” ইতি শাকপুনিঃ “সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যান্ পৰ্ব্বমেকং নিধন্তে ।  
বিষ্ণুপদে মধ্যানিনেহন্তরিক্ষে । গয়শিরস্তম্ভং গিরৌ ইতি ওর্ণনাভ আচার্যো  
মন্ততে ।” অর্থাৎ শাকপুণির মতে (বাহা বাক্যের মতেরই অর্থ মাত্র) পৃথ্বী-  
কিরণের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশে ব্যাপ্তিই তিন পাদ বিক্ষেপ । ওর্ণ-  
নাভের মতে উদয়কালের ও মধ্যাকাশে ও অন্তঃগমনকালের স্থিতিকে তিনপাদ  
বিক্ষেপ বলাহইয়াছে । “The stepping of Bishnu is emblematic of  
the rising, the culminating and the setting of the sun.”  
মোক্ষমূল্য ।

## বেদসংহিতা ।

ত্রিপাদে জগৎ বিষ্ণু পরিক্রম করি  
করিলেন সমাবৃত্ত পাংশুলচরণে ; ১৭  
অদাভ্য ও গোপা বিষ্ণু সৰ্ব্ব ধর্ম ধরি  
করিলেন পরিক্রম ত্রিপাদচারণে । ১৮  
ইন্দ্রের স্ত্রবোগ্য সখা বিষ্ণুর করণ  
নেহার, যা হ'তে হয় অশুষ্টিত ব্রত ; ১৯  
নভশ্চারী নেত্র যথা, নেহারে তেমন  
বিষ্ণুর পরম পদ সুরিগণ যত । ২০  
বিষ্ণুর সে পরপদ করেন উজ্জল  
স্তব বাক্যে জাগরুক মেধাবিসকল । ২১

স্বর্ধাক্রম বিষ্ণুর জগতে পাদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে নানা উপাখ্যান রচিত হইরাছে । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে দেব ও অশ্বরনিগের মধ্যে জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন বিষ্ণু যত টুকু তিনপদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অশ্বর দিগের । বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন । শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের । দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন । ঐ ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণু সকল দেবের প্রধান ও তাঁহার মন্তকচ্ছেদের কথা আছে । তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায় । তৎপরে বিষ্ণুর বামনাবতার ও বলিহলনার কথা শু সকলেই জানেন । একটি বৈদিক উপমা হইতে এত সব আখ্যানের সৃষ্টি হইরাছে ।



## ২৪ সূক্ত ।

১ প্রজাপতি । ২ অগ্নি । ৩—৫ সবিতা বা ভগ । ৬—১৫ বরুণ ।

অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি(১) ।

কোন দেবতার নাম                      কার চাক্র নাম হার

স্মরিব, করিবে কেবা মোচন আমারে ?

এই ত মহতী মহী                      কে দিবে ছেড়ে আমার

পুনরায় নেহারিব পিতা ও মাতারে ? ১

অমর দেবের মাঝে                      অগ্নির সূচাক্র নাম

প্রথমতঃ ধ্যান করি মনে বারে বারে ;

মহতী মহীতে মোরে                      ছেড়ে দিগ্ধি পূর্ণকাম

করুন, নেহারি আমি পিতা ও মাতারে । ২

ধনেশ সবিতৃদেব                      সদা রক্ষয়িতা ;

তোমার নিকটে ধন আকিঞ্চন করি ; ৩

(১) ঐতরের ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র রোহিতকে বলি দিতে ইচ্ছা করিলে, পুত্র অসম্মত হয় ; তখন অজীগর্তকে সম্মত করাইয়া তাঁহার পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়া হিঁর করেন ।

শুনঃশেপ বিশ্বাসিত্রের পরামর্শানুসারে নানা দেবের স্তুতি করিয়া স্তুতি লাভ করেন । এই গল্প নানাতাবে অন্তান্ত অনেক গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে এই সূক্তে কুজাগি শুনঃশেপের বলির উল্লেখ নাই । ঋগ্বেদের কোথাও নরবলির কথা পাওয়া যায় না । এজন্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে ঋগ্বেদে নরবলি প্রথার সমর্থন নাই ।

দুই হস্তে প্রশংসিত                      যে ধন সবিতা  
 ধরিয়াছ আনন্দিত কর তা বিতরি । ৪  
 ধনযুক্ত তুমি দেব                      তোমার কৃপায়  
 ক্রমে ক্রমে সেই ধন বেন বৃদ্ধি পায় । ৫  
 ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম                      ক্ষত্র মন্থ্য পরাক্রম  
 তব সম হে বরুণ (১) পাইবে কোথায় ?  
 সলিল অনিল গতি                      অনিমিষ অবিরতি  
 তোমার গতির কাছে পরাস্তব পায় । ৬  
 পবিত্র বরুণরাজ                      অন্তরীক্ষে স্তুবিরাজ  
 অমূল উর্দ্ধেতে ভেজ করেন ধারণ ।  
 নিম্নে তেজী মূল উর্দ্ধে,                      তথা আমাদের মধ্যে  
 থাকে বেন স্তুনিহিত প্রাণ চিরন্তন । ৭

(২) বরুণ আর্ধ্যগণের অতি প্রাচীন দেবতা । আবরণকারী বৃ বাতু হইতে আকাশকেই আর্ধ্যগণ বরুণ বলিয়া উপাসনা করিতেন । গ্রীকগণের Uranos এবং ইরানীয়গণের বরুণ এই আকাশ দেবের নাম মাত্র । গ্রীকগণের মধ্যে Uranos সর্ব দেবের পিতা এবং Gaia সর্ব দেবের মাতা । পৃথিবী অর্থক গো শব্দ হইতেই Gaia উৎপন্ন, এক্সগ অনেকের ধারণা আছে । হিন্দুদিগের বরুণ আলোক দেব মিত্রের সহিত অনেক সময় একত্র উপাসিত হইয়াছেন । ‘মৈত্র্যং বৈ অহরিতিক্রান্তে প্রকৃত্যেচ বাক্ষশী রাজী’ সারণ । এই কথায় নৈশাকাশকে বরুণ বোধ হইতেছে । ইরানীয়দিগের মধ্যে মিত্রের নাম ‘মিত্র’ । উত্তর জাতিই আলোক দেবকে মিত্র বলিতেন । দিবালোকই মিত্রপদ বাচ্য ।

বে বরুণরাজ ধন্য হৃদ্য পাদক্ষেপ জন্ত

অস্তরীক্ষে পথ তাঁর করেন বিস্তার ।

হৃদয় বিদীর্ণকারী আমার বে আছে বৈরী

করুন বরুণ তারে শত তিরস্কার । ৮

হে রাজন্ আছে শত সহস্র ভৈষজ্য কত

তোমার, স্মৃতি তব হউক গভীরা ।

নিখাতিকে রাখ দূরে কৃত পাপে মুক্ত করে

আমাদিগে আর যেন নাহি দেয় পীড়া । ৯

এই যে সপ্তর্ষিগণ অত্যাচ নভোরমণ

রজনীতে দৃষ্ট, যায় কোথা চলে দিনে ?

বরুণের ব্রত যত সকলি ঐ অব্যাহত

চন্দ্রমা উদিত রাজে যাঁর আজ্ঞাধীনে । ১০

হবির্যোগে যজমান তোমায়ে করে আহ্বান

আমিও ব্রহ্মের যোগে বন্দিছি তোমার ।

হইরে অহেলমান কর দেব প্রণিধান

সুমন্য হে বরুণ ! বাঁচাও আমার । ১১

লোকে বলে অহরহ আমার হৃদয় সেহ

বলিতেছে সেই কথা অস্তরে অস্তরে ।

শুনঃশেপ বন্ধ হয়ে যে দেবেরে আরাধয়ে

সে বরুণ আমাদিগে দিন মুক্ত করে । ১২

শুনঃ শেপ হয়ে ধৃত ত্রিঋপদে আছে বন্ধ

তাঁহাকে বরুণ রাজা করুন মোচন ।

অস্থিতি নন্দন তিনি,                      বিধান অদক যিনি,  
 যুচুক কৃপায় তাঁর পাশের বন্ধন । ১৩  
 ক্রোধ ভব নমস্কারে,                      হবির্দানে যজ্ঞাগারে,  
 প্রশমন করিবারে করিছি যতন ।  
 হে প্রচেতঃ হে অহুর ! (১)              কৃত পাপ করি দূর  
 আমাদিগে বীতপাপ করহ রাজন্ । ১৪  
 উর্দ্ধ হ'তে উৎকন                      কর দেব বিমোচন  
 নিম্ন হ'তে নিম্ন, মাধ্য করহ শিথিল ;  
 আমরাও হে আদিত্য,                      অখণ্ডি তোমার ব্রত  
 পাপ মুক্ত হয়ে পরে হব পুণ্যশীল । ১৫

(১) অহুর অর্থ বলবান । বরুণের বিশেষণার্থে এখানে অহুর শব্দের  
 প্রয়োগ হইয়াছে । স্বর্গে অনেক স্থলে দেবগণের বিশেষণার্থে অহুর শব্দ  
 প্রয়োগ আছে । অবার বৃজ শব্দের বিশেষণার্থে দেব শব্দের প্রয়োগ দেখা  
 গিয়াছে ( ১।৩২।১২ ) ইহার দ্বারা বোধ হয় দেব ও অহুর এই বিশেষণ শব্দ  
 দুটি প্রয়োজন মত সকল দেব ও দেব-বৈরীগণের প্রতিই ব্যবহৃত হইত । পরে  
 আৰ্য্যজ্ঞাতির মধ্যে এমন একটা বিবাদ হয় যদযদি ভারতীয় আৰ্য্যগণ দেব  
 শব্দ এবং ভারতীয়ের অর্থাৎ ইরানীয় আৰ্য্যগণ অহুর শব্দ উপাস্তার বিশে-  
 ষণার্থে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন ; কেন না ঐ বিবাদ ইরানীয় দেশেই  
 হইয়াছিল । তথা হইতে হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ ইরানীয়দিগের দ্বারা বিতাজিত  
 হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন ইহাই অনেকের ধারণা । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল  
 সিন্ধের Primitive Ariyans article XX in his work Indo-  
 Ariyans দেখ ।

## ২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্ভের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

লোকে যথা করে ভুল, আমরা তেমন  
ভুলিতেছি বরুণ প্রত্যহ তব ব্রত। ১

হেলায় ঘাতক ছার কর না হনন

ক্রোধ-যোগ্য আমাদেরিগে ক্রোধের বশতঃ। ২

রথী যথা তৃপ্ত করে ঘোটকে সন্নিহিত,

আমরা অশ্বের অশ্রু করি তব স্তুতি। ৩

বিহঙ্গ নীড়ের দিকে যেরূপে ধাবিত,

ধনার্থে আমার চিন্তা করে তথা গতি। ৪

কজ্রত্নী বরুণে কবে অখলানসায়

উরুবিলাচনে যজ্ঞে পারিব আনিতে ? ৫

মিত্র ও বরুণ(১) উভে সমানে তাহার

দয়া করি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে। ৬

বিন্নতে বিহঙ্গ পদ অবগত হার

সমুদ্রে নৌকার পথ যে দেব বিজ্ঞাত। ৭

কল শস্য সমায়ুক্ত জাত মাস বার (২),

জাত বেবা মাস বাহা হয় উপজাত। ৮

(১) অনেক স্থলে মিত্রবরুণের একত্রে উপাসনা দৃষ্ট হয়। ২৪ সূক্তের টীকা দেখ।

(২) চাত্রবৎসরের প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটা অধিক মাস অর্থাৎ মলমাস গ্রহিয়া সৌরবৎসরের সহিত উহার ঐক্য বিধান করা হইত; এই একে সেই কালকে কলমাস দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ুর বিস্তীর্ণ বর্ষ অবগত যিনি,

জ্ঞাত তাহাদিগে যারা আছে উর্দ্ধদেশে । ৯

যুতব্রত স্ক্রজতু বরুণ দেব তিনি ;—

স্বর্গস্থত মধ্যে বসি সাত্রাজ্যের আশে । ১০

ভূত ভবিষ্যত যত অঙ্কুত ঘটনা,

বিধান সকলে জ্ঞাত প্রসাদে তাঁহার । ১১

করুন প্রত্যহ তিনি স্থপথে চালনা,

আয়ু বৃদ্ধি করি দেব অদিতি-কুমার । ১২

বরুণ হিরণ্য বস্ত্রে বপু আচ্ছাদন

করিলে, তাহাতে করে হিরণ্যের প্রভা । ১৩

কে গাঠৈ করিতে তার বৈরতা সাধন

মনজোহী কিষা দীপ্পু, অতিমাতি ঘেবা (১) । ১৪

আমাদের জন্ত, সর্ব মানব নিমিত্ত,

করেছেন যিনি কত অগ্নের সঞ্চয় । ১৫

গাভী ধায় গোষ্ঠে, তথা বহুচক্ষুষ্ক

তাঁকে মম পরাবীতি করিছে আশ্রয় । ১৬

প্রস্তুত মধুর হব্য হোতার মতন

খাও, পরে আলাপন করিব উভয়ে । ১৭

দেখেছি বরুণে, ভূমে করেছি দর্শন

রথ তাঁর,—ওনেছেন স্তব্ধ সমুদ্রে । ১৮

স্তন আবাহন, অদ্য স্তম্বী কর মোরে,  
 রক্ষার্থে বরুণ ! আমি ডাকিছি তোমার । ১৯  
 ছালোক ভুলোক বিশ্ব আছ দীপ্ত করে ;  
 প্রভুত্ব দাও এই ক্ষেম প্রার্থনায় । ২০  
 উপরের পাশ খোল উপর হইতে,  
 নিম্ন, মাধ্য খোল যেন পারি গো বাঁচিতে । ২১

৩২ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । অগ্নিরার পুত্র হিরণ্যস্থপ ঋষি ।

বজ্রধারী ইন্দ্রের প্রথম পরাক্রম  
 বর্ণন করিতে চাহি ;  
 হনন করিয়া অহি (১)  
 করিলেন বৃষ্টিপাত যে দেব প্রথম ,  
 গিরি ভেদি করিলেন নদীর উদগম । ১

(১) মেঘের নাম বজ্র বা অহি । ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া  
 বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিয়া ঋগ্বেদীয় ঋষিরা যে কবিতা  
 লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্তোপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে ।  
 ইরানীয় আর্ধ্যগণের ধর্ম পুস্তকেও বজ্র ও বজ্রহস্তার যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়  
 “অহরের স্টে বেরেথ্রকে ( সংস্কৃত বজ্র ) আমরা বজ্র প্রদান করিব ।”  
 জেন্স অবহা । এইরূপে হিন্দু ও ইরানীয় দুই আর্ধ্য শাখায় বজ্রের উপাসনা  
 দৃষ্ট হইলেও ইরানীয়গণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন নাই । বরং ইন্দ্রকে শত্রু  
 মনে করিতেন ইহার প্রমাণ আছে । ইহাতে বোধ হয় কোন বিবাদের পর

ঘট্ কৃত বজ্রে ইন্দ্র নগাশ্রিত মেঘে  
 হনন করিলে, জল  
 বাহিরিল অনর্গল,  
 ধাইল সমুদ্রপানে ; ধায় যথা বেগে  
 ধেনুগণ বৎসগণে হেরি পুরোভাগে । ২

বৃষবৎ বেগে সোম করিলা গ্রহণ ;  
 তিন যজ্ঞে অভিযুত  
 পান করি সোমাহুত  
 সায়ক নামক বজ্র করিলা ধারণ ;  
 করিলা প্রথম জাত অহিকে হনন । ৩

যখন প্রথমজাত নিহত সে অহি ;  
 মায়াবীর মায়া হতা,  
 জাত হৃষ্য, উষাগতা,  
 আকাশ পুনরাগত, শত্রু আর নাহি ;—  
 ইন্দ্র কর্তৃক বদা নিহত সে অহি । ৪

---

হিন্দু ও ইরানীরগণ পরস্পর পৃথক হইলে, হিন্দুগণই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন । অত্ৰ কোন আৰ্য্যশাখার ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না । গ্রীকদিগের মধ্যেও অহিশব্দ echis, echidna নামে পাওয়া যায় ।



মহাবজ্জ দ্বারা ইন্দ্র বুজ্জতর (১)

অংস শৃঙ্খ করি হত

করিলেন, স্বক যত

কুলিশ আঘাতে যথা ; বুজ্জ তার পর

শুইল চুখিয়া মর্ত্য মৃত্তিকা উপর । ৫

আমার সমান যোদ্ধা নাহি এ বুদ্ধিতে

হইয়া ছর্মদ বুজ্জ,

করিল ইন্দ্রে অমিত্র,

ভাঁহার ধ্বংসের হস্ত নারিল সহিতে ;

পিবিল সকল নদী পড়িয়া নদীতে । ৬

ডাকিল অপাদহস্ত বুজ্জ ইন্দ্রে রণে ;

সামুতুল্য স্বক্কে তার

হইল বজ্জ প্রহার,

বহুধাবিস্কৃত বুজ্জ শায়িত তখনে ;

বগ্নি (২) কি সফল হয় বৃক্ষত্ব অর্জনে । ৭

(১) বুজ্জতরমতিশয়েন লোকানামাবরকমজ্জকাররূপং । সারণ । অতি-  
শয় অজকার অরূপ বুজ্জ ।

(২) বগ্নি—হিরণ্যক অর্থাৎ পুরুষত্বহীন ; বৃক্—রেতসেকসমর্থ অর্থাৎ  
পুরুষত্ববৃক্ ।

তথ্য অতিক্রমি নদ যথা যায় চলে,  
 অতিক্রমি অবিকল  
 তথা মনোরূহ জল  
 চলিল, পড়িল অহি তার পদতলে ;—  
 যে জল আছিল বদ্ধ তার মায়াবলে । ৮  
 ছিলেন তিৰ্য্যক্ শুয়ে বৃজপ্রসবিনী ;  
 ইন্দ্র তাঁরে হানিলেন,  
 উর্দ্ধে মাতা রহিলেন,  
 নীচে পুত্র হত ; দেখু বৎসের সজ্জিনী  
 যথা শুয়ে থাকে, দামু শুইলা তেমনি ।  
 অস্থির প্রবাহে বৃজ শরীর নিহিত,  
 আর নিণ্য (১) দেহ'পরে  
 অব্যাহত বারি চরে ;  
 দীর্ঘনিদ্রা অভিভূত হইয়া শায়িত,  
 ইন্দ্র-শত্রু বৃজ এবে চেতনা রহিত । ১০  
 পণিগুপ্তা গাভী যথা দামপত্নীগণ  
 অহিগুপ্তা ছিল তথা ;  
 অপহিত জল পঁথা ;  
 ইন্দ্র বৃজে সেই জন্তু করিয়া হনন,  
 করিয়াছিলেন জলদ্বার উদঘাটন । ১১

(১) নিণ্য নির্দামধেয়ং সায়ণ । নাম রহিত ।

অধিতীর দেব (১) বৃত্ত তোমা আঘাতলে,  
 হয়ে তুমি অশ্বপুচ্ছ,  
 করিলে সে ঘাত তুচ্ছ,  
 গাভীজয়, সোমলাভ তুমিই করিলে ;  
 বহাইলে সপ্ত সিদ্ধ প্রবাহ সলিলে । ১২

নাবিল স্পর্শিতে ইন্দ্রে যখন সে অহি  
 মেঘনাদ, বারিপাত,  
 বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত  
 হানিল তাঁহার প্রতি ; মঘবা বিজয়ী,  
 আর কত মায়া তার অবিলম্বে ধ্বংস । ১৩

যখন বৃত্তের সহ যুক্তিতে লাগিলে,  
 হৃদে বদা জাত! ভীতি,  
 সরিত নবনবুতি  
 শ্যোনপক্ষিবৎ বদা ভয়ে উতরিলে ;  
 কোন্ বৃত্ত-শত্রু জন্ম অপেক্ষা করিলে ? ১৪

(১) পূর্বে বলা হইরাছে অনেকস্থলে বরুণাদি দেবগণের বিশেষণার্থে  
 অশ্বর শব্দের ব্যবহার আছে। এখন দেখা যাইতেছে বৃত্তের বিশে-  
 ষণার্থে দেব শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং দেবাসুরের যে একটি বৈরভাব  
 আমাদের মনে সজ্জ উদ্ভিত হয়, তাহা পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

স্থাবর অক্ষম'পর বজ্রবাহু পরে,  
 শাস্তাশাস্ত পশু'পর  
 হইলেন অধীশ্বর ;  
 হয়েছেন নরেশ্বর ; নেমি যথা অরে,  
 ধরেছেন সবে তথা আপন ভিতরে । ১৫

## ৪২ সূক্ত ।

পুমা দেবতা । ঘোরপুত্র কণু ঋষি ।

পথ পাব কর পুষণ্ (১) দেব পাপ হর,  
 মেঘাশ্রয় (২) অগ্রে অগ্রে যাও । ১  
 কুপথ দর্শক, চৌর, হস্তানিষ্টকর,  
 ধেবা থাকে দূর করে দাও । ২

পরিপছী কুটিল তস্কর যেবা হয়,  
 দূর কর পথ হতে তারে । ৩

(১) সর্কেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্যঃ বান্ধ । অর্থাৎ পুমা সূর্য্য ।

(২) সূর্য্য কখন কখন মেঘ হইতে বাহির হন বলিয়া তাঁহাকে মেঘাশ্রয়  
 বলা হইয়াছে ।

লক্ষিতে ও অলক্ষিতে ঘেবা হরে লয়,  
দল তারে পদের গ্রাহারে । ৪

তোমার করুণা ভিক্ষা করি হে পুষ্প ।  
উৎসাহিলে যাহে পিতৃগণে । ৫  
শক্রহা হিরণ্যায়ুধ ধনী জ্ঞানবন্ !  
দানে পরিণত কর ধনে । ৬

লয়ে চল পথে সুখগম্য শত্রুশূন্য,  
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৭  
তৃণ আছে, নাই নব দ্রুত তাপ জন্ত,  
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় (১) । ৮

দয়া কর, পূর্ণ কর, কর তেজিয়ান ;—  
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৯  
পুমানিন্দা নাহি করি স্তুতে করি গান,  
ধন বাচঞা করিছি তাঁহার । ১০

(১) এই এক দৃষ্টে বোধ হয়, হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যে মধ্যে কোন কোন শাখা স্বেগালনব্যবসার অবলম্বন করিয়া তৃণ অশেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন । পুবা তাঁহাদেরই রক্ষক এবং পথ প্রদর্শক ।

## ৪৩ সূক্ত ।

১, ২, ৪—৬ রুদ্র । ৩ মিত্রাবরুণ । ৭—৯ সোম ।

ঘোর পুত্র কণু ঋষি ।

জ্ঞানী, শিব, হুগয় মহান্ রুদ্রদেবে (১)

কবে সুখকর স্তোত্র দিব উপহাব ? ১

(১) যাক বলেন “অগ্নিরপি কত্র উচ্যতে” । আবার রুদ্র ঋষির অর্থ রোদন বা গর্জন করা । অতএব কত্র শব্দে গর্জনকারী অগ্নি ( বজ্র ) বুঝায় । এই কত্র বা বজ্র কি প্রকারে পৌরাণিক মহাদেবে পরিণত হইলেন তাহা বুঝা বড় কঠিন নহে । আর্ধ্যগণ পূর্বে প্রকৃতির প্রত্যেক বিন্দুরকর বিকাশেই ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন কিন্তু কালক্রমে যখন জ্ঞানিত পারিলেন যে সর্ব প্রকার ঐশ্বর্যই এক মহাশক্তি হইতে প্রাচুর্ভূত, তখন সেই মহাশক্তির অন্তর্গত সংহার শক্তিকে নামাকরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, রুদ্র বা বজ্রই তাহার সমধিক উপযুক্ত । এজন্য বিধাতার সংহার মূর্তি রুদ্র পুরাণোক্ত মহাদেব নামে পরিচিত হইলেন ।

এহলে প্রসঙ্গতঃ বলা কর্তব্য যে উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী করালী প্রভৃতি দেবতার যা মহাদেবে পত্নী বলিয়া পরিচিত আছেন, তাহারা কেহই ঋষিদোক্ত দেবতা নহেন । বাঙ্গসেনবী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী এরূপ লিখিত আছে । কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন । তথায় তিনি ইন্দ্রের নিকট বন্দব স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন এই মাত্র । মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালী দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম দৃষ্ট হয় । “অগ্নির সাতটি চকল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, হুলোহিতা, হুধ্রবর্ণা, কুলিন্জিনা ও দেবী বিশ্বরূপা ।” যখন বজ্র বা অগ্নিরূপ রুদ্রদেব সংহারক মহাদেব হইলেন তখন এই অগ্নি জিহ্বাগুলি মহাদেবের পত্নীর স্থান পূরণ করিলেন ।

রুদ্রের আর একটি নাম “ভব” বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । যোক্ত-  
বল্লভের মতে গ্রীকদিগের Phœbus দেব ভবের রূপান্তর মাত্র ।

যাহাতে অদ্বিতি আমাদিগে, পশু সবে,  
দিবেন গোনরাপত্যে ঔষধি তাঁহার ॥ ২

যাহাতে বরুণ মিত্র রুদ্র অস্ত্র সবে  
প্রীত হয়ে করিবেন দয়া বিতরণ । ৩  
স্তুবপতি যজ্ঞপতি জলৌষধি-দেবে  
কদ্ধে সুখ যাচঞা করি শংসুর মতন ॥ ৪

সূর্য্যাবৎ দীপ্তিমান হিরণ্য-কচির,  
দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বসু যিনি । ৫  
আমাদের মেঘ মেঘী গো অশ্ব নারীর  
সকলে স্নগম্য পথ বিতরেন তিনি । ৬

সোম ! আমাদিগে দাও শত নরধন  
বলকর মহৎ অন্নের করদান ; ৭  
সোম-শত্রু অরাতিরা না করে হিংসন,  
হে ঈন্দো ! এমন অন্ন করহ প্রদান । ৮

হে সোম অমর তুমি পরধামে বাস,  
হইয়া শীর্ষস্থানীয় যজ্ঞের শালায়  
প্রজাগণে দয়া করি পূর্ণ কর আশ ;  
জান তাহাদিগে, যারা সাজায় তোমায় । ৯

৪৮ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । (১)

কণ্ঠের পুত্র প্রক্ষণু ঋষি ।

হে দেবহুহিতা উষে ধন দান করি,  
প্রভাত করহ দেবি অগ্নি বিভাবরি !  
প্রচুর অন্নের সহ কর সূপ্রভাত,—  
ধন দিবে দানশীলে করহ প্রভাত । ১  
অশ্বগোসম্পন্ন বহু ধনেতে ধনিণী,  
প্রজার বাসের জন্ত সম্পত্তি শালিনী !  
আমাকে বলহ উষে স্নুত বচন,  
ধনীর যে ধন আছে, করহ প্রেরণ । ২  
পূর্বে ও প্রভাত হ'ত এখনো তা হয়,  
রথ-প্রেরয়িত্রী উষা প্রভাত করয় ;  
ধনার্থী সমুদ্রে তরী পাঠায় যেমন,  
তেমনে করেন উষা রথের প্রেরণ । ৩

(১) উষা আমাদের অতি প্রাচীন দেবতা । গ্রীকদিগের Eos উষা, Daphne ডহনা, Argynoris অর্জুনী Bresies ব্রহ্মা Helen সরস্বা Erynys সরগু এবং Athena অহনা ইত্যাদি উষা ও উষার প্রতিশব্দের রূপান্তর মাত্র ।



হে উষে ! আসিলে তুমি সুরিগণ যত  
 দানেতে মানস সবে করেন নিরত ;  
 কণ্ঠতম কণ্ঠ ধ্বনি নাম তাঁহাদের  
 উচ্চার করেন হেন কালে প্রভাতের । ৪  
 গৃহেতে গৃহিণী যথা সর্ব-প্রভাবিনী  
 সমাগতা উষা তথা কর-প্রসারিণী ;  
 উষা আয়ু হ্রাস কবে জন্ম জগতে,  
 পশান চাগিত, উড়ে বিহঙ্গ বিয়তে । ৫  
 ভিক্ষুক ও চেষ্টাবানে কাজে করি রত,  
 নিহাববর্ষিণী উষা অবিলম্বে গত ,  
 হে যজ্ঞসম্পন্নৈঃ । তব হইলে উদয়, ।  
 কুলায় না থাকে আব বিহঙ্গ নিচয় । ৬  
 কি সুন্দর রথ উষা করিয়া যোজন,  
 সূর্য্যোব উদয়'পরি কি দিব্য ভুবন  
 হইতে সে ভাগ্যবতী চড়ি শত-রথে,  
 আসিছেন উষা মর্ত্যে কত দূর হ'তে । ৭  
 উষাব প্রকাশ জন্ত এ বিশ্ব প্রণত,  
 তাঁহার প্রসাদে কৃত জগজ্জ্যোতি যত ;  
 বিদ্যেবিশোধকগণে সে দিব নন্দিনী  
 করেছেন বিদূরিত দেবী উষা ধনী । ৮  
 হুলাদিনী জ্যোতীর সহ হে দিবছহিতা ।  
 তিমির হরণ কর হয়ে প্রকাশিতা ,

প্রভূত সৌভাগ্য উষে ! করি আনয়ন,  
 দিনে দিনে আমাদিগে কর বিতরণ । ৯  
 তোমাতে নিহিত বিশ্ব চেষ্টিত, জীবন ;  
 শুনরি ! তিমির তুমি করহ হরণ ;  
 এসহ বৃহৎ রথে বিচিত্র ধনিনী  
 বিভাবরি ! আমাদের কৃতাহ্বান শুনি । ১০  
 আছে যে বিচিত্র অন্ন সকল মাতুষে  
 গ্রহণ করহ তাহা দেবকন্তে উষে !  
 আছেন যে সব বহি তোমার স্তবনে,  
 যজ্ঞের সমীপে আন সে স্নুকৃতি গণে । ১১  
 অস্তরীক্ষহতে উষে সর্ব দেবতায়  
 সোমপানে যজ্ঞস্থলে আনহ হেথায় !  
 প্রশস্ত গো-অশ্বযুক্ত অন্ন বীৰ্য্যকর,  
 আমাদিগে প্রদান করহ অতঃপর । ১২  
 যে উষার জ্যোতিমালা শত্রু সংহারিণী  
 নয়নে প্রতীয়মানা কল্যাণদায়িনী ;  
 বিশ্ববরগীয় চাক্র স্নুথগম্য ধন  
 আমাদিগে সে উষা করুন বিতরণ । ১৩  
 অগ্নি মহী-উষে ! তোমা পূর্ব ঋষিগণ  
 অন্ন ও রক্ষার হেতু করিলা স্তবন ;  
 তেজোময়ী, দীপ্তিযুক্তা ধনযুক্তা হইবে  
 সেব আমাদের তথা স্তোম্য সমুদয়ে । ১৪

স্বরগের দ্বারদ্বয় জ্যোতি প্রকাশিয়া,  
 তুমিই ত উষে ! অদ্য দিলে উন্মোচিয়া ;  
 তেজোময় গৃহ সুবিস্তৃত অহিংসিত,  
 দান কর আমাদিগে অন্ন গো-সহিত । ১৫  
 গাভী আর অপৰ্য্যাপ্ত বহুবিধ ধন  
 আমাদের প্রতি উষে ! করহ সিঞ্চন !  
 মহীয়সি ! দান কর যশ শক্রঘাতী  
 অন্নদান কর ক্রিয়াম্বিতে অন্নবতি ! ১৬

### ১০৩ সূক্ত ।

ইন্দ্রে দেবতা । অগ্নিরার পুত্র কুৎস ঋষি ।

কবিগণ পুরাকালে                      তোমার এ পরবলে  
 করেছেন ওহে ইন্দ্রে সাক্ষাৎ ধারণ ।  
 তার এক জ্যোতি ভূমে (১) অল্প জ্যোতি দিব ধামে  
 কেতু যথা রণে তথা করে আলিঙ্গন ॥ ১  
 ধরণী ইন্দ্রে ধরিলে                      বিস্তৃত তারে করিলা  
 বক্ষে বৃত্তে হানি জল করিলা নির্গত ।

(১) ইন্দ্রবলের দুটি জ্যোতির কথা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে । তাহার একটি জ্যোতি ভূমিতে অর্থাৎ অগ্নি, অপর জ্যোতি আকাশে অর্থাৎ সূর্য্য ।

অহিকে হত করিলা বোহিগকে (১) বিদারিলা  
 বাংসবৃক্ষে শচী দ্বারা করিলা নিহত (২) ॥ ২  
 বজ্রে হয়ে অঙ্গুবান বীব কার্যে শ্রদ্ধান  
 নাশি দাসীপুত্রী কত কৈলা বিচরণ ।  
 হে বজ্রিন্ স্তব শুনি দম্ভ্যকে অস্ত্রেতে হানি  
 আৰ্য্য যশ বল, ইন্দ্র ! করহ বর্ধন (৩) ॥ ৩  
 বাহিরিয়া দম্ভ্যনাশে যে বল যশাভিলাষে  
 ধরিলেন বজ্রী সেই বল প্রশংসীয় ।  
 স্তোতৃ যজমান হিতে মম্ববা করিলা তাতে  
 মানব হিতের জন্ত যুগ সমুদায় (৪) ॥ ৪  
 সেট বল ভূরিপুট, তোমরা করহ দৃষ্ট  
 ইন্দ্রের বীর্য্যোতে হও সবে শ্রদ্ধাবান ।  
 লাভ করেছেন তিনি গো অশ্ব ও অরগ্যানী ১  
 ওষধি ও জলরাশি তিনি প্রাপ্তবান ॥ ৫  
 ভূরিকর্মাভীষ্ঠদাতা শ্রেষ্ঠ সত্য বলোপেতা  
 ইন্দ্রের জন্তেতে সোম অভিষব করি ।

(১) রোহিণ লালবর্ণ মেঘ ( wilson )

..

(২) বাংস অংশুভ, ছিন্নভূজ । শচী যজ্ঞ, এহলে কর্শ্ব ।

(৩) এই মন্ত্রে দম্ভ্য এবং আৰ্য্য উভয় শব্দের পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রয়োগ দেখা যায় । আৰ্য্যানাৰ্য্যজাতীয় গণের বিবাদেব বিবর আরও অনেক মন্ত্রে পাওয়া যায় ।

(৪) এই মন্ত্রের অর্থ বড় পরিষ্কার নহে ।

যিনি পরিগছী মত অযাজ্ঞিক হ'তে হত  
 ধন দিতে এসেছেন যাজ্ঞিকে আদরি ॥ ৬  
 তব সেই বীৰ্য্য খ্যাত যাতে, ইন্দ্র ! প্রবেশিত  
 বজ্র দ্বারা হল অহি, বিভোরনিজ্জায় ।  
 দেব পত্নীগণে সবে মরুদগণে বিশ্বদেবে  
 উপাজিল হর্ষ হেরি হর্ষিত তোমায় ॥ ৭  
 তুমি শুক, পিপ্র বৃত্রে বর্ধিলে কুয়বামিত্রে  
 করিলে বিনাশ সব শম্বরেব পুরী (১)  
 অতেব মিত্র বরুণ, অদিতি, সিদ্ধ হউন  
 পৃথিবী আকাশ সবে প্রীত দয়া কবি । ৮

১৮৫ সূক্ত ।

ভাবাপৃথিবী । অগস্ত্য ঋষি ।

কেবা পূর্বে, কেবা পবে, কেন, কবিগণ ।

জন্মিল পৃথিবী ছাস্ (২) কে জানে একথা ?

(১) শুক, পিপ্র কুরব শম্বর ইত্যাদি অনার্য্য-প্রধানগণের নাম ।

(২) ছাস্ আর্ধ্যদিগের অতি প্রাচীন আকাশ দেব । গ্রীকদিগের Zeus  
 লাতিনদিগের Ju (Piter) এংলোসাক্সন গাণর Tiu এং জার্মান দিগের Zio  
 এই ছাস্ শব্দের রূপান্তর । যেমন লাতিনগণ আকাশকে স্পষ্টতঃ Jupiter  
 (যুপিটার) বলিতেন স্বেদে তেমন আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে যে মাতা  
 বলা হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই সূক্তেই আছে । স্বেদে অনেক স্থলে  
 আকাশদেব ও পৃথিবী দেবীর, দ্যাবাপৃথিবী নামে, একত্রে উপাসনা করা  
 হইয়াছে ।

আপন শক্তিতে বিশ্ব করিয়া ধারণ,  
 চক্রবৎ ঘুরিতেছে দিবারাত্রি যথা । ১  
 ধরেছেন বুকে উভে অচলা অপদী,  
 বহু বহু সচল সপদ কত জীবের,  
 পিতৃ-কোলে পুত্র যথা ; হে জীবাপৃথিবী !  
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ২  
 স্বর্গীয়, নিম্পাপ, সন্ন, অক্ষয় যে ধন  
 যাচি অদিতিকে, তাহা যজমান সবে,  
 হে জীবাপৃথিবী ! দাও করি উৎপাদন ;  
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৩  
 দেবপুত্রা অর্হিঃষিতা জীবাপৃথিবীর  
 অহুগত হয়ে মোরা থাকি যেন ভবে,  
 উভবিধ ধনাশায় দিবস রাত্রির ;—  
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৪  
 সজতা যুবতী ছুটি ভগিনীর মত,  
 যাহাদের সীমা সমা বিস্তারিতা ভবে,  
 ভুবনের নাভিপ্রাণ করিয়া নিয়ত ;—  
 রক্ষ আমাদিকে মহাপাপ হ'তে তবে । ৫  
 মহতী জনিত্রী বৃহৎ সন্ন্যসরূপিনী  
 দেব-প্রীতে বজ্রস্থলে ডাকিতেছি উভে !  
 তোমরা শোভনরূপা অমৃত ধারিণী,  
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৬

নমস্কার করি যজ্ঞে করি আবাহন

মহৎ, অনন্ত, পৃথু, বহুরূপা উভে,  
হে দ্যাবাপৃথিবী ! কর বিশ্বের ধারণ ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৭

দেব প্রতি, সখা প্রতি, জামাতার প্রতি,

যে কিছু করিয়া থাকি পাপ তাহা এবে  
কালন করুক যজ্ঞে অর্পিতা এ স্তুতি ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৮

উভয়ে প্রশংসাপাত্রী লোকহিতকরী,

আমাকে আশ্রয় দিতে আসুন হেথায় !

দেবগণ ! স্তোতা মোরা, অগ্নে তুষ্ট করি

যাচি ধন তোমাদিগে, দানের আশায় । ৯

সকলের প্রতি জন্ত শ্রেষ্ঠতম স্তুতি,

যত জানি করিলাম পৃথিবীদ্যাবায় ;

অবশ্য দূরিতে যেন পাই হে নিষ্কৃতি ;

কাছে রেখে পিতা মাতা পালুন আমার । ১০

হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমাদিগে পিতঃ মাতঃ,

সত্য হ'ক করিলাম যে সকল স্তব ;

শ্রেয়োদানে স্তোতৃবৃন্দে হও সমাগত ;

লভি যেন দীর্ঘ-আয়ু, বলান্নবৈভব । ১১

## দ্বিতীয় মণ্ডল

১২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি । (১)

যে দেব জনম মাত্র দেবের প্রধান ;

মনস্বীর মধ্যে যার অগ্রগণ্য স্থান ;

(১) গৃৎসমদ ঋষি সৰ্ব্বদে অমুক্ৰমনিকা হইতে সারণ এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন “য আঙ্গিরসঃ শোনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শোনকোহন্তবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ঃ মণ্ডলমপশ্যৎ।” অর্থাৎ গৃৎসমদ পূর্বে অঙ্গিরা বংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। অম্বরগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, তিনি ভৃগুবাংশীয় শুনকের পুত্র শোনক সলিরা অভিহিত হইলেন। মহাত্মারতের অনুশাসন পূর্বে গল্প আছে গৃৎসমদ হৈহয়রাজ বীতিহব্যের পুত্র। বীতিহব্য, কাশী রাজার ভয়ে ভৃগুব আশ্রমে পলাইয়া ছিলেন। কাশীর রাজা অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুকে লিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন আমার আশ্রমে ক্ষত্রিয় নাই। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য বীতিহব্য ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহারই পুত্র গৃৎসমদ। ইহার দ্বারা অমৃতব হর বেদ রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ হয় নাই। জাতিভেদ হইলে পর এই সকল গল্প স্মৃষ্টি হইয়াছে।

এই সূক্ত সৰ্ব্বদে আর একটি কথা আছে। এই সমস্ত সূক্তই অধ্বর্কবেদে আছে এবং ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চিন্তা ওলিও ঋগ্বেদ রচনার শেষভাগের চিন্তা সূক্ষ্ম,—ইন্দ্রেতে লোকের বিশ্বাস ক্রিান্ত হইয়াছে, ঋষি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা করিতে গিয়া এক ঈশ্বরের অহাদ্ব্য বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।



বীর কশ্মে যিনি সৰ্ব্ব দেবের ভূষণ ;  
 যার বলে ভীত দ্যাবা পৃথিবী ছজন ;  
 সৈন্তবল মধ্যে যার বল বিলক্ষণ ;  
 সেই ছোতমান দেব ইন্দ্র জনগণ । ১  
 যাহার প্রসাদে দৃঢ়া, ব্যথিতা ধরনী ;  
 নিয়মিত প্রকুপিত পক্ষতের শ্রেণী ;  
 বরীয়ান্ অন্তরীক্ষ যাহার সৃজন ;  
 শুক হাস্ ভয়ে,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ২  
 অহিবধে সপ্তসিদ্ধু সৃজন যাহার ;  
 করিলেন বল-রুদ্ধ গাভীর উদ্ধার ;  
 মেঘে মেঘে করেন অগ্নির উৎপাদন ,  
 যুদ্ধে জয়ী যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ ! ৩  
 এ সব নক্ষর বিশ্ব যাহার সৃজন ;  
 করিলেন দাসবর্গে গুহায় স্থাপন ;  
 ব্যাধবৎ লক্ষজয় করি, শত্রুধন  
 হরিলেন যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ । ৪  
 সে ঘোর দেবতা কোথা ? তিনি নাই আর ;—  
 হেন কথা শুনা যার সম্বন্ধে যাহার ,  
 শাস্তিহাতা প্রায় নাশিলেন শত্রুধন ;  
 তিনি ইন্দ্র, শত্রু তাঁকে কর জনগণ । ৫  
 স্ততশোম যুক্তগোবু, যিনি যজ্ঞমানে  
 কৃপা করি দিব্যরাত্রি রাখেন কল্যাণে ;

ধারণ করেন যিনি হুহু স্রশোভন ;  
 তিনি ইন্দ্রদেব শুন যত জনগণ । ৬  
 য়ার আজ্ঞাধীন অশ্ব, য়ার গাভীগণ ;  
 য়ার আজ্ঞাধীন গ্রাম, রথ অগণন ;  
 সূর্য্যদেব উষাদেবী য়াহার স্রজন ;  
 জল-নেতা যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৭  
 পরম্পর শত্রুসেনা আহ্বানে য়াহার ;  
 উত্তম অধম শত্রু য়ার স্তব গায় ;  
 একবিধ রথে চড়ি করে ছুই জন  
 নানা স্তব য়ার, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৮  
 য়াহার অরুণা হলে যুদ্ধে পরাজয় ;  
 রক্ষা হেতু যোদ্ধা লয় য়াহার আশ্রয় ;  
 বিশ্বের প্রতিভূ যিনি ; অচ্যুত পতন  
 হয় য়ার কোপে ; তিনি ইন্দ্র জনগণ ॥ ৯  
 যিনি বহু মহাপাপী অপূজক জনে  
 হত করিলেন স্বীয় শত্রু নিক্ষেপণে ;  
 গর্জিত না পার য়ার উৎসাহ কখন,  
 দম্ব্যর নিহস্তা তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১০  
 অশ্বেষণ করি যিনি চল্লিশ বৎসরে  
 লভিলেন ক্ষয়প্রাপ্ত পর্ব্বতে শব্দরে ;  
 শরান ওজায়মান অহিকে হনন  
 করিলেন যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১১

বৃষভ, সবল, সপ্তরশ্মি (১) সংযোজিত  
 যিনি করিলেন সপ্ত সিদ্ধ প্রবাহিত ;  
 করিলেন স্বর্গারোহী রোহিণে হনন,  
 বজ্রবাহু যিনি, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১২  
 আকাশ পৃথিবী ধারে নমস্কার করে ;  
 পর্বত সকল ধীর ভয়েতে সিহরে ;  
 বজ্রতুল্য বাহু যিনি করেন ধারণ—  
 দৃঢ়াক্ষ, সোমপা,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৩  
 অভিসবকারী, আর পাচক রচকে,  
 কল্যাণে রাখেন যিনি স্তোত্র উচ্চারণে ;  
 স্তোত্র করে, সোম করে যাহার বর্দ্ধন,  
 এই অগ্নে বৃদ্ধি,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৪  
 অভিসবকারী আর পাচক উভয়ে  
 হে ইন্দ্র দিতেছ অন্ন দুঃখধ্বংস হয়ে ;  
 অতএব সত্য তুমি, প্রিয় পুত্র পৌত্র  
 লইয়া করিব মোরা নিত্য তব স্তোত্র । ১৫

(১) বরাহ, স্বতপঃ, বিদ্রাৎ মহঃ, ধূপি, ঝাপি, গৃহমেধ এই সপ্তরশ্মি ;  
 সায়ণ । আমরা বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা অগ্নির সপ্ত অব  
 বা সপ্তরশ্মির কথা দেখিতে পাই । রাম ধনুতে যে সাতটি বর্ষ দেখা যায়  
 তাহা হইতেই কি বৈদিক সপ্তরশ্মির অন্ততম উৎপত্তি হইয়াছিল ? আধুনিক  
 ঐতিহাসিকেরা জানেন যে সূর্য্যালোকে সেই সপ্তবর্ষ নিহিত আছে ।

## ২৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । কূৰ্ম্য বা গৃৎসমদ ঋষি ।

বরুণ আদিত্য কবি স্বয়ং রাজমান ;  
 ধীর মহিমায় সৰ্বভূত অভিভূত ;  
 পায় ধীর কৃপাবলে হর্ষ যজ্ঞমান ;  
 তাঁর জ্ঞাত এই হব্য হয়েছে প্রস্তুত ।  
 তিনি স্বামী দ্যুতিমান, এই ভিক্ষা চাই—  
 তাঁহার স্মৃকীৰ্ত্তি যেন গাইয়া বেড়াই । ১

তব কৃতে ব্রতী হয়ে করি তব ধ্যান,  
 হে দেব বরুণ ! তব স্তুতি গান করি,  
 আমরা সকলে যেন হই ভাগ্যবান্ ;  
 কর হেন হে বরুণ করুণা বিতরি ।  
 গোমতী উষার দ্যুতি উদিলে গগনে ;  
 শোভি যেন অগ্নিবৎ তব সংকীৰ্ত্তনে । ২

নেতৃবর বরুণ ! তোমাকে কত লোকে  
 স্তুতি করিতেছে, তব আছে কত বীর !  
 পারি যেন আমরা থাকিতে তব লোকে ।  
 তোমরাও (১) দীপ্তিমান পুত্র অদিতির—

অদক তোমরা সবে—সখা নিবন্ধন  
আমাদের অপরাধ করহ মার্জন । ৩

বরুণ আদিত্য ধাতা সৃজিলেন জল  
প্রভূত, তাহাতে যত সিদ্ধ প্রবাহিত ;  
বিশ্রাম, বিরতি নাই বহিছে কেবল,  
বরুণ মহিমা সবে করি বিঘোষিত ।  
পক্ষিগণ যে প্রকারে ভূমিপানে ধায়  
উহারাও সে প্রকারে ধায় মৃত্তিকায় । ৪

রজ্জুবৎ পাপে হায় বেঁধেছে আমার ;  
হে বরুণ ! সে রশনা কর বিমোচন ;  
বন্ধিত না হই যেন খামৃত ধারায়  
( ছিন্নতন্তু ক'র না গো যজ্ঞের বয়ন ।  
অসময়ে যজ্ঞমাত্রা হে দেব বরুণ !  
না হয় বিকল যেন, নাহি হয় উন ॥ ৫

আমার নিকট হ'তে ভয় দূর কর,  
অনুগ্রহ কর, হে সত্রাট সত্যবান !  
বৎস হতে দাম যথা তথা পাপ হর,  
হে বরুণ ! দয়া করি, আদিত্য মহান্ ।  
তোমার করুণা হ'তে হইলে বন্ধিত,  
নিমেষ না থাকে আর ঈশত্ব কিঞ্চিৎ । ৬

অম্বর বরুণ ! যারা যজ্ঞেতে তোমার  
অপরাধী, সহে তারা যে অস্ত্র ষাটন ;  
সহিতে না হয় যেন সে অস্ত্র প্রহার,  
জ্যোতি বিয়োজিত যেন না হই কখন ।  
অনিষ্টকারকে হেন কর বিশ্লেষণ,  
রক্ষা যেন পায় আমাদের জীবন । ৭

কি অতীত, বর্তমান কিবা ভবিষ্যতে  
নমঃ নমঃ শব্দ তোমা করিব নিশ্চয় ;  
বহু স্থান সমুৎপন্ন বরুণ ! তোমাতে  
সর্ববিধ কৰ্ম্ম আছে করিয়া আশ্রয় ।  
পৰ্ব্বতে আশ্রিত বস্তু অচ্যুত যেমন,  
তবাপ্রিত কৰ্ম্ম সব অচ্যুত তেমন । ৮

পিতৃঋণ পরিশোধ করহ রাজন্  
যে ঋণ করেছি নিজে কর পরিশোধ,  
ভোগ যেন নাহি করি অজ্ঞাজিত ধন  
হে বরুণ ! আমাদের এই অমুরোধ ।  
অনেক উষাই স্মৃথে হয়নি উদয়,  
বাঁচি যেন উষায়, আদেশ হেন হয় (১) । ৯

(১) ঋণ থাকিলে, উষার উদয় ও অমুদয় তুল্যই । এজন্য ঋষি বলিতেছেন অনেক উষা উদয়ই হয় নাই । ঋষিগণ পৈতৃক ও স্বকৃত ঋণের দ্বারে কষ্ট পাইতেন এই বাক্যে তাহার অনুভব করায় ।

হে রাজন্ ভীকু আমি আমাকে যে বলে  
স্বপ্নদৃষ্ট ভয়ঙ্কর কথা হে বরুণ !

জ্ঞাতি হ'ন, বন্ধু হ'ন তাঁহারা সকলে  
আমা হ'তে দয়া করি দূরেতে থাকুন ।

আমাদের রক্ষা হেতু বৃক ও তস্করে,—  
যে হিংসা করে বা তাকে দাও দূর করে । ১০

ধনী কিম্বা দাতার নিকটে কদাচন  
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয় ;  
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্ !  
পারি যেন হে বরুণ ! যজ্ঞের সময়,  
বীর পুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,  
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিয়ত (১) । ১১

---

(১) বরুণের অনেক স্তুতিতেই পাপঙ্করের জন্ত চিন্তা দৃষ্ট হয় । ৭ম মণ্ডলেও তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন । এই স্তোত্রের ৭ম ষকে “অহুঃ” শব্দ বরুণের বিশেষণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩২ সূক্ত ।

১ ভাবা পৃথিবী । ২।৩ ইন্দ্র । ৪।৫ রাকা ।

৬।৭ সিনিবাসী । ৮ ছয়জন দেবী ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

হে ভাবা পৃথিবী এই ঋত্বিক স্তোতায়  
রক্ষ, ইচ্ছা—প্রীত করি তোমা হই জনে ;

তোমাদের অন্ন শ্রেষ্ঠ ; অহ্বানে সবায় ;

ধনার্থে আমিও ডাকি মহত স্তবনে । ১

হিংসিতে নী পারে যেন দিবায় নিশায়

গুপ্তমায়া, নাহি হই শত্রু বশীভূত ।

করিও না ইন্দ্র ! চ্যুত তব বন্ধুতায় ;

মনে রেখ সখ্য আর আমাদের হিত । ২

সুখকরী, দুঃখবতী পীনতনুবতী

দৃঢ়াঙ্গী ধেমুর দান কর হৃষ্টমনে ;

পুরুহৃত ইন্দ্র ! পাদে বাক্যে দ্রুতগতি—

দিবা রাত্রি আছি আমি তোমার স্তবনে । ৩

সুহবা রাকায় (১) ডাকি সুন্দর স্তুতিতে

গুহুন বুঝুন আমাদের অভিপ্রায় ;

(১) “সংপূর্ণ চত্বা পৌর্ণমাসী রাকা”। পূর্ণিমা রাত্রির নাম রাকা ।



সীমন করুন কর্ম অচ্ছিত্ত সৃচিতে ; (১)

প্রদান করুন বীর পুত্র শতদায় (২) । ৪

যে সুন্দর কৃপা তব দেখি বসুদানে

রাকে হব্য প্রদাতায়, অত সে কৃপায়

এসহে প্রসন্ন মনে আমাদের স্থানে,

সুভগে ! সহস্র সুখ তোমার দয়ায় । ৫

হে পৃথুজঘনে ! দেবগণের ভগিনী

সিনিবালী ! (৩) হুতহব্য করহ সেবন ;

আমাদের প্রতি হয়ে সদয়া আপনি,

উপচিত কর দেবী অপত্য নন্দন । ৬

কি স্ত্রী অঙ্গুলি তাঁর ! বাহু কি সুন্দর

সুঘুমা (৪) বহুসুবরী (৫) দেবি সিনিবালী ;

হৃদিশ্ পত্নী তাঁহাকে সবে করি সমাদর,

প্রদান করহ যজ্ঞে হবি হব্যাবলী । ৭

যিনি গুঙ্গু, (৬) যিনি রাকী, সিনিবালী যিনি,

যিনি সরস্বতী ! তাঁকে করি আবাহন ;

ইন্দ্রানীকে আহ্বানি রক্ষুন আসি তিনি ;

আহ্বানি বরুণানীকে স্বস্তির কারণ । ৮

(১) "To sew the work (apparently the formation of the embryo) with an unfailing needle." Muir. (২) শতদায় বহু ধন বিশিষ্ট । (৩) "দৃষ্টচন্দ্রমাবৃত্তা সিনীবালী" সারণ । (৪) সুপ্রসবিনী । (৫) বহু প্রসবিনী । (৬) গুঙ্গু শব্দে সারণানুসারে রাকী ও সিনিবালীর সহচরী বুঝাইতেছে ।

## তৃতীয় মণ্ডল ।

### ৪ সূক্ত ।

আগ্নী (১) দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

প্রসন্ন মনেতে সমিৎ হও জাগরিত,

প্রসর্পিত তেজে ধন দাও দয়া করে ;

দেবগণে, দেব ! যজ্ঞে কর উপস্থিত,

যজ্ঞ সধীগণে সখা সানন্দ অন্তরে । ১

প্রতিদিন তিন তিন বারেতে ঘাঁহার

মিত্র, অগ্নি, বরুণ করেন যজ্ঞ নিত্য,

সে অগ্নি তনুপাং উদক আধার

মধুমস্ত করুন এ যজ্ঞ স্নাতযুক্ত । ২

সর্বজন প্রিয়স্তবে ডাকহ হোতার

বন্দ্য, শ্রেষ্ঠ, ইষ্টবর্ষী যাতে হন প্রীত,

ইল হেন প্রত্যাশাম করুন তাঁহার,

করুন সে যোগ্য অগ্নি যজ্ঞ সমাহিত । ৩

(১) আগ্নী অর্থে অগ্নির রূপ । ১ম মণ্ডলের ১৩ সূক্তে ষাটশ ঋকে ষাটশ প্রকার অগ্নিরূপের স্তুতি আছে । যথা, (১) সুসমিক (২) তনুপাং (৩) নরাশংস (৪) ইলা (৫) বর্হিঃ (৬) দেবীদার (৭) নজোষসৌ (৮) দেবোঁ হোতারৌ (৯) ইলাসরম্বতীমহী (১০) ডষ্টা (১১) বনস্পতি (১২) ঝাহা । এই সূক্তে নরাশংস ভিন্ন অপর ১১টি রূপের স্তব করা হইয়াছে । আগ্নী সূক্ত জলি পশু যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত ।

তোমাদের জন্ত যজ্ঞে কৃত উর্দ্ধপথ,  
 শুচি হব্য উর্দ্ধ দিকে হতেছে প্রস্থিত ;  
 হোতা বসে নাভিদেশে, তাঁর দীপ্তি কত,  
 দেববাণ্ড বর্হি মোরা করিব বিস্তৃত । ৪  
 ঋত দ্বারা দেবগণ বিশ্ব প্রীতিদাতা  
 সপ্ত যজ্ঞে অকপটে করেন গমন ;  
 দেবী-দ্বার নামে নারীরূপে যজ্ঞজাতা  
 দেবতা প্রত্যক্ষ হেথা করন্ গমন । ৫  
 একত্রে বা ভিন্ন দেহে স্তূত দিব্যরাত্রা,  
 করুন প্রকাশ হয়ে যজ্ঞে আগমন  
 মরুত্বান ইন্দ্র বরুণ আরও মিত্র ;  
 আসেন যেমন দীপ্ত, আসুন তেমন । ৬  
 দিব্যা ও প্রধানা হোত্ৰা দেবীদ্বয়ে আমি  
 ভজিতেছি ; তথা সপ্ত ঋত্বিক্ দীপ্তিমান্  
 স্বধা দ্বারা মুদিত করেন অন্ন-স্বামী  
 প্রতিব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে ব্রতবান্ । ৭  
 ভারতীগণের সহ আসুন ভারতী,  
 দেব নরগণ সহ অনল ও ইলা ;  
 সারস্বতগণেতে আসুন সরস্বতী,  
 তিন দেবী কুশেতে বসুন যজ্ঞশীলা । ৮  
 বাহাতে প্রসূর্যহস্ত, দক্ষ, কশ্যপ, বৃষ্ট !  
 সমুৎপন্ন হর্ষ পুত্র বীর দেবকাম ;

পুষ্টিকর, প্রাণকর,—হইয়া সন্তুষ্ট  
 হেন বীৰ্য্য দিবে পূর্ণ কর মনস্কাম । ৯  
 বনস্পতে ! দেবগণে আন সন্নিধানে,  
 শমিতায়ি দেবে হবি করুন প্রেরণ ;  
 সত্যতর সে হোতা যজুন দেবগণে,  
 কেননা, জানেন তিনি তাঁদের জনন । ১০  
 ঋষিত দেবতা সহ ইন্দ্রের সহিত  
 এক রথে সমিদ্ধ হইয়া আস অগ্নে ;  
 সূপুত্রা অদিতি কুশে হ'ন প্রতিষ্ঠিত,  
 স্বাহায় মুদিত হ'ন যত দেবগণে । ১১

### ৫৫ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । ১ উষা । ২—১০ অগ্নি । ১১  
 অহোরাত্র । ১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী  
 বা. দুানিশা । ১৬ দিক্‌সকল । ১৭—২২ ইন্দ্র  
 পর্জন্তাত্মা হৃষ্টা বা অগ্নি । বিশ্বামিত্রের পুত্র  
 প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজা-  
 পতি ঋষি ।

উষার প্রকাশ পূর্বে হইলে তথ্যে,  
 অক্ষয় মহান সূর্য্য শোভেন গগণে ;

দেবগণে দেয় সবে ব্রত উপহার ;—  
এক মহা অম্বরত্ব (১) সর্ব দেবতার । ১

অগ্নে । দেব-ক্রোধে যেন আমরা না পড়ি  
না হন পদজ্ঞ পিতৃগণ যেন অগ্নি ;  
উঠিলেন সূর্য্য আবা পৃথিবী মাঝার ;—  
এক মহা অম্বরত্ব সর্বদেবতার । ২

কামনা আমার বহু, চারিদিকে ধায়,  
পুরাতন স্তব দীপ্ত যজ্ঞ কামনায় ;  
করিব সমিধানলে সত্যের উচ্চার ;  
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ৩

সমান বিরাজ অগ্নি—বেদিতে শয়ান  
বনেতেও অগ্নি ; স্বর্গে বৎসের সমান ;  
ক্রোড়েতেও আছে অগ্নি মাতা বসুধার ;  
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার (২) । ৪

জীর্ণ ওষধিতে সত্ত্বজাত ও তরুণে  
কে না উপলব্ধি পাবে করিতে আগুণে ?

(১) “অম্বরত্ব প্রাবল্যমিতি ।” সারণ । “দেবগণের মহৎ বল একই”  
রমেশ বাবু । The great divinity of the gods is one. Max  
Muller, অগ্নি অম্বরত্ব শব্দ অবিকল রাখিয়াছি ।

(২) এই শব্দের সোম পক্ষে এক অর্থ আছে ।

প্রসবে অজাত গর্ভা ফল কত আর ;—

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার (১) । ৫

করেন দ্বিমাতা (২) সূর্য্য পশ্চিমে শয়ন ;

বৎস বৎ পূর্বে তাঁর কিবা বিচরণ !

মিত্র বক্রণের এই কার্য্য অনিবার ।

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৬

যজ্ঞের সম্রাট্, হোতা, দ্বিমাতা অনল ;

স্বর্গে সূর্য্য, ভূমে মূল-কারণ কেবল ;

স্তোতা রম্য বাক্যে স্তুতি করিতেছে তাঁর ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৭

যোদ্ধাশূর কাছে সৈন্ত যথা প্রতিহত ।

অগ্নির সম্মুখে তথা ভূতজাত যত ;

অগ্নিস্থিতা দীপ্তি করে জলের সংহার ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৮

আছেন পালক দূত ওষধি ভিতর ;

শোভেন সূর্য্যের সহ ছাপৃথ্বী অন্তর ;

নানারূপে আমাদের প্রতি দয়া তাঁর ;—

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৯

(১) এই শব্দের সূর্য্যার্থেও এক ব্যাখ্যা আছে।

(২) দ্যাৱা ও পৃথিবী দুই মাতা বাহ্যার ।

প্রিয় ও অমৃত তেজ করিয়া ধারণ,  
গোপা বিষ্ণু পরস্থান করেন রক্ষণ ;  
বিশ্ব চরাচর জ্ঞাত অগ্নি দেবতার ;  
এক মহা অম্বরত্ব সৰ্ব দেবতার । ১০

সুগ্ম অহোরাত্রি ধরে বপু নানারূপ ;  
শুক্লা শ্রামবর্ণা ছই ভগিনী স্বরূপ ;  
রুচির একের বর্ণ অগ্না কৃষ্ণা আর ;—  
এক মহা অম্বরত্ব সৰ্ব দেবতার । ১১

মাতা ও ছহিতা যত্র উভে পরস্পরে  
রসদানে ধেমুবৎ সঙ্গত অন্তরে (১) ;  
তত্র জ্বাৰা পৃথিবীকে প্রার্থনা আমার ;  
এক মহা অম্বরত্ব সৰ্ব দেবতার । ১২

পৃথিবীর বৎসানলে করিয়া লেহন  
ধেমুরূপা ছ্যাদেবতা করেন গর্জন ;  
কোথা হতে পান তিনি মেঘ পুনর্কার ?  
সূর্য্য হইতে পান পৃথ্বী সলিল আবার ;—  
এক মহা অম্বরত্ব সৰ্ব দেবতার । ১৩

নানারূপ পরিধান করেন ধরণী ;  
 লেহন করেন ত্র্যবি (১) উর্দ্ধগতা তিনি ;  
 স্তব করিতেছি জেনে সেই সূর্যাগার ;  
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার ১৪

পদদ্বয়বৎ দৃষ্ট দ্বাপৃথ্বী-অস্তর  
 দিবা রাত্রি, ব্যক্ত একে অব্যক্ত অপর ;  
 যাদের মিলন পথ আয়ত্ত সবার ;  
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৫

শিশু-শূত্র। রূপপূর্ণা শয়ানা ক্ষীরদা,  
 যুবতী নীরদমালা নবীনা সর্বদা ;  
 বিধূনিত হ'ক সেই ধেমু সমাহার ;  
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৬

এক দিকে হয় মহা ইন্দ্রের গর্জন,  
 অত্র দিকে হয় তাঁর প্রভূত বর্ষণ ;  
 তিনি জলবর্ষী রাজা পাত্র প্রার্থনার ;  
 এক মহা অমুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৭

ইন্দ্রের অশ্বের কথা করিব বর্ণন,  
 জানেন দেবতা সবে সূন্দর কেমন ; \*

(১) ত্র্যবি দেড়বৎসব বয়স্ক বৎস । এ স্থলে তরুণ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে ।



যট পঞ্চ পঞ্চভাবে (১) যুক্ত রথে তাঁর ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ১৮

দ্বষ্টা বহুরূপধারী দেবতা সবিভা,

প্রজার পালক বহু প্রজা জনহিতা ;

এ বিশ্ব ভুবন সব সৃজন তাঁহার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ১৯

মহতী সঙ্গতা উভে, ইন্দ্রেতেজ্ঞে ব্যাপ্তা

দ্যুপৃথীকে করিলেন খগ পশু যুক্তা ;

বসুলাভ হয় শুনি বীরছে তাঁহার,

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার ॥ ২০

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ কাছে খাতা ইন্দ্ররাজ

হিতকারী মিত্রবৎ আছেন বিরাজ ;

গৃহে থাকে, অগ্রে চলে মরুদগণ তাঁর,

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ২১

তোমা হ'তে সিদ্ধি পায় ওষধি সকল

তোমা হ'তে ইন্দ্র হয় বহির্গত জল ;

ধরিদ্রী ধরেন ধন নিমিত্ত তোমার ;

ভাগ যেন পাই সখা আমরা তাহার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ২২

(১) এখানে ইন্দ্র কালান্তরক । হয় বা পাঁচ অথ বড় বড় বা পঞ্চ বহু ।

৬২ সূক্ত ।

১—৩ ইন্দ্রাবরুণ ; ৪—৬ বৃহস্পতি ; ৭—৯ পুষা ;  
১০—১২ সবিতা ; ১৩—১৫ সোম ; ১৬—১৮  
মিত্র ও বরুণ ।

বিশ্বামিত্র ঋষি । কেবল শেষ তিনিটী ঋকের,  
কাহার কাহার মতে, জমদগ্নি ঋষি ।

না পারে হিংসিতে যেন হে ইন্দ্রবরুণ,  
ভ্রাম্য মান্ত প্রজাগণে অরাতিতরুণ ;  
কোথা হেন বশ ইন্দ্র বরুণ সম্ভবে,  
যাহাতে করিলে বশ অগ্নে আমা সবে ? ১  
ধন লাভাশায় এই খ্যাত যজ্ঞমান  
আশ্রয়ার্থে তোমাদিগে করেন আহ্বান ;  
ভ্যালোক ভুলোক আর সহ মরুদগণ,  
আমাদের আবাহন করহ শ্রবণ । ২

ইন্দ্রবরুণ ! হউক আমাদের ধন ;—  
সর্বকর্ম্মকম ধন হ'ক মরুদগণ !  
বরগীয়া দেবী সবে শরণপ্রদানে,  
পালুন ভারতী হোত্রা দক্ষিণার দানে । ৩  
বৃহস্পতে ! সর্বদেবগণ-হিতকর \*  
হব্য লও, যজ্ঞমানে রত্ন দান কর । ৪

শুদ্ধাত্মা সে দেবে কর স্তব নমস্কার ;  
 অনম্য ওজের জন্ত প্রার্থনা আমার ; ৫  
 মানবের ইষ্টদাতা, অদাত্য বরেন্দ্র,  
 বিশ্বরূপ বৃহস্পতি সবে প্রণম্য । ৬  
 এ নব স্তবের স্তব তোমারি পুষ্প !  
 তোমার জন্তে তাহা করি উচ্চারণ । ৭  
 যোষা কাছে যথা আসে বধু প্রিয়জন  
 এ হ্লাদিনী স্তুতি দেব শুনহ তেমন । ৮  
 করেন দর্শন যিনি এ বিশ্ব ভুবন,  
 আমাদের সে পূজা করুন পাল ৯  
 সেই বরণীয় তেজ সবিতৃ দেবের  
 ধ্যান করি, দেন যিনি বুদ্ধি আমাদের (১) ।

(১) এই একটি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। গুরু যজুর্বেদ ও সামবেদেও ইহা আছে। এই শব্দের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

“যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।” রমেশচন্দ্র দত্ত।

“আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি বাহার লভ্যাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই”। সত্যব্রত সামশ্রমী।

“সবিতৃদেবের বরণীয় তেজঃ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।” বাক্সিম চট্টোপাধ্যায়।

আত্মিক বুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। বুদ্ধি শব্দ হলে ধী পাঠ করিলেও কতি নাই।

অন্ন বাসনায় দেব ভগ সবিতাস

স্তব করি, যাচঞা করি, ধনের আশায় । ১১

ধীমান মেধাবিগগ কৰ্ম্ম-নেতা য়ারা

পূজেন যজ্ঞেতে স্তোত্রে সবিতায় তাঁরা । ১২

সংস্কৃত দেবতা জগৎ ঋতের যোনিতে,

পথবিৎ সোমরস আসিতে আসিতে ;—

আমাদিগে দ্বিপদে ও জীবে চতুষ্পদে

প্রদান করুন অন্ন স্বাস্থ্যস্থপ্রদে । ১৩।১৪

আমাদিগে আয়ু দিবে, শত্রু করি কর,

আসীন হউন সোম শোভি যজ্ঞালয়ে । ১৫

সূক্রতু বরুণ মিত্র ! গোষ্ঠপূর্ণ ঘৃতে,

গৃহ পরিপূর্ণ কর মধুর রসেতে । ১৬

শুচিব্রত ! বহুস্তূত বৃদ্ধোপাসনায় !

শোভমান হও স্তবে মাহাত্ম্যপ্রভায় । ১৭

জমদগ্নিস্তুত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে,

যজ্ঞ শুভ কর উভে সোম রস পিয়ে । ১৮

## চতুর্থ মণ্ডল ।

## ৩০ সূক্ত ।

১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্র । ৯—১১ ইন্দ্র ও উষা ।

বামদেব ঋষি ।

হে বৃজ্রহা ইন্দ্র ! কেবা শ্রেষ্ঠতর ;—

কার খ্যাতি এত তোমার মত ? (১)

চক্রবৎ এই প্রকৃতি নিকর

তবাম্বুসরণে সকলে রত ;

তুমিই মহান্ তুমিই খ্যাত । ২

তব বল লভি দেবগণ সবে

যুকিল, বধিলে তুমি দিবানক্ত ; ৩

সবদ্বু কুৎসকে সে ঘোর আহবে

দিলে সূর্য্য-চক্র করিয়া হত । ৪

যে রণে একাকী দেববৈরীগণে,

হিংসক দিগকে করিলে হত ; ৫

নরহিতে হিংসি সহস্র কিরণে

রঞ্জিলে এতর্শে শচীরঞ্জিত (১) । ৬

(১) শচী—বৃদ্ধকর্ম (সারণ)

বুঝিলে তৎপরে কিবা ঘোরতর  
বধিলে দিবায় দহুতনয়ে ; ৭

করিলে এমন প্রথর সমর  
অর্গের ছহিতা মরিল ভয়ে (১) । ৮

উষা পূজনীয়া অর্গের ছহিতা  
পিষিতা তাঁহারে করিলে তুম ; ৯

ভগ্নরথা উষা অতিশয় ভীতা,  
নামিয়া আসিলা তখন ভূমি । ১০

শকট তাঁহার বিপাশে পড়িল  
চূর্ণীকৃত—তিনি সূদূরে প্তিত । ১১

সিদ্ধকে ধরায় সম্পূর্ণ-সলিল  
প্রজ্জায় করিলে তুমি স্থাপিত । ১২

শুষ্কপুরী সব করিয়া পিষিত  
করিলে তাহার ধন লুণ্ঠন ; ১৩

দাস কোলিতরে (২) গিরিপরিস্থিত,  
শব্দে করিলে অবহনন । ১৪

(১) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রের উদয়ে উষার বিনাশ হয় ইহাই বোধ হয় এই  
শব্দের অর্থ ।

(২) কুলিতরের অপত্য শব্দে । •

পঞ্চশত আর সহস্রানুচর  
 ছিল দাস বর্জি-চতুরদিকে  
 শঙ্কু যথা করে বেষ্টন চকর,  
 বধিলে হে ইন্দ্র ! তুমি তাদিগে । ১৫

শতক্রতু ইন্দ্র অগুর সন্ততি  
 পরাবৃন্তে স্তোত্রে করিলা ভাগী ? ১৬

অশ্বাত যহ তুর্কশে শচীপতি  
 করিলেন অভিসেকোপযোগী । ১৭

তুমি অবিলম্বে সরযুর পারে  
 আৰ্য্য অর্ণ চিত্ররথে বধিলে (১) । ১৮

অন্ধ, পশু—বহু তাজেছে যাহারে,  
 ( তুমি তাহাদিগে স্নেহে রাখিলে । ১৯

পাষাণের শত সংখ্যক নগর  
 দিবোদাসে ইন্দ্র করিলে দান ; ২০

দভীতির জন্ত ত্রিশসংস্কার  
 দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্ । ২১

(১) আৰ্য্যগণ ক্রমে সরযুতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । কেবল আৰ্য্যানার্য্যেই যুদ্ধ হইত এমন নহে । আর্য্যে আর্য্যে ও যুদ্ধের উল্লেখ এই ব্লকে পাওয়া যায় । সরযুর অপর পারে আৰ্য্য অর্ণ ও চিত্ররথের বধের উল্লেখ এই ব্লকে পাওয়া গেল ।

এ সমস্তে ইন্দ্র করেছ বিচ্যুত  
গোপালক তুমি সম সকলে ; ২২

তব বল ইন্দ্র সামর্থ্য সংযুত  
কে পারে হিংসিতে তোমার বলে ? ২৩

প্রদান করুন অর্য্যমা তোমায়  
মনোহর ধন, শক্রনাশক !

পুৰা ভগ দেব করুণতী আর  
দিউন সে ধন মনোহারক । ২৪

## ৪০ সূক্ত ।

১—৪ দধিক্রা (১) ৫ ইন্দ্র ।

বামদেন্নে ঋষি ।

করিব আমরা স্তুতি বারম্বার

দেবতা দধিক্রাবার ।

উষাগণ সবে প্রেরণ আমাকে

করুন কর্মেতে তাঁর ॥

(১) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা ।" সায়ণ ।

"Dadhikra or Dadhikravan...The sun under the type of a horse." Wilson.



জল, অগ্নি, উষা, স্বর্ষা, বৃহস্পতি  
জিষ্ণু দেব আঞ্জিরস ।

এ সব দেবের করিব স্তবন  
গাইব তাঁদের যশ ॥ ১

বসি দধিক্রাবা দেব গতিশীল,  
পোষক, গাভীপ্রেয়ক ।

সুরম্য উষায় অন্ন বাসনায়  
লইয়া পরিচারক ॥

তিনি শীঘ্রগামী সত্য, বেগগামী  
চাক্র লক্ষ্যগামী কিবা ।

অন্ন, বল, স্বর্গ করণ প্রদান  
সবে দেব দধিক্রাবা ॥ ২

বিহঙ্গ যেমন বিহঙ্গ পশ্চাদে  
করয়ে অনুগমন ।

সে রূপে সকলে করে দ্রুতগতি  
দধিক্রাবানুসরণ ॥

শোন পক্ষীবৎ অতি দ্রুতগামী  
দধিক্রাবা জ্ঞাপকর ।

তাঁর বক্ষ চতুর্দিকে আর সবে  
করে গতি একান্তর ॥ ৩

ঐবাদেরে বন্ধ বন্ধ মুখে কক্ষে  
সেই অর্থ কি সুন্দর ।

দ্রুতপাদক্ষেপ                      করিয়া বিস্তার  
 আসিছেন কি সঙ্ঘর ॥  
 যজ্ঞ অভিমুখে                      সমধিক বেগে  
 আগমন দধিক্রার ।  
 সর্পবৎ বক্র                      পথ অনুসারে  
 সর্বদা গমন তাঁর ॥ ৪  
 আকাশেতে হংস                      অন্তরীক্ষে বনু  
 ঋত বেদিস্থলে হোতা ।  
 গৃহেতে অতিথি                      নৃসঙ্গে বসতি  
 তিনি বরেণ্য দেবতা ॥  
 যজ্ঞস্থলে আস                      ব্যোমেতে নিবাস  
 জলে ও কিরণে জাত ।  
 ঋতেতে উদ্ভব                      অদ্রিতে সম্ভব  
 তিনিই কেবল সত্য (১) ॥ ৫

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক । গুরু যজুর্বেদে ও দুই স্থানে এই ঋকটি আছে । ঐ বেদের টীকাকার মহীধর বলেন যে এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন, ঋকের কুত্রাপি পরব্রহ্মের কথার উল্লেখ নাই । তবে ঋত যে সর্বত্র বিদ্যমান সেই কথা বলা এই ঋকের উদ্দেশ্য ইহাষ্টে সন্দেহ নাই । সুতরাং ঋত শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে ।

“ঋতন্ত সত্যাত্তাবশ্চাভাবিনঃ কর্ণকলন্ত ।” সারণ ।

“ঋতমিত্যুদক নাম সত্যং বা” বাস্ক ।

“Max Mullar বিবেচনা করেন সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রাদির নির্দিষ্ট গতিকে প্রথমে “ঋত” কহিত । পরে সেই গতি দ্বারা নির্দ্বারিত যজ্ঞকে ঋত বলিত । অবশেষে ঋত শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়ম বী ধর্ম হইল ।”

বেদসংহিতা।

৫৭ সূক্ত।

১—৩ ক্ষেত্রপতি (১)। ৪ শুন। ৫, ৮ শুনাসীর।

৬, ৭ সীতা। বামদেব ঋষি।

সহ ক্ষেত্রপতি অতি হিতকর,  
করিব আমরা ক্ষেত্রের জয় ;  
পুৰিবেন তিনি গো-অশ্ব নিকর,  
দেন তিনি হেন সুখ নিচয়। ১

ধেহু দেয় পয় যথা ক্ষেত্রপতি,  
মধুময় পুত মাধুরীময় ;  
দেও দ্ব্যতুল্য প্রভূত তেমতি  
পয় পতিগণ ! হরে সদয়। ২

মধুময় হ'ক ওষধি নিচয়,  
মধুময় জল আকাশান্তর,  
হউন ক্ষেত্রের পতি মধুময়,  
চরি পাছে তাঁর নিক্সিগ্নাস্তর। ৩

(১) ব্রহ্মং ক্ষেত্রপতিং ব্রাহ্মঃ কেচিদগ্নি মথা পরে।

অতঃ প্রত্যং বা কশ্চিং ক্ষেত্রপতিং ব্রহ্মচ্যতে ॥ সারণ।

গৃহ নৃত্তে লিখিত আছে যে, লাক্স দিয়া চাষ করিবার পূর্বে এই নৃত্তের  
প্রত্যেক ঋক পাঠ করা কর্তব্য।

বলীবর্দ স্তুথে, স্তুথে আর নর,  
লাজল করুক স্তুথে কর্ষণ ;  
বদ্ধ হ'ক স্তুথে প্রগ্রহ নিকর,  
প্রতোদ করহ স্তুথে প্রেরণ । ৪

শুন সীর ! (১) জল স্রবিলে আকাশে,  
আমাদের স্তব কর সেবন ;  
তোমরা উভয়ে দয়ার প্রকাশে  
সেই জলে কর ধরা সিঞ্চন । ৫

হে সীতে স্তুভগে হও অভিমুখী ;  
তোমায় আমরা বন্দনা করি ;  
কর আমাদিগে ধনদানে স্তুখী ;  
স্তুখী কর আর ফল বিতরি । ৬

করুন সীতাকে ইন্দ্র নিগ্রহণ ;  
পুষাও করুন তাঁকে চাঁগিতা ।  
বৎসরে বৎসরে শস্যের দোহন  
পন্নস্বতী হয়ে করুন সীতা (২) । ৭

(১) শৌনকের মতে শুন দ্বাদ্বেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র এবং সীর বায়ু । বাঁক বলেন শুন বায়ু, সীর আদিত্য । সীর শব্দের আদি অর্থ লাজল “সীরাদি হলানি” মহীধর ( গুরুবজ্রবর্ধ ১২ । ৬৩ ) রমেশ বাবু ইঙ্গিত করেন শুনসীর কৃষি কার্যের উপকরণস্বরূপ ।

(২) “সীতা লাজল পদ্ধতি” মহীধর । সীতা অর্থে লাজল দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা ।

কালে স্থখে হ'ক ভূমির কর্ণণ,  
কৌনাশ, বলদ স্থখে চলুক ।  
মেঘ পয়ামৃত করুন সিঞ্চন,  
শুনসীর ! দাও মোদিগে স্থখ । ৮

পঞ্চম মণ্ডল ।

২৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির পুত্র ছ্যাম্ন ঋষি ।

শক্রজয়ী পুত্র ছ্যাম্নে কর অগ্নে দান,  
পরাক্রমে যে তনয় করি পরাজয়,  
সমরে সকল লোকে বলে তেজীয়ান  
উপার্জন করিবেক গৌরব অক্ষয় । ১

ওহে পরাক্রান্ত অগ্নে, অদ্বুত গোদাতা,  
সত্যের স্বরূপ দেব তুমি অন্ন দাতা,  
সৈন্ত পরাজয়ে শক্র আমারে এমন  
প্রদান করহ অগ্নে একটি নন্দন । (১) ২

(১) এই সূক্তে ঋষি একটি সৈন্ত বিজয়ী পুত্র চাহিতেছেন । ঋষিরা সংসারী ছিলেন । এই সূক্তের দ্বারা বুঝা যায় ঋত্বিক অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায় একটি বিভিন্ন জাতি হয় নাই এবং বোদ্ধ সম্প্রদায়ও একটি ভিন্ন জাতি হয় নাই । এ সময়েও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই স্বতন্ত্র জাতি নহে ।

ঋষিক সকলে করি কুশের ছেদন,  
সমবেত হ'য়ে করে তোমা আকিঞ্চন ;  
তুমি প্রিয় তুমি হোতা যজ্ঞের শালায় ;—  
যাচে নানাবিধ ধন তাঁহারা তোমায়। ৩

সেই লোকশ্রুত ঋষি বিশ্বের আশ্রয় ;  
শক্রঘাতী বল তাতে হ'ক উপচয়,  
দীপ্তি দাও আমাদের গৃহে দেব অগ্নে,  
গৃহগুলি পূর্ণ হ'ক সে প্রচুর ধনে ;  
প্রজলিত হও অগ্নে জলদ আগুনে ! ৪

২৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা ।

আত্রেয়ী বিশ্ববারা নাম্নী ঋষি (১) ।

আকাশে সমিকানন                      কি সুন্দর সমুজ্জল  
উষার প্রকাশে শোভে মহতী প্রভাৱ ।  
পূর্বমুখী বিশ্ববারা                      দেবগণে স্তুতি দ্বারা  
তুষিতে আগতা করে হব্যপাত্র ভাৱ ॥ ১

---

(১) এই যজ্ঞের ঋষি জনৈক। অত্রি গোত্রীয় বিশ্ববারা নাম্নী সেই ঋষি।  
ঋষিদের মন্ত্র রচনা বা সকলন করা ত্রীলোকের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না।  
এই সূক্ত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে বিশ্ববারা ঋষি বাস্পত্য সৎক হৃদয়  
করিনার জন্ত ওর ঋকে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

হইয়া সমিধ্যমান অমৃত কর বিধান  
 হব্যদাতৃ কল্যাণার্থ হও উপস্থিত ।  
 থাক অগ্নে কাছে যার কি ধন নাহিক তার  
 করে সে সম্মুখে তব আতিথ্য স্থাপিত । ২

মহা সৌভাগ্যের জন্তে শত্রুগণ দম অগ্নে  
 হউক তোমার দীপ্তি আরো সমুজ্জল ।  
 দাম্পত্য সম্বন্ধানল কর দেব স্নান  
 নিজবলে প্রতিহত কর শত্রুবল ॥ ৩

যখন সমিদ্ধ হও যদা পূর্ণদীপ্তি রও  
 তব শ্রীর করি আমি তখন স্তবন ।  
 ছান্নবী হইরে তবে পূর্ণ কাম করি সবে  
 যথা যোগ্যভাবে কর যজ্ঞ স্নশোভন । ৪

সমিদ্ধ আহুত অগ্নে ! পূজ দেবগণে ।  
 তুমি হব্যদাতা দেব পূজ তে কারণে ॥ ৫  
 করহ অগ্নিতে হোম আরক যজ্ঞেতে ।  
 সেবা কর, বর তাঁকে হব্য বহনেতে (১) ॥ ৬

---

(১) এই একটি ঋষিকবিগকে সন্মোদন করিয়া বলা হইয়াছে ।

## ৬২ সূক্ত (১) ।

১—৪ এবং ১১—১৬ মরুদগণ দেবতা ।

অশ্রান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে ।

শ্রাবাস্থ ঋষি ।

একে একে কে তোমরা শ্রেষ্ঠ নেতাগণ !

দূর হ'তে হেথায় করিলে আগমন ? ১

(১) “সায়নাচার্য্য বলেন একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবাংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্রাবাস্থের সহিত তাহার বিবাহ দিবস নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সন্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কস্তারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্রাবাস্থ ঋষি নহেন; তরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ার রাজা শ্রাবাস্থের সহিত নিজ কস্তার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্রাবাস্থ রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিয়া তিষ্কার্ধ্য পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরস্তের মহিষী শশীরসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীরসী শ্রাবাস্থকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথি সংকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীরসী তাঁহাকে গোবৃথ আভরণ প্রদান করিলে তরস্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অমুজ পুত্রসমীপে নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রাবাস্থ গমন কালে পথিমধ্যে মরুদগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সভর চিন্তে কৃতান্তলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদগণ ভূষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদের প্রসাধে তিনি স্তবজ্ঞাপ্ত হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্রাবাস্থের সহিত রাজকুমারীর



তোমাদের অশ্ব কোথা ? বলগা কোথায় ?

কিবা শক্তি ? কিরূপে বা চলিতেছ হার ?

পৃষ্ঠে আস্তরণ নাকে রজ্জু দেখা যায় । ২

হইতেছে কশাঘাত অশ্বের জঘনে ;

বিবৃত করিছে উরুস্থ যন্তুগণে,

করে যথা নারীগণে পুত্র উৎপাদনে । ৩

মর্ত্য হিতকারী ভদ্রজন্মা বীরগণ !

অগ্নি তপ্তবৎ দৃষ্ট হতেছ কেমন ! ৪

শ্রাবাশ্বের স্তন্য সেই তরুণ রাজার

বাধিলেন যিনি স্বীয় ভূজের লতার ;

সে মহিবী শশিসী দিলেন আমার্জ

গো অশ্ব ও শত মেঘ পশু সমুদায় ; ৫

দেবতার না পূজে, না করে বিতরণ,

এহেন পুরুষ চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি হন । ৬

বুঝেন ব্যাধিত-ব্যাধা, তৃষিতাকিঞ্চন,

বিবাহ দিলেন । পুরুষীহ, তরুণ, শশীমসী, যথাবীতি ও মনুষ্যগণ তুষ্ট হইয়া  
শ্রাবাশ্বকে বাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই স্তোত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ।

এইরূপ বৈদিক আখ্যানসমূহ হইতে উপলব্ধি হয় যে তৎকালে ঋষি ও  
কহিকগণের সহিত রাজকল্যাণের বিবাহে কোন বাধা ছিল না । ঋষি ও  
কহিকগণের একটি জির জাতি “(অর্থাৎ caste) সঙ্গঠিত হয় নাই ।”  
কনেশ বাবুর টীকা ।

ধনার্থীরে দেন ধন দেবতার মন ! ৭  
 তাঁহার পতির গুণ স্তবের অতীত ;  
 সকল সময়ে যার দান এক মত । ৮  
 এ শ্রাবাশ্বে যে যুবতী পথ প্রদর্শন  
 কবিগাহিলেন হয়ে হরষিত মন !—  
 তাঁর দন্ত লাল ছই অশ্ব নিল মোরে  
 দীর্ঘযশা বিজ্ঞ পুরুষীষ রাজদ্বারে । ৯  
 দিলেন সে বিদদশ্বি মোরে ধেনু শত  
 আর বহুমূল্য ধন তরস্তের মত । ১০  
 শুনিছেন মরুদগণ সোমপানে রত  
 আসি বেগামী অশ্বে স্তব করি যত । ১১  
 স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত যাদের প্রভায়  
 শোভেন রথেতে যারা নৃষ্য সম ভায় ; ১২  
 নিত্য সে মরুদগণ তরুণ উজ্জল ;  
 রথাক্রুত, অনিন্দ্য রূপেতে সমুজ্জল,  
 দুর্দম তাঁদের গতি শোভন কেবল । ১৩  
 যাহাদের ভয়ে শত্রু হয় কম্পবান,  
 নিম্পাপ করেন যারা জলের বিধান।  
 যেখানে সে মরুদগণ হন উল্লাসিত,  
 কে জানে সে স্থান আছে কোথা অবস্থিত ? ১৪  
 স্তবপ্রিয় তোমাদিগে এহেন স্তবন \*  
 যে করে তাঁহারে কর স্বর্গতে বহন !

করিলে যজ্ঞেতে তোমাদের আবাহন  
 সে আহ্বান তোমাদের পরশে শ্রবণ । ১৫  
 শক্রঘাতী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, পূজনীয় !  
 দাও আমাদের তবে ধন বাঞ্ছনীয় । ১৬  
 হে রাত্রি ! আমার স্তব করহ বহন  
 দার্ত রথবীতি কাছে ; বহুশেষে যেমন  
 রথী, তথা বহু মম এসব বচন । ১৭  
 সোম যজ্ঞ শেষ হ'লে হইরা আমার  
 বলিবে রথবীতিকে এই সমাচার !—  
 হয় নাই হীন কিছু মম কামনার ! ১৮  
 গোমতীর তীরে (১) ধনবান্ রথবীতি  
 পর্ব্বতের প্রান্তে গৃহে করেন বসতি । ১৯

### ৮৫ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । অত্রি ঋষি ।

বিশ্রুত সম্রাট ধৃত্য                      গাও বরুণের জন্য  
 মহৎ গভীর ব্রহ্ম প্রিয় মনোহর ।  
 পশু হস্তা চন্দ্র যথা                      তিনি গৃধ্রবীকে তথা  
 করেন বিস্তৃত হৃদ্য নিমিত্তে সুন্দর ॥ ১  
 বিস্তৃতান্তরীক্ষ বনে,                      বাজদন্ত (২) বাজিগণে,  
 দেখুতে সঞ্চিত পয় কুপায় বাহার ।

---

(১) রমেশ বাবু অনুভব করেন এই গোমতী অযোধ্যা প্রদেশস্থ গোমতী  
 নদী এবং ঐ পর্ব্বত প্রান্ত হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্ত । (২) বাজ—বল ।

হৃদয়ে ত্রু (১) জলে' নল,                      দিবে স্বর্ঘ্য সমুজ্জল,  
 পর্বতেতে সোমলতা সৃজন তাঁহার ॥ ২  
 রোদসী (২) অন্তর (৩) জন্ত,              করিলেন মেঘনিম্ন  
 ছিদ্রযুক্ত, তাহাতেই আজ ধরাতল ।  
 যব শস্ত্রে বৃষ্টি ষথা,                      ভূমি সিক্ত করি তথা  
 সমস্ত ভুবন রাজ্য করেন শীতল ॥ ৩  
 বৃষ্টিরূপ হৃদয় যদা                      হুহিলে হইল তদা,  
 জলে পৃথ্বী স্বর্গ অন্তরীক্ষাভিসিঞ্চন ।  
 ভূধর শিখরচয়,                      ঘনঘটা শোভাময়,  
 স্নগ্ধ করিলেক মেঘে বীর মরুদাগ ॥ ৪  
 অসুর বরুণ মায়া,                      অতি মহীয়সী বাহা  
 আমি তাহা করিতেছি ঘোষিত জগতে ।  
 অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়ে,                      স্বর্ঘ্যমানসে দিবে  
 পৃথিবীর পরিমাণ কৃত বাহা হ'তে ॥ ৫  
 কবিতম দেব-মায়া,                      কেহ নাহি পারে বাহা  
 খণ্ডন করিতে ; তাঁর প্রভাব বশতঃ  
 শুভ্রা বারি প্রবাহিনী,                      নদীগণ সঞ্চারিণী  
 একটি সমুদ্র নারে করিতে পূরিত (৪) ॥ ৬

(১) ক্রতু—সংকল্প। (২) রোদসী—দ্যাবা পৃথিবী (৩) অন্তর-অন্তরীক।  
(৪) “সারণ বলেন পূর্বোক্ত কার্য সকল বরণের নহে, ইহা ঈশ্বরের  
কার্য, বরণ বা অন্তান্ত রূপধারী ঈশ্বরের কার্য। সারণ বোধ হয় পুরাণের

যদি কদাচিৎ দাতা,                      মিত্র বা বরুণ ভ্রাতা  
 প্রতিবেশী অথবা মূকের প্রতি কভু  
 করে থাকি অপরাধ                      শ্লথ করি পাপবীধ  
 মুক্ত কর আমাদিগে হে বরুণ প্রভু । ৭  
 পাশ ক্রীড়কের ভ্রাত,                      জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হায়  
 করে থাকি যদি কোন পাপ প্রবঞ্চনা ।  
 শ্লথ বন্ধ হতে যথা,                      তাহা হতে মুক্ত তথা  
 কর, তব প্রিয় হয়ে পুবাই বাসনা । ৮

ষষ্ঠ মণ্ডল ।

৪৬ সূক্ত ।

৫। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি ।

স্তোতা মোরা সবে অন্নের কারণ

করিতেছি, ইন্দ্র ! তোমা আবাহন ;

কথা ভাবিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া ঋষেদের ঋষিগণ বরুণ ইন্দ্রাদি দেবের অনুভব করেন, পরে সেই কার্য্য পরম্পরার ঐক্য সম্বন্ধ দেখিয়া এক ঈশ্বরের অনুভব তাঁহাদের হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্য্যাদিরা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করেন ( ৫ম ঋক ) তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন অথচ সে মহাসমুদ্র কখন পরিপূর্ণ হয় না ( ৩ষ্ঠ ঋক ) তিনি সমুদ্রের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ থগুন করেন ( ৭ম ও ৮ম ঋক ) এই সকল চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতিপরায়ণ ঋষি এক ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন, বরুণ ভিন্ন, ঈশ্বর বরুণের রূপ ধরেন, এ সকল পৌরাণিক কল্পনা, ঋষেদের চিন্তা নহে।" রমেশ বাবুর টীকা।

তুমি রক্ষা কর বন্ত সাধুগণে,  
শত্রুজয়ে তোমা ডাকে তে কারণে,  
আখ্যরণে অরি করিতে নিধন । ১

চিত্র বজ্র হস্ত ! বিজয়ী যে রণে  
অন্নদান তাঁরে করহ যেমনে,—  
আমাদের স্তবে হইয়ে প্রসন্ন  
গাভী রথ অশ্ব বহনের জন্য,—  
দাও শত্রুহস্তা মঘবা ! তেমনে । ২

শত্রুহা যে ইন্দ্র সর্বতো দর্শন,  
আমরা ঈহাকে করি আবাহন ;—  
হে সহস্রমুখ (১) বহুধন পতে !  
আমাদিগে সৎপতে ! সমরেতে,  
কর ইন্দ্র দেব ঋদ্ধি বিতরণ ॥ ৩

যথা-উক্ত ঋকে সেইরূপ ধর,  
মহাক্রোধে রণে শত্রুবল হর ;  
বাহাতে আমরা ভাস্করে ও জলে  
দেখিবারে পাই সন্তান সকলে,—  
আমাদিগে রণে হেন রক্ষা কর । ৪

---

(১) “ হে সহস্রমুখ সহস্রশেফ বাঃ কাক্ষ্মিরং সন্তব্রিহ্নঃ ভোগ  
লোলুপভরা স্বশরীরে পর্কপি পার্কপি শেকান্ সনজোতি কোবীতকিত্তি রাস্বাতঃ  
ভদ্রভিঞ্জায়েনেদং সংবোধনং । ” সায়ণ । ”

কিবা বজ্রপাণি অভূত তোমার !  
 কি সুন্দর শিশু, কেমন আকার !  
 অতি গুণ্ডিকর, শ্রেষ্ঠ, ওজস্বর  
 যে অগ্নে পালিত পৃথিবী ও স্বর্গ ;  
 আন সেই অগ্নি বলের আধার । ৫

তুমি শত্রুজয়ী, বলিষ্ঠ দেবতা,  
 তুমি দীপ্তিমান, তুমি রক্ষাকর্তা ;  
 অধিল পিকনে (১) করহ ব্যথিত  
 লিখিল অমিত্রে করহ সৃজিত ; —  
 ডাকি তাই তোমা ইন্দ্র গৃহদাতা । ৬

যে বল যে ধন আছে মানবেতে,  
 আছে যে অগ্নি বা পঞ্চকৃতিতে, ( ২ )  
 হে ইন্দ্র ! মহৎ বল সহকারে  
 দাও সে সকল আমা স্বাকারে,  
 প্রীত হ'য়ে দেব ! মোদের স্তুতিতে । ৭

শত্রুর সংহার বাহাতে সমরে  
 করিতে আমরা পারি অকাতরে,

(১) “ পিকমা পিলনানিরক্ষাংসি পিহিতং অব্যক্তং শত্রুরন্ত ইতি । ”  
 সায়ণ ।

(২) পঞ্চকৃতি মন্ত্ৰে ১৫ মণ্ডল ৭ সূক্তের টীকা দেখ ।

তাই তৃক্ষু, দ্রুহ পুরুষ সমস্ত  
বল আমাদিগে দাও বজ্রহস্ত !  
ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ইন্দ্র ! দয়া ক'রে । ৮

হে ইন্দ্র ! করহ শরণ প্রদান  
স্বস্তিমচ্ছাদক, ত্রিধাতু নির্মাণ ;—  
ত্রিবন্ধন যাহা,— হব্যধন জনে,  
আমাকেও দাও ! দয়া বিতরণে ;  
দূর কর বৈরাগুধ দীপ্তিমান (১) । ৯

উৎপীড়ক করে ধুষ্টতা বশত,  
গোহরণ জন্ত শত্রুতার রত,—  
হে ইন্দ্র ! মঘবন্ তুষ্ট হইবে স্তবে,  
সে সকল শত্রু হতে আমা সবে  
রক্ষিতে নিকটে হও লমাগত । ১০

সমৃদ্ধি বিধানে অথ এইরণে  
অনুকূল হও দয়া বিতরণে ;  
দীপ্ত, পক্ষ যুক্ত শত্রু-শর বদা

(১) যুলে ত্রিধাতু ও ত্রিবন্ধন শব্দ আছে। সারণ ত্রিধাতু অর্থে  
ত্রিভুসিকাং করিয়াছেন এবং ত্রিবন্ধন অর্থে ত্রয়ানাম্ শীতাতপবর্ষাবরকং  
করিয়াছেন। কিন্তু রমেশ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। আমি একত্বে  
যুলের দুটি শব্দই রাখিয়া দিলাম।



উড়ে গড়ে তীক্ষ্ণ ভাবে, ইন্দ্র ! তদা  
রক্ষা কর তাঁকে যিনি নেতা রণে । ১১

তাজি প্রিয়তম পৈতৃক আলয়,  
শূরগণ নিজ দেহ যে সময়  
তাজিবারে যায় সময়-অঙ্গনে ;  
সমুত্ত মোদিগে রক্ষিও তখনে ;  
অজ্ঞাত কবচে, শত্রু করি ক্ষয় । ১২

কুটিল প্রদেশে যথা ধায় দ্রুত  
আমিষ ভোজনে শ্রোন পক্ষী কত ;  
সেইরূপ মহা সময়-সময়ে,  
অসমান মার্গে তুরঙ্গ নিচয়ে  
প্রেরণ করহ আমাদের যত । ১৩

সত্য বটে অশ্ব ভরে করে রব,  
তবু ধায় যথা ধায় নদ সব ;—  
আমিবার্থে যথা ধায় পক্ষিগণ  
ধেহু লাভে তথা করি আবর্তন  
কক্ষে বদ্ধ অশ্ব ধায় দ্রুতজব (১) ॥১৪

(১) বুদ্ধ সময়ে অশ্বের বেকরণ ব্যবহার হইত ১৩ ও ১৪ স্তকে তাহার  
বর্ণনা পাওয়া গাইতেছে ।

৬১

সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

যেই দেবী সরস্বতী করিলেন অবিরতি

দানকুণ্ড স্বার্থপর পণিকে (১) আহার।

পাইলেন ঋণচ্যুত দিবোদাসে বেগমুত

বধূস্ব নামক দাতা কুপায় তাঁহার।

সরস্বতি ! এই দান মহৎ তোমার ! ১

মৃণাল খনন করে সে যথা কর্দ্দম খোঁড়ে

খুড়িয়া ভাজেন এই দেবী সরস্বতী

প্রবল বেগ তরল কত শত গিরি শৃঙ্গে,

রক্ষার্থে আমরা তাঁর যজ্ঞে করি স্তুতি ;

উভকুল বিনাশিনী দেবী সরস্বতী । ২

দেব নিন্দগণে হত করিয়াছ, সর্বতত

(১) পণি: নামক অহুরেবা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীগণের অহুসন্ধানে দেব কুকুরী সরমাকে পাঠান হইয়াছিল ; সরমা অহুরগণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সকল অবগত হইয়া আসিয়া বলিয়াছিল। সাগর। কিন্তু মোক্ষমূলর বলেন সরমা উহার একটি নাম গাভী সূর্য্যারশ্মি ও পণি: অন্ধকার। উহার সহায়তার অন্ধকার-রুদ্ধ আলোকের পুনরুদ্ধারই দেবগণের গাভী হরণ ও উদ্ধার বৃত্তান্তের অন্তর্লীন প্রাকৃতিক ঘটনা। মোক্ষমূলর ইহাও বলেন যে, ট্রয় অবরোধও এই প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনামাত্র। তাহার মতে সরমা Helena, পণিস Paris, বৃসর Breeses ইত্যাদি।

মাদ্রাসাবী বৃসয়পুস্ত্রে (১) হতঃ সরস্বতি !

প্রদান করেছ তুমি

## মানব সকলে ডুমি

প্রদান করেছ আর বারি অন্নবতি ;

দয়া করি তাহাদিগে দেবী সরস্বতী ।

## করুন অন্তরে তৃপ্ত দেবী অন্তবর্তী

স্তোত্রগণে সদয়ে অবিজ্ঞী সরস্বতী । ৪

ইহু সম তব স্তব করে যেই জন ;

রক্ষ তা'রে ধন লোভে যুঝে সে যখন । ৫

হে অন্নশালিনি ! রণে করহ রক্ষণ ।

পুষাবৎ আমাদিগে দাও ভোগ্যধন । ৬

শত্রু সংহারিণী সেই ঘোরা সরস্বতী

শুন হিরণ্যরথ! আমাদের স্তুতি । ৭

যাঁর জলবায়ো বেগ অনন্তাহিংসিত :

মহারবে ধার্ম দীপ্তপ্রভ অব্যাহিত । ৮

(১) সাধারণের মতে বৃসর হুটার একটা নাম এবং তাহার দুই পুত্র বিখ্যাত ও বৃজ। বিখ্যাত নামে হুটার এক পুত্রের উল্লেখ গ্রন্থেই হানে বানে আছে; কিন্তু বৃজ নামে হুটার কোন পুত্রের উল্লেখ উহাতে পাওয়া যায় না। বৃসরসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাহা বলিয়াছেন, বাবু রমেশ চন্দ্র বসু ও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

আমুন সে দেবী যথা সূর্য্য আনে দিনে,  
শক্রগণ ধ্বংসিয়া আপন ভয়িগণে ! ৯

সুসেবিতা শ্রিয়্য সপ্ত স্বসা (১) সরস্বতী ;  
তাঁহাকে সতত যেন করি মোরা স্তুতি । ১০

পূর্ণ এ বিশাল পৃথ্বী স্বর্গ তেজে যার ;  
নিন্দকের হস্তে তিনি করুন উদ্ধার । ১১

পঞ্চশ্রেণী (২) হিঁতৈষিণী ত্রিলোকব্যাপিনী  
যুকে যুকে হ'ন হব্য্য সপ্তধাতু তিনি । ১২

মাহাত্ম্যে ও মাহিমায়                      যিনি সুপ্রসিদ্ধা হায়  
নদীগণ মধ্যে যিনি অতি বেগবতী ;  
যিনি হন রথ মত                      শ্রেষ্ঠগুণে অলঙ্কৃত -  
জানি স্তোতৃ স্তুত্যা তিনি দেবী সরস্বতী ! ১৩  
আমাদিকে সরস্বতি                      নেও দেবি বহু প্রতি ;  
করিওনা হীন ; বেশী জলে উৎপীড়িত ;  
আমাদের সখ্য গৃহ                      সেবা করি হেথা রহ  
অপকৃষ্ট স্থানে যেন না হই প্রেরিত । ১৪

(১) সপ্তনদী ।

(২) "Five tribes" সরস্বতী তীরস্থ পঞ্চ শ্রেণীর সমুদায় । ১ মণ্ডলের  
। স্তোত্রের চীকা দেখ ।

## ৭৫ সূক্ত।

১ বর্ষ। ২ ধনুঃ। ৩ জ্য। ৪ আর্দ্র। ৫ ইষুধি।  
 ৬ সারথি ও রশ্মি। ৭ অশ্ব। ৮ রথ। ৯ রথগোপগণ  
 ১০ স্তোতা, পিতা, সোম্য, ভাবাপৃথিবী ও পুষা।  
 ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষু। ১৩ প্রতোদ। ১৪হস্তম্ব।  
 ১৭ যুদ্ধভূমি, ব্রাহ্মণস্পতি এবং অদিতি। ১৮ কবচ,  
 সোম ও বরুণ। ১৯ দেবগণ ও ব্রহ্মা (১)  
 ভরষাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

যখন সমরে বর্ষা করেন গমন, ৬  
 শোভেন তখন তিনি জীমূতের প্রায়।  
 বিজয় অবিক্র দেহে করহ সাধন,  
 বর্ষের মহিমা শূর! রক্ষুন তোমার। ১  
 আমরা ধনুর দ্বারা করিব গো জয়  
 বুদ্ধ জয় তীব্র শত্রু করিব হনন ;  
 কক্কক ধনুতে অগ্নি কামনা বিলম্ব ;  
 ধনুতে সর্বত্র জয় করিব সাধন। ২  
 এই জ্যা ধনুর, বুদ্ধে পার করিবারে,  
 কর্ণ কাছে আসে যেন প্রিয় সস্তাবণে ;

---

(১) “বুদ্ধ যজ্ঞাকালে রাজাকে বর্ষাদি পরিধান করাইবার সময়ে এই যজ্ঞোক্ত বাক্যগুলি উচ্চারণ করাইতে হয়।”

আলিঙ্গিতা পত্নী যথা পতিকৈ আদরে  
 জ্যা তেমন সমাদরে বাণে আলিঙ্গনে । ৩  
 আর্দ্ধিষ্ম (১) মনস্বিনী রমণীর মত,  
 মাতা যথা পুত্রে তথা শত্রু আক্রমণে;  
 রক্ষুক, স্বকার্য্য সব হ'য়ে অবগত,  
 হানুক হিংসিয়া সব রাজ্যমিত্রগণে । ৪  
 বহু বাণ-পিতা, এর পুত্র বহুতর  
 তুণীর সংগ্রামে আসি চিন্তা শব্দ করে ;  
 পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ থাকি প্রসবিয়া শর  
 শত্রুর সমস্ত সেনা বধয়ে সমরে । ৫  
 রথে চড়ি যথা ইচ্ছা তথা লয়ে যায়,  
 স্মারথি তুরঙ্গমগণে পুরঃস্থিত ;  
 রশ্মি সব তাহাদের পাছে পাছে ধায় ;  
 অতেব তাদের গাও মহিমা সঙ্গীত । ৬  
 বুধপাণি (২) অশ্ব বেগে রথ সহ ধায়  
 তীব্র শব্দ করে, ধূলি উড়াইয়া চলে ;  
 পলায়ন নাহি জানে, হানে পদ যায়,  
 হিংসাপূর্ণ শত্রুগণে অমিত্র সকলে । ৭  
 রাজার কবচায়ুধ বাহাতে নিহিত,  
 সে রথের ধন তাঁকে কলক বর্জন,

আমরা সকলে মদা প্রক্লিষিত চিত,  
 করি সে স্নেহের রথ সমীপে গমন । ৮  
 শত্রুর স্নানাহ্ন অন্ন মিত্রে করে দান  
 রথের রক্ষকগণ বিপদে আশ্রয় ;  
 গভীর, বিচিত্রসেন, বীর, শক্তিমান,  
 মহান, সবাণ, ধীর, অরাতি-বিজয় । ৯  
 স্তোতৃগণ! পিতৃগণ! ঋতা সোম্যগণ!  
 নিষ্পাপ দ্যাবাপৃথিবী! করহ মঙ্গল ;  
 ছরিত হইতে পুণ্য করুন রক্ষণ,  
 ঈশ যেন নাহি হয় পাপ শত্রু দল । ১০  
 সুপর্ণ বসন যার মৃগ যার দাঁত  
 গো-সম্রাজ (১) হ'য়ে যেবা প্রেরিত, পতিত ;  
 যেথা নেতাগণ চরে পৃথক্ একসাথ,  
 সেথা স্নেহদান কর, শরগণ যত । ১১  
 আমাদের বর্জন করহ ওহে বাণ ;  
 হ'ক আমাদের তহু পাষণের মত ।  
 করুন মোদের হয়ে সোম স্তব গান  
 শর্ম্ম দিন আমাদের অদিতি নিয়ত । ১২  
 অশ্বের শকুধিতে করে হে কশে! আঘাত  
 প্রচেতা সারথীগণ তোমার দ্বারায় ;

---

(১) গভীর যার দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হইত । মৃগ শূক দ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হইত ।

জ্বনেও হয় পুনঃ প্রত্যাদ সম্পাত ;

রণেতে প্রেরণ কর অশ্ব সমুদায় । ১৩

জ্যার ষাত নিবারণ করি নিরন্তর,

অহিবৎ প্রকোষ্ঠকে করয়ে বেষ্টন

হস্তয় (১), সমস্ত জাত, পুরুষস্বধর,

সর্বতঃ পুরুষবীরে করে সংরক্ষণ । ১৪

আলাক্তা (২) অয়সমুখী ইন্দ্রদেবতার,

ষাহার শিরেতে হিংসা করে অনিবার,

পর্জন্ত দেবের রেত (৩) ষাহাকে জন্মায়,

সে দেবতার করি নমস্কার । ১৫

হে ইয়ু ! ব্রহ্মসংশিতে ! সংহার কুশলে !

বিসৃষ্ট পতিত হয়ে শত্রুর সংহার

করহ, বধহ যত অমিত্র সকলে ;

কেহ যেন অবশিষ্ট নাহি থাকে আর । ১৬

বিশিখ কুমারবৎ যেখানেতে বাণ

পতিত, ব্রাহ্মগম্পতি অদ্বিতি তথায়,

(১) যত্নর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য বেচন্দ্র বস্ত্রের দ্বারা  
হইত তাহার নাম হস্তয় ।

(২) আলাক্তা—বিষাক্তা । (৩) পর্জন্ত বা বর্ষাদেবের সহায়তার বৈশ্বর্য্য পাই  
করেন তাহা হইতে বাণ প্রস্তুত হয়



আমাদিগে সুখ তাঁরা করুন প্রদান ;

করুন তাঁহারা সুখদান সৰ্বদায় । ১৭

বর্ষেতে তোমার বর্ষ করিব চ্ছাদন,

করুন অমৃতে সোমরাজা আচ্ছাদিত ;

করুন বরুণ শ্রেষ্ঠ সুখ বিতরণ,

হউন দেবতাগণ জয়ে প্রমোদিত । ১৮

আমাদের প্রতি যেবা নহে দ্বেষ্টচিত্ত,

দূর হতে আমাদিগে যেবা হিংসা করে ;

সকল দেবতা তারে করুন ব্যথিত ;

ব্রহ্মাই আমার বর্ষ নিবारे য়ে শরে । ১৯

সপ্তম মণ্ডল ।

৩৬ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

যজ্ঞালয় হ'তে স্তোত্র করুক গমন ;

সূর্য্যের রশ্মিতে হয় সলিল স্রবন ;

পৃথিবী বিস্তারি সান্ন আছেন ব্যাপিরা ;

অগ্নি পৃথ্বী-অবয়বে আছেন জলিরা । ১

করিতেছি হে অনুর মিত্র ও বরুণ !

অন্ন তুল্য তোমাদের স্তবন নূতন ;



করেন বরুণ প্রভু স্থানের স্বজন ;  
 স্তূরমান্ মিত্র হ'তে জাত ভূতগণ । ২  
 চারিদিকে বাতগতি কিবা শোভা পায় ;  
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত কীরদারী খেহু সমুদায় ;  
 মহান্ ও দ্যোতমান্ আদিত্য-আলয়ে,  
 শব্দ করে অন্তরীক্ষে পঙ্কজ নিচয়ে । ৩  
 তব প্রিয় হরিষয়ে,—গতি কি সুন্দর !—  
 রথে যুক্ত করে স্তবে, ইন্দ্র শূরবর !  
 অর্ঘ্যমা হিংসক-কোপ করেন ধারণ ;  
 তাই সে সুকর্মাধেবে করি আবর্তন । ৪  
 যজ্ঞ পরায়ণ গণ অন্নযুক্ত হয়ে,  
 বাচেন সখ্যতা তাঁর বসি যজ্ঞালয়ে ;—  
 অন্ন দেন নেতৃগণে ভূষ্ট হয়ে স্তবে,  
 শ্রেষ্ঠ নমস্কার মম সেই ব্রহ্মদেবে । ৫  
 কামহুবা সুধারা নিম্নগা সব ধায়,  
 সিদ্ধুমাতা, সরস্বতী সপ্তমী বাহায় ;  
 স্ববজ্রলে প্রবমানা হয়ে অন্নবতী,  
 বুগপৎ আনুন তাঁরা কাম্যা ক্রুতগতি (১) । ৬

(১) ঋগ্বেদে অনেক স্থানে সপ্তমীর উল্লেখ আছে। এই ঋকে সিদ্ধু-  
 নদীকে সাতা ও সরস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়  
 সিদ্ধু সরস্বতী এবং সিদ্ধুর পক্ষাধা এই সাতটি নদীকেই সপ্তমী বলা  
 হইয়াছে।

## বেদসংহিতা ।

করুন সবেগ হৃষ্ট মরুৎ সকল  
আমাদের বজ্র আর পুস্ত্রের মঙ্গল ;  
চলন্তী বাগ্‌দেবী যেন অস্ত্র না যান ;  
করুন তাঁহারা উভে ধনের বিধান । ৭  
অসীমা মহীকে হেথা কর আবাহন ;  
পুষ্য বজ্রার্হ বীরে কর নিমন্ত্রণ ;  
এসব কশ্মীর রক্ষয়িতা দেব ভগে,  
দানশীল পুরন্ধি বাজকে (১) ডাক যজ্ঞে । ৮

মরুৎগণ শুন সবে এসব স্তবন ;  
গর্তৃপাল বিষ্ণুকেও সেই নিবেদন  
এ স্তোতা প্রজাকে কর অন্ন বিতরণ ;  
স্বস্তিদানে আমাদের করহ পালন । ৯

## ৮৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।  
হে ইন্দ্র বরুণ ! নেতা তোমরা উভয় !  
তোমাদের আশ্রয়তা করিয়া আশ্রয়,  
গোলাভ আশায় পৃথু-পশু (২) যোকৃৎগণ,  
পূর্বদিকে সবে তাঁরা করিলা গমন ;

---

(১) বাজঃ বহুনাশিতমং দেবং । সায়ণ । বাজ দেব রত্নসপ্তের অন্ততম ।

(২) পশু—একপ্রকার কবুত ।

হত কর বৃদ্ধ দাসে আর আৰ্য্যগণে (১) ।

এস হেথা সূদাস রাজার সংরক্ষণে । ১

যেখানে মানবগণ ধ্বজা উড়াইয়া  
মিলিত সকলে হয় যুদ্ধের লাগিয়া ;  
যেখানেতে কিছুমাত্র নহে অশুকুল ;  
শূন্ত দেখে দূতগণ হইয়া আকুল ;  
ভয়াবহ সে সংগ্রামে ইন্দ্র ও বরুণ !  
আমাদের পক্ষ হয়ে ঢুকথা বলুন । ২

ভূমি-অস্ত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হতেছে লক্ষিত ;  
হইতেছে কোলাহল ছালোকে উখিত ;  
জনগণ-শত্রু সব মম সন্নিহিত ;  
হতেছে বরুণ ইন্দ্র, যুদ্ধ উপস্থিত ;  
হবন শ্রবণকারী তোমরা উভয় ;  
কাছে এস, রক্ষা কর, হইয়া সদয় । ৩

হে ইন্দ্র বরুণ ! ভেদে পা'রা নাহি ধার ;  
আয়ুধ গ্রহারে তবু বধিলে তাহার ।  
করিলে আপদ দূর সূদাস রাজার,  
শুনিলে তোমরা উভে তৃপ্ত সবাচার

(১) সূদাস রাজার আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য উভয়বিধ শত্রু ছিল ।

## বেদসংহিতা ।

সব সব ; বৃদ্ধ কালে হইলে সদয় ;  
ই হাদের পৌরহিত্যে হ'ল ফলোদয় । ৪

হে ইন্দ্র বরুণ ! আৰ্য্যামুখ চারিদিকে  
করিতেছে আলাতন আমা সবাদিগে ;  
তাহাদের মধ্যেতে অগ্রেতে আসে বারা  
আমাদিগে আলাতন করেই ত তারা ।  
দীর্ঘায় পাণ্ডিবে উভ ধনের জীবন !  
তোমরা উভয়ে আমাদিগে রক্ষা কর । ৫

যখন উভয় পক্ষে বাঁধে ঘোর রণ,  
তোমাদের উভয়কে করে আবাহন ;—  
বসু লোভে ইন্দ্র ও বরুণে স্তুতি করে,  
রক্ষিলে স্তুদাসে যবে এ হেন সমরে ;  
তখন স্তুদাস দশরাজ-নির্বাধিত ;—  
রক্ষিলে তাঁহাকে যত তৃণস্বর সহিত । ৬

যজ্ঞহীন দশ রাজা হইয়া মিলিত,  
নারিলা স্তুদাসরাজে করিতে বিজিত ;  
বরুণ সফল হ'ল নৈতৃগণস্বত্ব,  
হব্যযুক্ত যজ্ঞে গীত হইল যে সব ;

সেই সব স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবগণ  
করিয়াছিলেন আসি যজ্ঞ স্মশোভন । ৭

যে দেশেতে তুংসুগণ স্বেতাঞ্চল পরি,  
অন্ন দ্বারা স্তোত্র দ্বারা পরিচর্যা করি,  
জটাধারী যজ্ঞস্থলে শোভেন ধামান্ ;—  
সে দেশে স্মদাসে বল করিয়া প্রদান,  
তোমরা বরুণ ইন্দ্র দশরাজাক্রমে  
রক্ষিলে তাঁহাকে কিবা ঘোর পরাক্রমে । ৮

হে ইন্দ্র বরুণ ! একে নাশ শত্রুগণে ;  
ব্রত সব রক্ষা কর অশ্রুতর জনে ;  
তোমরা উভয়ে কর অভীষ্ট বর্ষণ ;  
সুপ্রবৃত্ত স্তবে তাই করি আবাহন ;  
এস হেথা, যজ্ঞশোভা করহ বর্দ্ধন ;  
আমাদিগে কর দোহে স্নেহ বিতরণ । ৯

আমাদিগে ইন্দ্র মিত্র অর্ঘ্যমা বরুণ  
ছোতমান্ ধন সবে প্রদান করুন ;  
প্রদান করুন গৃহ বিস্তীর্ণ মতান্ ;  
ঋতহিতা অদিতির তেজ জ্যোতিষ্মান্  
না করে মোদের যেন অনিষ্ট সাধন ;  
সবিতৃ দেবের মোরা করিব স্তবন । ১০

বেদসংহিতা ।

৮৬ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

ভক্ত করিলেন যিনি                      বিস্তীর্ণ রোদসী (১) তিনি

বরুণ, তাঁহার জন্ম মহিমা-পূরিত ।

বৃহৎ আকাশ তারা,                      প্রেরিত যাহার দ্বারা

যাহার কর্তৃক ভূমি হয়েছে বিদ্রুত ॥ ১

আগুন শরীরে কবে,                      বন্দিব তাঁহারে স্তবে

ধাকিব তাঁহার আমি নিকটে কখন ?

জদ্যপি ক্রোধ রহিত,                      হইবে হব্য জুড়িত

সুমনা হইয়া তাঁকে করিব দর্শন ? ২

বর্ষা দিগ্ধু হয়ে,                      সেই গাপ কথা লয়ে

তবে তোমার নিকটে প্রাণ করি উপস্থিত ।

জিজ্ঞাসিহু বিজ্ঞ লোকে,                      সকলেই এক বাক্যে

বলেছেন তব প্রতি বরুণ কুপিত । ৩

হেন গুরু গাপ আমি                      কি করেছি মিজ্ঞে ভূমি

স্তোতায় করিতে হত করেছ মনন ।

হৃদয় ও তেজিয়ান                      করহ অভয় দান

তব-কাছে নতশিরে করি আগমন । ৪

গাপ পিতৃক্রমাগত,                      অথবা স্বতমুহুরত,

সকল হইতে মুক্ত করহ রাজন !

(১) দ্বাখা পৃথিবী ।

পশুত্বপ চৌর স্তায়, দামবজ বৎস প্রায়  
পাপ হ'তে বসিষ্ঠকে কর বিমোচন । ৫

নিজের নহে সে দোষ, কৃত তাহা, ত্যজ রোষ,  
ভ্রম, সুরা, মদ্য, ছাত, অজ্ঞান বশতঃ,  
কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ দোষে পাপ করে পরবশে  
অনৃত সজ্ঞাত হয় স্বপ্নেতেও কত । ৬

হয়ে আমি পাপ শূত্র বীড়্‌হব্‌ (১) ভর্তা  
করিব দাসের মত পরিচর্যা কত ।  
আমরা সবে অজ্ঞান, করিবেন জ্ঞানমান  
ধনাৎ প্রেরিত হবে স্তোতৃগণ যত । ৭

হে বরুণ অন্নবন, তব হৃদে এ স্তবন  
হউক নিহিত তব করুণা অপার ;  
শিব হ'ক যোগ যত , শিব কেম (২) সেই মত  
পাল আমরাগে স্বস্তি দ্বারা অনিবার । ৮

৮-৭ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।  
বরুণ সূর্য্যকে পথ করেছেন সম্প্রদান ;  
অন্তরীক্ষ-জলে নদ হয়েছে প্রবহমান ।

( ১ ) “বীড়্‌হবে সেকে কামানাম্‌ বর্ধিষে” সারণ ।

( ২ ) “অপ্রাপ্ত প্রাপণং যোগঃ প্রাপ্তস্ত রক্ষণং কেমঃ” সারণ ।



বজ্রবাহু যথা অশ্ব তথা দ্রুত যেতে চাই,  
অহ হ'তে মহী রাজি বিভিন্ন করিলা (১) তাই । ১

তর বাত আত্মা, জল বাহা হ'তে প্রণোদিত ;  
শল্যে যথা পশু, ভর্তা বাত তথা অরাশিত ।  
মহন্তী বৃহতী জ্বালা পৃথিবীর মধ্যস্থলে,  
হে বরুণ ! তব ধাম প্রিয়তম সবে বলে । ২

ক্রণের চরগণ, গতি কি প্রশস্ত হইয় !  
সন্দর্শন করে তারা চারু পৃথিবী দ্যাবায় ;  
ঋতবান্, যজ্ঞবীর, প্রজ্ঞাবান্ কবিগুণ  
করেন যে স্তুতিগান করে তাহাও শ্রবণ । ৩

পৃথিবী একুশ নাম ধারণ করেন বাহা,  
বলেছেন মেধাবান্ আমাকে বরুণ তাহা ;  
যোগ্য অন্তেবাসী মোকে উপদেশ করি দান,  
স্থানের গোপন কথা বলেছেন সে বিদ্বান্ । ৪

ত্রিবিধ দ্যালোক আছে বরুণ-মাঝে নিহিত  
ত্রিভূলোক আছে তথা ষড়্ ঋতু নিরূপিত :  
স্তুতি যোগ্য রাজা তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময়,  
দোলা প্রায় গড়িলেন সূর্য্যদেবে শোভাময় । ৫

---

( ১ ) বরুণ স্বীয় গমন স্বারা রাজি সৃষ্টি করেন । সারণ ।

স্তোবৎ বরুণ দীপ্ত, স্থাপিত করিলা সিদ্ধ,  
মৃগপ্রায় বলবান্ খেত যথা জলবিন্দু ;  
গভীর প্রশংসা যোগ্য বিনিম্বিতা উদকের,  
পারক্ষম বলযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের । ৬

অপরাধ করিলেও বাঁহার দয়া অপার ;  
যথাক্রমে ত্রত সব সমৃদ্ধ করিয়া তাঁর,  
নিকটে তাঁহার যেন হই নিম্পাপ আমরা ; (১)  
রক্ষা কর স্বস্তি দ্বারা আমাদেরকে তোমরা ।

### ৮৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা ।      বসিষ্ঠ ঋষি ।

বশিষ্ঠ ! বরুণ দেবে      স্বতঃ শুদ্ধ প্রিয়ন্তবে  
পূজহ, করেন তিনি অতীষ্ট বর্ষণ ।  
সহস্র ধন বিশিষ্ট      তিনি যজনীর শ্রেষ্ঠ  
স্বর্ঘ্যাকে সম্মুখভাগে করেন স্থাপন ॥ ১

লভিয়া দর্শন তাঁর      সমূহ অগ্নি জ্বালায়  
স্তবন করিব আমি সত্বর এখনি !

(১) "The consciousness of sin is a prominent feature of the religion of the Veda, so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of sin." এই কথা বলিয়া মোক্ষমূলর এই ঋক প্রদর্শন করিয়াছেন ।

বদা অশো সুখময়                      সোম বহু পীত হর,  
রূপময় পাই আমি শরীর তখনি ॥ ২

বরুণ ও আমি যবে,                      আরোহি নৌকায় উভে  
সমুদ্রের (১) মাঝখানে করিহু গমন ।

জলপরে সে নৌকায়                      বাইতে বাইতে হায়  
সুখের দোলায় তদা করিহু ক্রীড়ন ॥ ৩

চলন্তী দিবারজনী                      বিস্তার করেন যিনি  
সুদিনে বরুণ তিনি বসিষ্ঠ স্তোতাকে ।  
রাইয়া আরোহণ,                      নৌকাপরে সুশোভন,  
সুকর্ণা করিয়া রক্ষা করিলেন বরুণকে ॥ ৪

কোথায় সে সখা হায়                      হইল বল আমার ?  
অত্যন্ত সে সখ্যভাব করিছি পোষণ ।  
হে বরুণ ! অন্নবান্                      তোমার গৃহ মহান্  
সহস্রদারী সে গৃহে করিব গমন ॥ ৫

নিত্যবদ্ধ যে তোমার                      প্রিয় হয়ে পাপাচার  
করিল তোমার প্রতি সখা সে তোমার ।  
মোরা তব আপ্তজন                      না করি পাপ বহন  
দাও হে বন্ধিন্ তাই তোমার আগার ॥ ৬

(১) এই এক পাঠে উপলব্ধি হয় বসিষ্ঠ আত্মসংলগ্ন নৌকায় সমুদ্রে  
গমন করিয়াছিলেন ।

বাস করি ঞ্চবভূমে                      রত আছি তব হোমে  
 বরুণ ! করুণ মুক্ত পাপের বন্ধন ।  
 আছি অদিতির পাশে                      রক্ষা পাইবার আশে,  
 তোমরা স্বস্তির দ্বারা করহ পালন ॥ ৭

৮৯ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা ।                      বসিষ্ঠ ঋষি ।

হে বরুণ হে রাজন্ মুণ্ডয় ভবন  
 ভাগ্যে যেন নাহি ঘটে আমার কখন ;  
 দাও তুমি হেন বর. হেন বর !  
 'হে সূক্ষত্র (১) দয়া কর, দয়া কর । ১  
 হে আয়ুধবন্ আমি কল্পিত শরীরে,  
 মেঘ যথা প্রকল্পিত প্রবল সমীরে,  
 হইতেছি অগ্রসর, অগ্রসর ;  
 হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ২  
 হে শুচে হে ধনবন্ অশান্তি জনিত,  
 কর্মের সে বিভ্রমনা হয়েছে ঘটিত ;  
 নির্ভর তব উপর, তব'পর ;  
 হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ৩

---

(১) সূক্ষত্র—অতিশয় বলবান্ । ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় নামে যে একটি জাতির উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় বেদের এই সকল সূক্ত রচনার সময়ে সে জাতি বিভাগ হয় নাই ।

সসিল ভিতরে দেব করিয়া নিবাস  
 মিটিল না সেবকের জলের পিয়াস ;  
 পিপাসায় সে কাতর, সে কাতর ;  
 হে স্নকত্র দয়া কর, দয়া কর । ৪

আমরা মানুষ, দেবে যদি কিছু দ্রোহ  
 করে থাকি, ক্ষমা কর আমাদের মোহ ;  
 অজ্ঞান বশত কৃত হয়েছে সে পাপ,  
 সে পাপ জন্তেতে আর দিওনাক তাপ ।

৯৫  
 ই

### ৯৫ সূক্ত ।

সরস্বতী দেবতা ।      বসিষ্ঠ ঋষি  
 ক' আয়নী পুরীর মত      ধারক পয় সমেত  
 প্রসূতা এই যে সরস্বতী ;  
 অস্ত্র সিদ্ধ, অস্ত্র পয়      মহিমায় পরাজয়,  
 করি রথ্যা মত তাঁর গতি । ১

একা শুচি সরস্বতী      আসমুদ্র ধার গতি  
 গিরি হতে জানি সমুদায় ;  
 নিখিল ভুবনে যত      ছিল ধন দিগে তত  
 নাহবে হুহিলা যুতপন্ন । ২

নর হিতে সরস্বান্ (১) শিশু বৃষ ইষ্টবান্  
 যাজ্ঞ্য যোষা মাঝেতে পালিত ।  
 মধ্ববানে দেন পুত্র সবল তার লাভার্থ  
 করেন শরীর সমৃদ্ধত । ৩

এই যজ্ঞে সরস্বতি স্নভাগা শুভন স্ততি,  
 প্রীতা হয়ে আমাদের প্রতি ।  
 নত জাহ্নু দেবগণ তাঁহাকে করে অর্চন  
 ধনবতী তিনি দয়াবতী । ৪

ধন পাব বঃ এই নমঃ সহ হব্য এই  
 সরস্বতী সেব স্তোম দেবি !  
 বাস করি তবগৃহে যথাস্রগি মহীকূলে  
 রব তব কাছে তোমা সেবি । ৫

এ বসিষ্ট সরস্বতি ! মুক্ত করে, ভাগ্যবতি !  
 তোমার জন্তেতে যজ্ঞদ্বার ;  
 শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি পাও স্তোতাকে ওদন দাও  
 কর আমা সবাকার । ৬

(১) সায়ণ বলেন সরস্বান্ মধ্যস্থান বায়ু এবং মুধ্যবর্তী জল সমূহ তাঁহার  
 ঘোষিৎ।



বেদবাহিতা ।

৮ম মণ্ডল ।

৩০ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বৈবস্বত মনু ঋষি ।

দেবগণ তোমাদের কেহ শিশু নাই ।

কেহই কুমার নহে, মহান্ সবাই । ১

শত্রুহত্যা মনুর যজ্ঞার্থে দেবগণ !

তোমরা তেত্রিশ হেন স্তুত সর্স্করণ (১) । ২

দ্রাণ কর, রক্ষা কর, বল মিষ্ট কথা ,

পিতৃমহুপথভ্রষ্ট কর না সর্স্কথা ; (২)

দূরবর্তি পথ ভ্রষ্ট নাহি হই তথা । ৩

ওহে দেবগণ ! যজ্ঞভব বৈশ্বানর !

সবে আছ হেথা, হেথা অবস্থান কর ;

গো, অশ্ব, প্রথিত স্তূথ মোদিগে বিতর । ৪

---

(১) এস্থলে ৩০ জন দেবতার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। প্রাচীনেরা ঐশ কার্ষ্য লক্ষ্য করিয়া ঐশ শক্তির ৩০টি বিভিন্ন নাম দিয়া ছিলেন। পৌরাণিক ৩০ কোটি দেবের কল্পনা এই বৈদিক ৩০ ঐশ শক্তির কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইরাছে।

(২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে একথা কিরূপে বলিবেন ? এই মণ্ডলের ১৯ ও ২৩ সূক্তেও মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তথায় মনুকে অগ্নি পুত্রের অনুষ্ঠানকর্ত্তা বলিয়াই অনুভব হয়। ৫২ সূক্তের ১ম শ্লোকে “মনো বিবস্বতি” এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাহাতে মনুকেই বিবস্বান্ বলা হইরাছে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত বলা হয় নাই।

৫৮ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কাণ্ডমেধ্য ঋষি ।

বহুবিধরূপে ধীরে কল্পনা করিয়া  
সহৃদয় ঋষিক করেন যজ্ঞ ধীর ;  
অনুচান হইলেও ব্রাহ্মণ (১) হইয়া  
যুক্ত যেবা, যজ্ঞমান কি জানে তাঁহার ? ১

এক অগ্নি বহুভাবে সমিদ্ধ নিশ্চয় ;  
এক সূর্য্য সমুদায় প্রগতে প্রভূত ;  
একা উষা প্রকাশেন এই সমুদয় ;—  
এক হতে এই সব হয়েছে প্রসূত (২) । ২

জ্যোতিমান্, ত্রিচক্ৰ, সূতদ, রথাকার,  
কেতুমান্, ভূরিবার, সুষদ অনলে,  
প্রাপ্ত বহুবিধ ধন মিলনে ধাহার,  
পানার্থে আহ্বানি তাঁকে আমরা সকলে । ৩

(১) স্তুতিকারী ।

(২) ঐশ শক্তির একতা প্রাচীন হিন্দুগুণের অবিস্মৃত ছিল না ।



## ৯৬ সূক্ত ।

১—১৩ ইন্দ্র । ১৬—২১ ইন্দ্র । ১৪ মরুদগণ ।  
 ১৫ ইন্দ্র বৃহস্পতি । মরুদগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি,  
 অথবা তিরশ্চী ঋষি ।

উষা সব ইন্দ্র ভয়ে স্বর্গগতি বৃদ্ধি করে  
 রাত্রি সব প্রতি যাম হয় মিষ্টভাষী ;  
 মনুসং সপ্ত সিদ্ধ (১) তরাইতে সব নরে  
 গ পার যোগ্যা সেই ব্যাপ্ত জলরাশি । ১  
 ত্রিসপ্ত পর্বত সানু অ, ৭ অশ্বে যার  
 অতিবিক্ত হয়েছিল তাঁহার সমান,  
 কিবা দেব কিবা মর্ত্য কেহ নাহি দেখি আর,  
 বৃষভ প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র ভূরিকর্ষবান্ । ২

আরস ইন্দ্রের বজ্র হস্তেতে আছে নিবদ্ধ  
 যুগল বাহুতে তাঁর ওজস প্রভূত ;  
 সময় গমন কালে শিরস্ত্রাণ শিরে বদ্ধ ;  
 শুনিতে আদেশ সবে আগত প্রস্তুত ! ৩

যজ্ঞীয়গণের মধ্যে তুমি হে ইন্দ্র যজ্ঞীস,  
 অচ্যুতগণের মধ্যে তুমিই চ্যাবন ;

সৈন্তগণ মধ্যে তুমি                      কেতুর স্থানীয়,  
মানবে তুমিই কর অভীষ্ট বর্ষণ। ৪

শত্রু গর্ব ধ্বংসকারী                      তব বাহ যুগলেতে  
ধর যদা অহিংসে হে ইন্দ্র অশনি ;  
মেঘে যদা করে শব্দ                      বিপ্রত শব্দ জলেতে  
স্তোত্রগণ চারিদিকে করে স্তবধ্বনি। ৫

এই সব সৃষ্টি ধার,                      ধার পরে জাত সব,  
স্ততি দ্বারা মিত্র হব সে মিত্র ইন্দ্রের ;  
নমস্কারে তুষি তাঁরে                      ইষ্ট ফল দিইবারে  
করি ~~দেহ~~হারে অভিমুখী আমাদের। ৬

যে সকল দেবতারা                      ছিল ইন্দ্র সখা তব  
বৃদ্ধের নিখাসে ভীত পলাইল সবে।  
মরুদগণ সখা হ'ল,                      দলি শত্রুসৈন্ত সব  
তাঁহাদের সাহায্যেতে জয়িলে আহবে। ৭

ত্রিষষ্টি মরুদগণ (১)                      গাভীবৎ একত্রিত  
উৎসাহি তোমাতে তাঁরা হলেন যক্ষীয় ;  
ভাগধের কর দান,                      তব কাছে উপনীত,  
আমরা করিব যজ্ঞে শুষ্ক প্রাপনীয় ; ৮

১ (১) ৬৩ মরুদের উল্লেখ দেখা যায়। অন্ত্যস্ত হলো ৭ মরুদের উল্লেখ আছে।

কে তোমার তিগ্নায়ুধ      বজ্র ও নরকত সৈন্ত  
 প্রতিরোধ করিবারে আছে শক্তিমান ?  
 ঋজীষিণ ! বলবান      অদেব আয়ুধশূন্ত  
 শত্রুগণে চক্র দ্বারা কর তিরোধান । ৯

পশুলাভ করিবারে      সে প্রবৃদ্ধ উগ্র ইন্দ্রে  
 শিবতন দেবে সবে করহ স্তবন ;  
 বহুতর স্ততিবাক্যে      স্ততিভাক্ সে মহেন্দ্রে  
 পূজহ, দিবেন তিনি পুত্র বহু ধন । ১০

উক্থ বাহী সে ইন্দ্রার্থে      শারকারী তরী,  
 চাক্র স্তববাক্ সব কর উচ্চারণ ;  
 সুবিস্তৃত প্রীতিপ্রদ      ইন্দ্রদেব দয়া করি  
 দিবেন পুত্রার্থে সবে বহুতর ধন । ১১

জুড়িত করিতে বাহা      চান ইন্দ্র দেও তাহা,  
 নমস্কারে স্তববাক্যে কর আরাধন ।  
 অলঙ্কৃত হও, তাঁরে      শুনাও শুনিতে বাহা  
 চান তিনি, কাঁদিওনা পাবে বহুধন । ১২

দশ সহস্রক্ সৈন্তে      অংশুমতী নদীতীরে  
 ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ অবস্থিত ।

প্রজায় পাইলা ইন্দ্র শব্দকারী সেই বীরে  
নরহিতে সৈন্ত তাঁর করিলা ধ্বংসিত । ১৩

অংশুমতী গৃহ স্থানে দেখিলাম বিচরিতে  
বিস্তৃত প্রদেশে সেই কৃষ্ণে (১) দ্রুতগামী,  
অবস্থিত নভ সম রণে তাঁরে সংহারিতে  
তোমাদিগে মরুদ্গণ ইচ্ছা করি আমি । ১৪

অংশুমতী নদী তীরে তনুতেজে দীপ্যমান  
ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ সৈন্ত সহ ;  
বৃহস্পতি সহায়তা লভিয়া ইন্দ্র মহান্  
নাশি সে দেবশূন্ত সৈন্যের সমূহ । ১৫

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত  
জাত মাত্র হইয়াছ সপ্তশত্রু-অরি ;  
সবিতু ভুবন সব করিয়াছ উল্লাসিত,  
তমোরত পৃথ্ব্যাকাশ সপ্রকাশ করি । ১৬

হে ব্রজী ! তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত  
করিয়াছ বজ্রে হত সে অতুল্য বল ;

(১) ১ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ১ম শ্লোকে ইন্দ্র কৃষ্ণের গর্তবতী ভাষ্যা-  
দিগকে হত করিয়াছিলেন, এমন কথাও উল্লেখ আছে । যথা—“প্রমঃ দিনে  
পিতু মর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্তা নিরহরু জিহ্বনা । অব্যাবো বৃষণঃ বজ্রদক্ষিণঃ  
অব্রতং তং সখ্যায় হবামহে ॥”

অস্ত্রে নিয়মুখ শুষ্ক করিয়াছ সংহারিত,  
কার্য্যশুণে লভিয়াছ গোধান সকল । ১৭

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত  
নরশত্রু বধি তুমি হয়েছ পূজিত ।  
অবরুদ্ধ সিদ্ধুগণে করিয়াছ প্রবাহিত  
দাসধৃত জল রাশি করেছ বিজিত । ১৮

সোমপানে আনন্দিত ইন্দ্রদেব প্রজ্ঞাবান্  
কে পারে সহিতে তাঁহার বুদ্ধ যজ্ঞকালে ?  
তিনি দিবসের জায় অতিশয় ধনবান্  
বৃত্রহা মহুজ্জকর্ত্তা দলি শত্রুদলে । ১৯

সেইত বৃত্রহা ইন্দ্র মানবের উপকারী  
স্তব সহ হব্য তাঁরে করিব অর্পণ ;  
রক্ষরিতা, মঘবান্, অগ্ন যশ দানকারী  
সাদরে মোদের সাথে বলেন বচন । ২০

মহান্ বৃত্রহা ইন্দ্র হবনীয় জাত মাত্র,  
করেছেন বহুকার্য্য নরহিতকর ।  
পীত সোম মত্ত তিনি, আছে যে সকল মিত্র,  
তাঁহাদের কাছে সর্কীপেক্ষা হব্যতর । ২১

নবম মণ্ডল ।

১১০ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্য নামক

দুই ঋষি ।

আমাদিগকে অন্নদিতে শক্রযুধে যাও,

অচল অটল সোম ।

ঋণেযুক্ত হই যেন, শক্রবধে যাও,

সার্থক করিয়া হোম । ১

লোকাকীর্ণ রাজ্যে সোম ! হইয়াছে সূত ;

করিভেঁহি তব স্তব ।

বিবিধ অন্নের জন্ত, হে সোম ! করিত ;

হয় তব অভিষব । ২

জলের আশ্রয়স্থান আকাশে ভাস্বরে

তুমি করেছ সৃজন ।

মহৎ জ্ঞানের বলে গোধন নিকরে

তুমি কর আহরণ । ৩

হে অমৃত ! তুমি চাক্র অমৃত আধার

সূর্য্যকে মর্ত্যের হিতে

সৃজিলে আকাশে, তুমি যাও অনিবার

রণে, জনে অন্নদিতে । ৪.

অক্ষয় জলের উৎস যে করে খনন,  
অঞ্জলিতে ভরে জল ;  
পবিত্র করিয়া ভেদ তাদের মতন,  
দাও সোম ! অন্ন বল । ৫

যখন সবিভাদেব হরিলেন তম,  
দিব্য বস্মরুচ্ সব  
দেখিতে দেখিতে তদা পরাঙ্গীর সোম,  
করিলেন তাঁর স্তব । ৬

তাঁহারাই সৰ্ব্ব অগ্রে কুশের ছেদনে,  
অন্নবল লাভাশায়,  
ধ্যান করিলেন তোম। ; জয়লাভে রুগে  
পাঠাও আমা সবায় । ৭

পূৰ্ব্ব হ'তে সোম রস পেয় দেবতার,  
জাত স্বৰ্গ গৃহস্থানে ;  
ইন্দ্রার্থে প্রস্তুত হ'লে প্রশংসা তাঁহার  
সমন্বরে স্তবগণে । ৮

দ্যালোক ভুলোকে এই যত প্রাণিগণ—  
সৰ্ব্বত্র প্রভৃষ তব ;—

(১) স্বৰ্গধামের নিগূঢ়স্থান হইতে সোমরস দোহন করা হইয়াছে এই  
বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে ।

বৃষের যুধের' পরে প্রভু যেন,  
তেমন তোমার পব ! ৯

বহিরা সহস্রধানে বেগে অতিশয়,  
শিশুর ক্রীড়ন মত,  
মেঘলোমে খেলে সোম শোধন সময় ;—  
এভাবে সোম করিত । ১০

পুত মধুতুলা সোম সুরস উজ্জল  
তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্র প্রতি ;  
অন্ন, কামা, আয় দান করিয়া কেবল  
করিত সোম যজ্ঞ-পতি । ১১

বিপক্ষে উৎসন্ন কর, দ্রীভূত কর  
জুর্জ্বল রাক্ষস গণে ;  
আয়ুধ ধারণ করি শত্রু গাণ হর ;—  
থাক সোম এ হেন করণে । ১২

১১৩ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । কশ্যপ ঋষি ।  
করুন ব্রত্ৰহা ইন্দ্র সোমরস পান ;  
শর্যানাবৎ (১) নাম সরে যে রসের স্থান ।



তাহা হ'তে বলবীৰ্য্য হবে সমুদ্ভূত ;—  
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ১

হে দিগীশ ! হও তুমি হেথায় শবিত ;  
আজীক (১) হইতে আসি হে করিত ;  
পূত সত্য বাক্যে, শ্রদ্ধা পুণ্য সহ, স্তত ;—  
ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ২

করিলেন সূর্য্যকন্তা (২) সোম আহরণ ;  
গন্ধর্বেয়া করিলেন সাদরে গ্রহণ ;  
মেঘপুষ্ট সোমে রস হ'ল অনুগ্রহ—  
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৩

অতছায়, সত্যাকর্ম্মা সোম পবমান.  
অত, সত্য, শ্রদ্ধা দেব করিয়া বাধান,  
স্বন্দরসরূপ সোম ধাতৃপরিষ্কৃত ;—  
ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৪

(১) আজীকিয়া নদী আধুনিক বেয়া । আজীক প্রদেশ—উক্ত নদীর  
তীরস্থ দেশ ।

(২) সবিতার কন্তা সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহোপস্থান ঝকবেদের  
স্থানে স্থানে পাণ্ডুর বায়ু । সূর্য্যাকিয়নে সোমরস সাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই  
সূর্য্যাকে যোমপত্নী মনে করা হইয়াছে একরূপ অনেকের ধারণা । গন্ধর্ব্ব  
শব্দের আসি অর্থ সূর্য্য ।

তুমিই মহৎ, তব বলও প্রকৃত,  
তব ধারা প্রবাহিত, রস সঞ্চারিত,  
হে হরিতবর্ণধারী ! হয়ে মন্ত্রপুত ;  
ইশ্বের জন্তোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৫


ছন্দোময় বাক্যে যথা ব্রহ্মা পুরোহিত  
প্রস্তর বর্ষণে সোমে করেন ক্ষরিত,  
হর্ষ বুদ্ধি করি তাহে হন সম্পূজিত ;  
ইশ্বের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৬

যেখানে অজস্র জ্যোতি স্বর্গলোক স্থিত,  
সেখানে আমারে তুমি হে সোম ক্ষরিত !—  
লয়ে চল সেই ধামে অমৃত, অক্ষিত ;  
ইশ্বের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত ( ১ ) । ৭

যথা বৈবস্বত রাজা, যথা স্বর্গদ্বার,  
যথা আছে বৃহতী নদীর সমাহার ;

সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;  
ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৮

ত্রিলোক ত্রিদিবালোক বিরাজে যেখানে,  
যথাকাম ভ্রমণ যে আলোপূর্ণ স্থানে,  
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;  
ইন্দ্রের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৯

যথা হয় কাম পূর্ণ, যথা প্রদ্বালয়,   
যেখানেতে স্বধা, যথা তৃপ্তিলাভ হয় ;  
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;  
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১০

আমোদ, প্রমোদ আর আনন্দ কেবল ;  
কামিব্যক্তি পায় যত্র আশু কামাকল ;  
তথায় আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;  
ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১১

দশম মণ্ডল ।

১৪ সূক্ত । ( ১ )

১—৫, ১৩—১৬ ষম । ৬ নিম্নোক্তদেবতা । ৭—৯  
নিম্নোক্ত দেবতাগণ বা পিতৃগণ । ১০—১২ ঋত্বয় ।

ষম ঋষি ।

যিনি মন সাধুগণে                      লয়ে যান সুখধামে  
অনেকে পথ সাফ্ কুপায় ষাহার ;  
ষাহার নিকটে সবে                      অবশ্য যাইতে হবে  
তিনি বৈবস্বত ষম—হোম কর তাঁর । ১

কোথায় যাইতে হবে . তিনিই দেখান আগে,  
সে পথের নাহি হয় কখন অন্তথা ;  
আমাদের পিতৃগণ                      করিলা যজ্ঞ গমন  
কর্ম অমুসারে লোক যাইবেক তথা । ২

( ১ ) এইটি একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য সূক্ত । এই সূক্তে ধার্মিক লোক-  
দিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে । স্বর্গের মুণ্ডবিধান কর্তাকে  
ষম নাম দিয়া স্তব করা হইত । সুতরাং পৌরাণিক ষমের ন্যায় বৈদিক  
ষম শাস্তিদাতা নহেন ; তিনি মাত্র সুখ বিধাতা ।

মাতলী কবাসকলে,                      অঙ্গিরনিকরে যম,  
 দেব বৃহস্পতি ঋকৃকগণে সমবার্দ্ধিত ;  
 স্বাহাদিগকে দেবগণে,                      স্বাহারা বা দেবগণে  
 সম্বর্দ্ধনা করে, হয় সকলে বর্দ্ধিত :  
 কেহ বা স্বাহায় কেহ স্বধায় ক্লাদিত । ৩

এই যজ্ঞে এসে যম !                      বস তুমি যজ্ঞবিৎ  
 অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকের সহিত ।

কবিদের মন্ত্রসব                      তোমাকে করুক স্তব  
 হোমপানে হে রাজন্ হও আমোদিত । ৪

সে অঙ্গিরা পিতৃগণ                      যজ্ঞ বিরূপানন  
 তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ ।

তব পিতা বিবস্বতে                      করিতেছি আবাহন  
 এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ । ৫

অঙ্গিরা, অধরী, ভৃগু                      আমাদের পিতৃগণ  
 এই মন্ত্রে সবে উপস্থিত সোমপানে ।

যজ্ঞীয় সে পিতৃগণ                      করিয়া শুভ মনন  
 প্রসন্ন হইয়া যেন রাখেন কল্যাণে । ৬

যাও যাও সেই পথে                      পূর্ব পিতৃগণ যাতে  
 বিগত, সে পথে তুমি করহ গমন ।

স্বধার হ্লাদিত হয়ে                      আছেন রাজা উত্তরে

যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১) । ৭

পিতৃগণ সহকারে                      যমে কশ্মে মিলিবারে

যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার ।

অবদ্য ( ২ ) ত্যাগ করিয়া পুনরন্ত ( ৩ ) প্রবেশিয়া

উজ্জ্বল তরু ধরিয়া যাও পরপার । ৮

দূরে যাও, যাও সর,                      এই লোক মনোহর

পিতৃলোক ইহাঁকেই করেছেন দান ।

দিবা দ্বারা, জল দ্বারা,                      শোভিত আলোক দ্বারা,

প্রদান ~~করিয়া~~ যম মৃতকে সে স্থান । ৯

চতুরক্ষ সারমেয়,                      শবল কুকুরদ্বয়

সাধুপথে তাহাদিগে অতিক্রমি ধাও ।

মৃত ! বিস্ত পিতৃগণে                      যেখানে যমের সনে

আমোদে নিয়ত রত, সেইখানে যাও ॥ ১০

প্রহরী স্বরূপ তব                      বাহারা নেহারে সব

চতুরক্ষি পথরক্ষী যে যুগ্ম কুকুর ।

তাহাদের কোপ হ'তে                      যম ! রক্ষ এই মূর্তে,

রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর । ১১

( ১ ) মৃত ব্যক্তিকে সন্মোদন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্র ।

( ২ ) অবদ্য—পাপ । ( ৩ ) অন্ত—অন্ত নামক গৃহ ।

সেই দুই যমদূত                      বৃহন্নাসা অত্যদুত,  
 অতৃপ্ত সবার করে পশ্চাদে ধাবন ;  
 আমাদিকে অদ্য তারা              দেয় যেন বল বাড়ি  
 করে যেন ভদ্র,              পাই সূর্য্যের দর্শন । ১২

যমের জন্তেতে সোম কর অভিষেক ;  
 হোম কর তাঁর জন্তে হোম দ্রব্যসব ।  
 এই সুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত যার,  
 যম অভিমুখে তাহা করে অভিসার । ১৩

সেবা কর যমরাজে, হোম কর তাঁর ;  
 স্নতযুক্ত দ্রব্য তাঁকে দেও উপহা-  
 দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ আয়ু,  
 আমাদিগে যেন যম করেন চিরায়ু । ১৪

যমরাজে স্নমধুর হব্য কর হোম ;  
 যে সকল ঋষি পূর্বে লভিলা জনম,  
 ঠাঁহার। করিলা ধর্মপথ আবিষ্কার,  
 তাঁদিগেও আমাদের এই নমস্কার । ১৫

ত্রিকল্পক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,  
 বড়েক বৃহৎ স্থানে তাঁহার বিরাজ ;  
 ত্রিচুন্দ্ৰ পাণ্ডুরী আদি ছন্দ আছে বাহা,  
 যমপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা । ১৬

## ১৫ সূক্ত । (১)

পিতৃলোক দেবতা । শম্ব ঋষি ।

উত্তম মধ্যমাদম যত পিতৃগণ

সদয় হইয়া সোম করুন গ্রহণ,

হিংসাহীন ঋতজ্ঞ রক্ষেন প্রাণ যাঁরা,

আমাদিগে যজ্ঞকালে রক্ষুন তাঁহারা । ১

পূর্বে যাঁরা গত, কিম্বা বিগত পরেতে,

অথবা আছেন যাঁরা পার্শ্বব লোকেতে,

প্রাপ্ত যাঁরা সুভগ্ন লোকের অধিকার,

সেই পিতৃগণ অস্ত্র এই নমস্কার । ২

পাইয়াছি আমি পিতৃগণে পরিচিত ;

যজ্ঞ সম্পাদনোপায় হরেছি বিদিত ;

কুশে বসি হব্য সোম পিয়েন যাঁহারা

যজ্ঞে এসেছেন সেই পিতৃগণ তাঁরা । ৩

পিতৃগণ কুশস্থ ! আশ্রয় কর দান,

প্রস্তুত করেছি হব্য কর তাহা পান ;

রক্ষাকর এসে, কর মঙ্গল বিধান,

আমাদের পাপশূন্য করহ কল্যাণ । ৪

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। এই সূক্তে ‘অস্বা’ বার পুন্যাক্রা পিতৃগণ দেবগণের স্তায় বর্ণে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং রত্নবোয় হিতসাধন করেন।



প্রিয় নিধি যুক্ত এই কুশের উপরি,  
সোমপানে পিতৃগণে আবাহন করি ;  
আমুন তাঁহারা মন্ত্র করুন শ্রবণ,  
আমাদিগে হৃষ্টচিত্তে করুন রক্ষণ। ৫

দক্ষিণে ভূমিতে জাহ্নু করিয়া নিহিত,  
পিতৃগণ ! এই যজ্ঞ কর প্রশংসিত ;  
পুরুষতা বশতঃ যত্নপি কোন দোষ  
করে থাকি, তন্নিমিত্ত করিও না রোষ। ৬

অগ্নির লোহিত শিখা-নিকটে বসিয়া,  
অনুগ্রহ করহ দাতাকে ধন দিয়া,  
পুত্রগণে তাঁহার করহ ধন দান,  
যজ্ঞে তাঁহাদিগে কর উৎসাহ প্রদান।

সোমপায়ী বসিষ্টাদি পূর্ব পিতৃগণ  
করেন হোমের দ্রব্য সবে আকিঞ্চন ;  
তাঁহাদের সহ স্নেহে স্নেহী হয়ে যম  
যথাকাম গ্রহণ করুন আসি হোম। ৮

যে সকল পিতৃগণ হোম জানিতেন,  
যাঁহারা রচিয়া ঋক্ স্তব করিতেন ;  
দেবতা বিশেষ অগ্নে ! তাঁহারা এখন,  
তাঁহাদের অস্ত্র এই আহুতি স্থাপন। ৯

সত্যশীল, দেবগণ সহ সোমপারী,  
ইন্দ্র সহ এক রথে যাহারা আরোহী,  
সে যাজ্ঞিক, দেববন্দী, প্রাচীন নূতন  
পিতৃগণ সহ অগ্নে ! কর আগমন । ১০

সুগতি সম্প্রাপ্ত অগ্নিস্বস্ত পিতৃগণ !  
এস, কর একে একে আসন গ্রহণ ;  
হোম দ্রব্য বিস্তৃত করেছি কুশোপরি  
খাও, দেও পুত্র, পৌত্র, ধন দয়া করি । ১১

জাতবেদা অগ্নি ! তব করেতেছি স্তব,  
সুগন্ধি হোম দ্রব্য বহু দেবে সব ;  
'স্বধা' বাক্যে ভোজন করুন পিতৃগণ,  
হে দেব ! প্রস্তুত হব্য করহ ভোজন । ১২

হেথায় আগত যারা, কিম্বা অনাগত।  
যাঁহাদিগে জানি, কিম্বা যাহারা অজ্ঞাত।  
কে কে সেই পিতা তুমি জান জাতবেদা।  
পিতৃগণ ! সেব এই বক্ত বলি স্বধা ! ১৩

অগ্নিদগ্ধা যারা কিম্বা অগ্নিদগ্ধা নহে,  
স্বর্গে স্বধা সহ যারা আনন্দেতে রহে ;  
হে স্বরাট্ট যম ! তুমি তাঁহাদের সহ,  
আমাদের স্বধা ইচ্ছা এদেহে কল্পহ । ১৪

১৬ সূক্ত । (১)

অগ্নি দেবতা । দমন ঋষি ।

ক'র না ইঁহাকে ভস্ম ( ২ ) ক'র না ক্লেণ্ডিত ;  
ক'র না শরীর চর্শ্ব ইঁহার বিক্লিষ্ট ;  
জাতবেদা ! ইঁহার শরীর শূত হ'লে,  
পাঠাও আছেন পিতৃগণ যেইস্থলে । ১

ইঁহার শরীর শূত যখন করিবে,  
পিতৃগণ নিকটে তখনি পাঠাইবে ;  
পুনঃ সজীবতা প্রাপ্ত হইবেন ,  
দেবের বশতাপন্ন হইবেন তদন । ২

বাতে ভব আত্মা, চক্ষু পশু ক সূর্য্যোতে,  
ধর্ম্মবলে পশু মৃত ! জ্ঞাবা পৃথিবীতে ;  
কলোদয় হয় যদি বাও তবে জলে,  
প্রবেশ করুক অঙ্গ ওযদি সকলে । ৩

( ১ ) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। ইহাতে বরপাণ্ডে পরলোকে  
গমনের কথা আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এই সূক্তের কয়েকটি এক  
উচ্চারণ।

( ২ ) অগ্নিবাহু অথবা একলিঙ্গ ছিল। তাহা এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে।

অজ ভাগ তাঁর অগ্নে তাপে কর তপ্ত ;  
তব শোচি অর্চি তাহা করুক উত্তপ্ত ,  
তোমার যে শিবামূর্তি দেখিবারে পাই;  
তদ্বারা তাঁহাকে বহ স্নকৃতির ঠাই (১) ।

আহুত হইয়া চরে স্বধার সহিত,  
গিতুলোকে সে মৃতকে করহ প্রেরিত ;  
ইহার শেবাংশ হ'ক জীবিত উখিত.  
পুনর্বার তহু তাঁর হউক গ্রহীত । ৫

হে মৃত ! তোমাকে কৃষ্ণ শকুন, গিপীল,  
যে বাধা দিবে পিপ, শাপদ হুঃশীল ;  
সর্বভুক অগ্নি তাহা করুন নীরোগ,  
সোমও করুন. আর স্তোভাগণে যোগ । ৬

গোচর্মে আগ্নেয় বর্ষ করহ ধারণ,  
প্রচুর মেঘেতে দেহ কর আচ্ছাদন ;  
হৃদ্বর্ষ গর্জিত অগ্নি তা হলে কখন  
নারিবে করিতে তোমা সম্পূর্ণ দাহন । ৭

(১) ৩ ও ৪ লক যনোযোগ পূর্বক পঠিকরা আবশ্যক । বৃত্ত্যর পর  
চহু, আত্মা (শিবান) ও ত্রিদি ত্রিদি অধরবজলি, দুর্বা বা বায়ু বা বুদ্ধি বা  
জল বা উদ্ভিদে বার কিস্ত মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে  
পুনরুৎপন্ন করে ।

হে অগ্নে ক'র না এই চমস চালিত,  
সোমপায়ী দেবতারা ইথে হর্ষাষিত ;  
পানার্থে ইহার হয় দেব ব্যবহার,  
অমরগণের ইথে আমোদ অপার। ৮

মাংসাশী আশুণে আমি করিতেছি দূর,  
অশুভ বাহক যা'ক যমরাজপুর ;  
দ্বিতীয় যে জাতবেদা আছেন হেথায়.  
দিবেন বিচারি হব্য সর্ব দেবতায়। ৯

ক্রবা হইতে যে অনল তোমা হৃদে  
পশিতেছে, করি দূর সে চিত্তাশাহে ;  
পিতৃযজ্ঞ জন্ত পুনঃ জাতবেদারস;  
নইতেছি, তিনি যজ্ঞ করুন সফল। ১০

যে অগ্নি যজ্ঞের জবাব করেন বহন,  
যজ্ঞের উন্নতি যিনি করেন সাধন ;  
দেবগণে পিতৃগণে করি নানা স্তব,  
বহন করেন তিনি হোমজব্য সব। ১১

হে অগ্নে! যজ্ঞেতে তোমা করিছি স্থাপন,  
করিতেছি যত্ন সহ প্রদান ইক্ষন ;  
তোজনার্থে যজ্ঞকারী পিতৃদেবগণে,  
হোমজব্য বহন করহ সযতনে। ১২

হে অগ্নে ! যাঁহাকে তুমি করিলে দাহন.

তাঁহাকে করহ তুমি পুনঃ নির্বাণ ;

এখানে কিঞ্চিৎ জল হ'ক উপস্থিত,

শাখাপ্রশাখায় ছর্সি হ'ক জাগরিত ! ১৩

শীতিকাৱতি (১) পৃথিবী তুমি হে শীতিকে ! (২)

হ্লাদিকাৱতি (৩) পৃথিবী তুমি হে হ্লাদিকে !

মণ্ডুকী সঙ্কট হয় আন বৃষ্টি হেন,

কর হেন এট অগ্নি তুট হন যেন। ১৪

### ১৮ সূক্ত

১—৪ মৃত্যু । ৫—১৩ পিতৃমেধ ।

১৪ পিতৃমেধ বা প্রজাতি । বামায়ন সংকুস্থক

ঋষি ।

দেবলোকে যেই পথে . . . বায়, তার অস্ত্র পথে

বাও, মৃত্যু! অস্ত্র পথে করহ গমন ।

তব চক্ষু কর্ণ আছে, . . . তাই বলি তব কাছে,

প্রজাগণে বীরগণে ক'র না হিংসন । ১

তোমরা মৃত্যুর পথ . . . ছেড়ে চল অস্ত্র পথ,

অত্যন্ত দীর্ঘ আয়ু লাভিবে সকলে ।

(১) শীতল উদ্ভিজ্জশালিনী । (২) শীতল ওপশালিনী ।

(৩) আনন্দদায়ী উদ্ভিজ্জশালিনী ।

গৃহ পূর্ণ হবে ধনে,                      পূর্ণ হবে প্রজাগণে,  
পবিত্র হইরা সেব যজ্ঞের অনলে ॥ ২

ইহারা জীবিত আছে,                      মৃত হ'তে কিরিয়াছে,  
আমাদের যজ্ঞ অস্ত্র হয়েছে ফলিত।

এস সবে নৃত্য হাস                      সম্যক করি প্রকাশ,  
পেয়েছি যখন আয়ু অতি দীর্ঘায়িত ॥ ৩

জীবিতের চারি ভিতে                      মৃত্যুকে রোধ করিতে,  
দিতেছি বেঠন, মৃত্যু না ছোঁয় তাদিগে।

ইহারা শরণ শত                      থাকুক সবে জীবিত  
পর্কত করুক বন্ধ আসিতে মৃত্যুকে ॥ ৪

দিন যায় দিন পরে,                      ঋতুর অকাতরে  
ঋতুর পরেতে, হেন প্রথা বিদ্যাই।

সেৱগে যে পরাগত                      না হয় পূর্বেতে গত,  
হে বিধাতঃ! কর হেন আয়ুর বিধান (১) ॥ ৫

তোমরা দীর্ঘায়ু ভরা                      লাভ করি পরম্পরা  
ছোঁটাই ক্রমেতে কর সকলে গমন।

হেথা তোমাদের সহ                      মিলি ঘটা শুভদেহ,  
দিতেছেন আয়ু পাবে সুদীর্ঘ জীবন (১) ॥ ৬

(১) এই যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞে বোধ হয় পরবর্তী যজ্ঞের ঘটাকে লক্ষ্য  
করিতেছে।

(২) এই যজ্ঞে উক্তি যজ্ঞের জ্ঞাতিবিদের প্রতি। এবং ৭ম যজ্ঞের  
উক্তি যজ্ঞের জ্ঞাতিবিন্যাসের প্রতি।

সুগন্ধী সধবা বত                      লেপিরা অঙ্গন দ্বত  
 প্রবেশ করুন সবে আপন গৃহেতে ।  
 অশ্রুপাত না করিয়া                  শোকাভূরা না হইয়া  
 আত্মন সুরত্না বধু গৃহেতে অগ্রেতে (১) ॥ ৭  
 উঠিয়া চল সংসারে                  বাও যার সহকারে  
 করিতে শয়ন, তিনি গতান্ন এখন ।  
 গ্রহণ করিয়া পানি,                  দিখিসু (২) হবেন যিনি,  
 হয়ে পত্নী তাঁর কর কর্তব্য সাধন ॥ ৮  
 মৃতের হাতের ধনু                  গ্রহণ এবে করিসু ;  
 তেজ, বল তাহা হ'তে হবে উপচিত,  
 থাক অত্র মৃত !                  আমরা স্তবীর বত,  
 পারি বৈ স্পর্শি শত্রু করিতে নিহত ॥ ৯

(১) “মূলে এই বকের শেষে এই শব্দগুলি আছে । “আরোহন্ত জননঃ  
 যোনিং অগ্রে ।” শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে । ঋগ্বেদে  
 সতীত্বাহের উল্লেখ নাই । আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত  
 হয় । ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ করিবার ক্ষমত্ববশত কোন  
 কোন গণ্ডিত “অগ্রে” “শব্দ পরিবর্তন করিয়া অগ্রেঃ” করিয়া সতীত্বাহ বিবরণ...  
 একটি অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন । আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থ কপট  
 শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অবস্থা ও মিথ্যা অর্থ করিয়া-  
 ছেন তাহার মধ্যে এই কার্যটি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর ।”

(২) । দিখিসু অর্থে নারীর বিতীরপতি । ডাক্তার-মোহন লাল সিক্কা  
 এই বকের যে অর্থ করিয়াছেন আদি ভাট্টাই গ্রহণ করিলাম ।



স্বপ্নেবা এই নরকজ ব্যাপিনী যেই

মাতৃবৎ ভূমি, - তাঁর হও সন্নিহিত ।

যুবতী রমণী যথা মেঘলোমকমা তথা,

হইরে নিৰ্দ্ধতি হতে করুন রক্ষিত ॥ ১০

ইঁহাকে উন্নত রাখ, পীড়া এঁকে দিওনাক

সুন্দর সামগ্রী দাও, দাও প্রলোভন ।

মাতা যথা পুত্রবরে অঞ্চল দ্বারা আবরে,

ভূমে ! তথা ইঁহাকে করহ আচ্ছাদন ॥ ১১

পৃথিবী ইঁহার 'পরে হরে স্থিত স্তূপাকারে

ধাকুন, সহস্রধূলি থাকুক উপরে ।

স্বতপূর্ণ গৃহ যথা তাহা<sup>দে</sup> হইরে তথা

দিউক আশ্রয় মৃতে দিন দিগন্তরে (১) ॥ ১২

পৃথিবীকে উত্তম্ভিত, তব' পরে লোষ্ট্র স্থিত

করিতেছি যাতে তব বিনাশ না হয় ।

এই স্থণা (২) পিতৃগণ রাখুন করি ধারণ

স্থাপন এখানে যম তোমার আলয় ॥ ১৩

(১) সন্নিহিত হতে ১০, ১১, ১২ এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া অগ্নি সঞ্চার করা হয় তখন ঐ করেকটি শ্লোক পাঠ করা হয় । কিন্তু মূলে অগ্নি শব্দের উল্লেখ নাই । এক করেকটি পাঠে বোধ হয় মৃতকে মৃত্তিকার নীচে রাখা হইত ।

(২) স্থণা-পুট ।

পূর্ণ যথা শর'পরে বক্রে অবস্থিতি করে,  
তথা বক্র দিনে আমি আজ পড়িলাম ।  
রশ্মি যথা অশ্ববরে রাখে কষ্টে রুদ্ধ করে,  
তেমনি ছঃখের বাক্য রুদ্ধ করিলাম ॥ ১৪ ॥

### ৭৫ সূক্ত ।

নদীগণ দেবতা । সিদ্ধুক্ৰিৎ ঋষি ।  
জলগণ ! তোমাদের অভ্যন্তর মহিমান ।  
যজমান সদনেতে কবি করেন ব্যাখ্যান ॥  
সাত সাত করি তারা তিন শ্রেণীতে চলিল ।  
সকল শর'পরে তেজ সিদ্ধুর বাড়িল ॥ ১  
যখন ধাবিত সিন্ধো ! হলে দেশে অরবান্ ।  
কাটিয়া তোমার পথ বক্রণ করিলা দান ॥  
ভূমি'পরে ভূমি কর উন্নত পথে গমন ।  
সকলের শ্রেষ্ঠ ভূমি, আছে যত নদীগণ ॥ ২  
ভূমি হ'তে উঠি শব্দ করে আকাশ ছাদন ।  
উজ্জল মূর্তিতে সিদ্ধ বেগে করিছে গমন ॥  
অত্র হ'তে ঘোররবে বেন হতেছে বর্ষণ ।  
আসিতেছে সিদ্ধ করি বৃষভ সম গর্জন ॥ ৩  
যেহুমাতা লয়ে পয় ধার যথা বৎসপ্রতি ।  
জল লয়ে নদী সব তব প্রতি করে গতি ॥

স্বরে চলেন রাজা লইয়া সঙ্গে বাহিনী !  
এই ছই নদীশ্রেণী তথা তোমার সঙ্গিনী ॥ ৪

হে গঙ্গে যমুনে শুন স্তব মম স্বরশ্রুতি !  
শুভ্রুজি পরকি শুন করি আমি এ মিনতি ॥  
অসিক্রী সঙ্গতা নদী মরুৎধা ও বিতস্তা ।  
শুনহ সুবোমাগতা আজীকিরে মম কথা (১) ॥ ৫

মিলিত হইলে সিদ্ধ তৃষ্টমা সহ প্রথমে ।  
পরেতে সসত্ব এবং রসা য়েতীর সঙ্গমে ॥  
কুম্ গোমতীকে ভূমি কুভা ও মেহেতু সহ ।  
মিলাইয়া, একরথে চলিতেছ অহরহ (২) ॥ ৬

শুভ্রবর্ণ সমুজ্জল সরল গমনে চলে ।  
৬ মহতী দুর্ধর্ষা সিদ্ধ—সর্বত্র প্রাবিত্ত জলে ॥

(১) শুভ্রুজি অর্থে শতদ্রু নদী। পরকী অর্থে ইরাবতী বা রাবী নদী। অসিক্রী অর্থে টিনাব নদী। অসিক্রী, বিতস্তা বা খীলম নদীর সহিত মিলিত হইলে মরুৎধা নাম ধরে। বিতস্তা অর্থে খীলম। আজীকির অর্থে বিপাসা বা ঘেরাস নদী। সুবোমা অর্থে সিদ্ধ। সুবেদের অনেকস্থলে সিদ্ধ নদী ও তাহার শাখাগুলির উল্লেখ আছে, গঙ্গার প্রায় উল্লেখ নাই। হিন্দুগণ কখন পাঞ্জাব প্রদেশেই বাস করিতেন।

(২) মে একে সিদ্ধনদীর পূর্বদিকের (পাঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাণ্ডরা বার। ৬ষ্ঠ একে পশ্চিমদিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাণ্ডরা বার। কুভা অর্থে কাবুল নদী গোমতী অর্থে গোমালনদী ইত্যাদি।

গতিশালী মত আছে, তাঁর সম নাই কেহ ।

ষোটকীর মত চিত্রা, বগুযীর মত দেহ ॥ ৭

কত অশ্ব, কত রথ, হিরণ্যের অলঙ্কার ।

কত বস্ত্র, কিবা সজ্জা, কত অন্ন আছে তাঁর ॥

সীলমাবতী যুবতী সিদ্ধ নদী উর্ণাবতী ।

মধুগ্রন্থ পুষ্পাবতী অহো কি সৌভাগ্যবতী ॥ ৮

অশ্বযুক্ত স্বথকর রথ করি সংযোজন ।

তাছাতে দিলেন যজ্ঞে আনি সিদ্ধ অন্নধন ॥

অদক, স্ববশোযুক্ত, মহতী মহিমা তাঁর ।

বলিয়া ক্রুদ্ধে শুব করে তাঁর অনিবার ॥ ৯

## ৮২ সূক্ত । (১)

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি ।

চক্ষুমান, মনমান, ধীর, পিতা মতিমান,

স্বতবৎ সৃজিলেন পৃথিবী দ্যাবার ।

তাহাদের অন্ত বদা ক্রমে দুই হল ভদ্রা,

ছালোক ভুলোক ভিন্ন হইল তাহার ॥ ১

বিশ্বকর্মা বৃহস্পতি, সৃজিলেন সৃষ্টি নানা,

তিনিই বৃহৎ, তিনি পালেন সুকলে ।

(১) এই সূক্তে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।

সৰ্ব্বজ্ঞা সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ                      পূৰ্ণ কৰি বিশ্বদ্বিষ্ট

সপ্তাৰ্ধি উপরে স্থিত, এক মাত্ৰ বলে ॥ ২

তিনি আমাদের পিতা,      জনিতা, তিনি বিধাতা,

বিশ্বভুবনের যত ধাম অবগত ।

সব দেবতাই (১) তিনি              এক অধিতীয় যিনি

তাঁহাকে জানিতে চাহে সমস্ত জগত ॥ ৩

সৃষ্ট হলে সৃষ্টাৰ্থ (২)              বাহারা এ সৰ্ব্বভূত

সুশোভিত করিলেন সেই ঋষিগণ ।

প্রাচীন স ঋষিগণ                      প্রভূত কৰি স্তবন

তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন হবন ॥ ৪

দ্ব্যলোক ভূলোক বাহা      অতিক্রমি আছে তাহা

অম্বর দেবতাগণে যাতে অতিক্রমে ।

কোন্ গৰ্ভে জলগণ                      করিণা তাহা ধারণ

যে গৰ্ভেতে দেব সব সজত প্রথমে (৩) ॥ ৫

অজের নাভির মূলে              \* যে এক পদার্থ মূলে

এ বিশ্ব ভুবন সব অন্তর্গত ছিল ।

বাহাতে দেবতা সবে                      সজত ছিলেন তবে

সেই গৰ্ভে জলগণ প্রথম ধরিল ॥ ৬

(১) তিন্ন তিন্ন দেবগণ কেবল ঈশ্বরেরই তিন্ন তিন্ন নাম মাত্ৰ । (২) সৃষ্টাৰ্থ—স্বাধিকার । (৩) সমস্ত দেবকারণ্য ও বৈব কয়তায় একই উৎস হইতে আছে, ঋষি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ।

সৃষ্টি করিলেন যিনি                      অজ্ঞেয় জানহ তিনি  
তোমাদের অজ্ঞ ভাব রয়েছে অন্তরে ।  
নীহারে হয়ে আবৃত                      লোক জন্মনার রত (১)  
প্রাণের তৃপ্তির অজ্ঞ স্ববস্তুতি করে ॥ ৭

৮৫ সূক্ত ।

১—৫ সোম ।    ৬—১৬ সূর্য্যাবিবাহ ।    ১৭ দেবগণ ।  
১৮ সোমার্ক ।    ১৯ চন্দ্রমা ।    ২০—২৮ নরের বিবাহ-  
মন্ত্র আশীঃপ্রায় ।    ২৯, ৩০ বধুবাস সংস্পর্শ নিন্দা ।  
৩১ যক্ষনাশিনী দম্পতী ।    ৩২—৪৭ সূর্য্য ।

সূর্য্য ঋষি ।

পৃথিবীকে উত্তম্বিতা করিয়াছে সত্য ;  
সূর্য্যের প্রভাবে তথা স্বর্গ উত্তম্বিত ।  
ঋতেতে আকাশে স্থিত যতেক আদিত্য,  
উহার প্রভাবে সোম তথা অধিপ্রিত । ১  
সোম হ'তে বল প্রাপ্ত আদিত্য সকল,  
সোমের প্রভাবে পৃথী মহতী কেমন !  
অথচ এই যে সব নক্ষত্র মণ্ডল,  
তাদের নিকটে তাঁর হয়েছে ঘটন । ২

(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বহু পুঙ্খ  
বাহা বলিয়াছেন অন্য সত্য জগতের বীশক্তি সম্পন্ন প্রতিভগণ তাহাট  
বলিতেছেন—সূর্য্যেরা তাহাকে বুঝিতে পারে না । “সূর্য্যটকাত্রে আবৃত  
হইয়া লোক নানাপ্রকার জন্ম করে মাজ ।

ভবধি স্বরূপ সোমে করি নিশীড়ন ।  
 ভাবে লোক করিলাম পান সোমরস ;  
 কিন্তু যে ঐক্যত সোম জাত স্তোত্রগণ ।  
 কেহই না জানে তার স্তম্ভুর রস । ৩

ওহে সোম ! স্তোতা বত বিহিত বিধানে  
 রাখেন গোপনে তোমা কবি আচ্ছাদন ;  
 পাবাণের শব্দ পশে তোমার শ্রবণে ।  
 পিরিতে না পারে তোমা পার্শ্বি কখন । ৪

দেব ! তব পানে তব নাহি অপচয়, ছ  
 বরঞ্চ তাহাতে করি বুদ্ধির দর্শন t  
 মাস যথা রক্ষা করে বর্ষ সমুদয়,  
 সোমের রক্ষক বায়ু আছেন ভেমন । ৫

রৈতী নারী ঋক্গুলি হ'ল সহচরী,  
 দাসী হল নারায়ণসী তখন সূর্য্যার ;  
 গাথার স্তব্ধ বস্ত্র পরিষ্কৃত করি  
 আনীত হইল সেই বিবাহে তাঁহার (১) । ৬

---

(১) এইরূপ হইতে ১০ টি একে সমিদ্ধ হইতা সূর্য্যার বিবাহের কথা

যখন চলিলা সূর্য্য পতির ভবন,  
চৈতন্ত হইল উপবর্হণ তাঁহার ;  
অভাজন (১) হইলেক তাঁহার নয়ন,  
ভুলোক ছালোক কৈ'ল কোণব্যবহার (২) । ৭

স্তব সব হইল রণের চক্রাশয়,  
কুরীর নামক ছন্দ রণ-অভ্যস্তর ;  
হইলেন সে সূর্য্যার বর অশ্বিদ্বয়,  
দূতরূপে অগ্নিদেব হ'লা অগ্রসর । ৮

মনে মনে পতি সূর্য্য্য করিলে কামনা,  
সস্তাদান করিলেন তাঁহাকে সবিভা ;  
কাঁদিয়াছিলেন সোম বিদাহ বাসনা ।  
কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাঁর হইলা গৃহীতা । ৯

মানস হইল তদা শকট সূর্য্যার,  
আকাশ হইল তাঁর উর্দ্ধ আচ্ছাদন ;  
ছুই শুরু তারা হ'ল বাহক তাঁহার,  
যখন করিলা সূর্য্য্য গৃহে আগমন । ১০

( ১ ) অভাজন—গেল হরিজ্ঞা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিষমীকরণ ক্রিয়া।

( ২ ) কোণ—স্বল্পাঙ্গ ক্রিয়া।



ঋক্ সাম অভিহিত যুগ্ম বৃষবর  
 হেথা হ'তে তাঁহার শকট বহে নিল ;  
 সূর্য্যো ! তুই কর্ণ তব রথের চকর ;  
 দিবি-পথ চরাচর তাহার হইল । ১১

শুচি (১) হ'ল চক্রবর চলিতে চলিতে,  
 বিস্তারিত অক্ষ রথে স্থাপিত হইল ;  
 উত্ততা হইয়া পতি গৃহেতে বাইতে  
 মনোরূপ শকটেতে সূর্য্য আরোহিল । ১২

যে উপচোকন দিলা সূর্য্যাকে সজ্জা,  
 অগ্রে অগ্রে সে যৌতুক বাইতে লাগিল ;  
 অঘাতে (২) সে গাভী সব হইল তাড়িতা,  
 অর্জুনীতে (৩) সে যৌতুক উহমান্ হ'ল । ১৩

ত্রিচক্র রথেতে চড়ি হে অশ্বিযুগল !  
 করিয়া প্রার্থনা বহু গৃহিলে সূর্য্যাকে ;  
 আহ্লাদিত হইলেন দেবতা সকল,  
 পিতৃরূপে বরিলেন পুত্রা তোমাদিগে । ১৪

(১) শুচি—উজ্জ্বল। (২) অঘা—ঘমা নক্ষত্রের উদয় কাল।

(৩) অর্জুনী—কাস্তনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কাল।

যখন হইয়া বর বরিতে আসিলে  
সূর্য্যাকে, কোথায় ছিল রথচক্র এক ?  
কোথায় বা উভয়েতে বল দাঁড়াইলে,  
কোথা আছে পথ তাহা জানিতে বারেক ? ১৫

কালে কালে চলে তখন তব চক্রবয়  
হে সূর্য্যো ! স্তোত্র তোমার হবে অবগত তাহা ;  
আর এক চক্র তব আছে গোপনীয়  
বিদ্বান্ ব্যক্তির মাত্র অবগত যাহা (১) । ১৬

সূর্য্যো দেবতাকে আর অস্ত্র দেবগণে,  
মিত্রদেবে বরুণ দেবকে সে প্রকার ;  
যাহারা আছেন প্রাণি হিতের চিন্তনে,  
সকল দেবতাগণে এই নমস্কার । ১৭

এই দুই শিশু(২) করে বিচরণ পূর্ক্যাপরে  
খেলিতে খেলিতে তারা আসয়ে অধ্বরে ;  
বিশ্ব ভুবনেতে একে নেত্র মেলি চেয়ে থাকে  
ঋতু সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ জন্মায় অপরে । ১৮

(১) দুই চক্র—চক্র সূর্য্য ; একচক্র—সম্বৎসর ।

(২) দুই শিশু—চক্র ও সূর্য্য ।

দিবস-কেতু-স্বরূপ                      ধরি নিত্য নবরূপ  
করেন উবার অগ্রে সূর্য্য আগমন ;  
তিনি, যত হয় যাগ,                      দেবতারে দেন ভাগ,  
করেন চক্ৰমা দীর্ঘ আয়ু বিতরণ । ১৯

যে রথে শাল্মলী শোভা                      কিংস্কক হিরণ্য প্রভা  
সুব্রত, অমৃতালয় যে রথ সুন্দর ;  
করি সূর্য্যো ! আরোহণ                      সে রথে পতি-ভবন  
যাও, সঙ্গে যা'ক উপচৌকন বিস্তর । ২০

এই কথা পতিবতী,                      বিশ্বাবসো ! নমঃস্তুতি  
করি তোমা, তে'পা হ'তে কর গাত্রোথান ;  
পিতৃগৃহে আছে যথা                      অত্যা চে বপুর্বিভক্তা,  
সেই তব ভাগ, কর তথায় প্রস্থান । ২১

অত্র হ'তে বিশ্বাবসো ! কর গাত্রোথান,  
পূজা করিতেছি তোমা নমঃ সহকারে ;  
যাও, ব্যস্তা অত্যা যথা আছে বিদগমান্  
অতির সংযোগে জ্ঞান করহ তাহারে (১) । ২২

(১) বিশ্বাবসু বিনাহেব অধিষ্ঠাতা । কথা বিনাহ লক্ষণ প্রাপ্ত হইলে  
বিনাহ দেওয়া বিধের এই মত ২১, ২২ এক হইতে প্রতীক্ষ্যম্ হয় । এই  
বান হইতে সূর্যের শেষ পর্ব্বাচ্চ বিনাহের বিবরণ ও যন্ত্র পাওয়া যায় ।  
কর্ত্তাদিগের বিনাহ বিবরণ দিবার আগে সূর্য্যার বিবাহ যেন ভূমিকা স্বরূপ  
প্রদেয় হইয়াছে ।

বরযাত্রি সমাগমে                      যান কত্না অশ্বেষণে

যে পথে সে পথ হ'ক স্নগম সরল ।

অর্বাণা ভগদেবতা                      নিরাগদে নি'ন তথা

দাম্পত্য স্নযত হ'ক, দেবতা সকল ! ! ২৩

করিতেছি বিমোচন                      বরুণ পাশ-বন্ধন

স্বশেষ সবিতা তোমা বাঁধিল যাহার ।

সুকৃত-ঋত-আধার                      অরিষ্ট নাহিক যার

হেন স্থানে পতি সহ স্থাপিব তোমায় (১) ॥ ২৪

হঁ'হাকে এস্থান হতে মুক্ত করিলাম ।

অপর স্থানের সহ বাঁধিয়া দিলাম ॥

হে বর্ষাকারী ইন্দ্র ! হয়ে ভাগাবতী ।

সুপুত্রা হইয়া ইনি করুন বসতি ॥ ২৫

তোমাকে হস্তে ধরিয়া                      যাউন পুত্রা লইয়া

অশ্বিদয় রথে তোমা করুন বহন ।

কর্ত্তী হও গৃহে যেয়ে                      সবার উপরে গিয়ে

আপন প্রভুত্ব কন্যে ! করহ স্থাপন ॥ ২৬

(১) কত্না দেখিয়া শুনিয়া পতি বরণ করিতেন, তাহা এই মণ্ডলের ২৭  
মন্ত্র, ৭ ঋক হইতে কতকটা দেখা যায়। “কত রমণী অর্থে প্রীত হইয়া নারী-  
প্রিয় পুরুষের অনুরক্ত হয়। কিন্তু স্নগঠনা ও ভক্তকত্না অনেক পুরুষের  
মধ্যে আপন প্রিয় পাত্রকে পতিত্ব বরণ করেন।”

জন্মিয়া অত্র সন্ততি হ'ক তব লাভ প্রীতি,  
 এই গৃহে সাবধানে কর গৃহ-কাজ ।  
 তনু এই পতি সহ, সংযুক্ত কন্তে করহ  
 কর্ত্তাভাবে বার্কক্যেও করিও বিরাজ ॥ ২৭

হইতেছে দেহ তাঁর নীল ও লোহিত ।  
 কৃত্যার (১) প্রভাব তাঁয় হতেছে ব্যঞ্জিত ॥  
 বাড়িতেছে তাঁহার যতেক জ্ঞাতিগণ ।  
 নানারূপে হইতেছে পতির বন্ধন ॥ ২৮

পরিত্যাগ কর এই মলিন বসন ।  
 স্তোতাগণে প্রদান করহ বহুধন ॥  
 পষতী হইয়া কৃত্যা গেলেন চলিয়া  
 জায়া ও গেলেন স্বীয় পতিতে পশিয়া ॥ ২৯

পতি বধুবন্ধে স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন ।  
 করিবার চেষ্টা যদি করেন কখন ॥  
 তাঁহার উজ্জল তনু হইবে মলিন ।  
 কৃত্যার পাপের স্পর্শে হইবে শ্রীহীন ॥ ৩০

(১) কৃত্যা কি বুঝাইতেছে না । সারণ বলেন পাগদেবতা ।

যে যে বস্ত্র (১) আসে লোকপশ্চাদ্ হইতে ।

হরিয়া বধুর চন্দ্র লইয়া বাইতে ॥

তাহাদিগে করুন যজ্ঞীয় দেব যত ।

তথাগত যথা হতে তাহারা আগত ॥ ৩১

দম্পতীর পরিপত্নী হউক বিনষ্ট ।

সুবিধা সংযোগে দূর হ'ক যত কষ্ট ॥

অরাতিরা দ্রুত বেগে করিয়া গমন ।

করুক দম্পতী হ'তে দূরে পলায়ন ॥ ৩২

এই বধু দেখিতে অত্যন্ত স্নানক্ষণ ।

তোমরা সকলে ওগো করহ দর্শন ॥

সৌভাগ্য আশীষ বাক্য করিয়া প্রদান ।

নিজ নিজ গৃহ পরে করহ প্রস্থান ॥ ৩৩

এই বস্ত্র তুষ্ট কটু অপাষ্ট বিযুক্ত । (২)

ব্যবহার যোগ্য নহে, ইহা পরিত্যক্ত ॥

ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক জানেন সূর্য্যায় ।

তাঁহাকে এ বধুবস্ত্র দিতে পারা যায় (৩) ॥ ৩৪

(১) রোগ শোকাদি ।

(২) তুষ্ট—দাহযুক্ত ; কটু—মলিন ; অপাষ্ট—অগ্রাহ্য ।

(৩) এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সময়ে । এক্ষণে যেমন নাপিত  
বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের ঐশ্য্য ছিল ।

সূর্য্যার হৃদয় রূপ করহ দর্শন ।

আশমন, বিশমন, অধিবিকর্তন ॥

তাঁহার যে বজ্র আছে, করিয়া শোধন ।

পারেন ঋত্বিক্ ব্রহ্মা করিতে গ্রহণ ॥ ৩৫

সৌভাগ্যের জন্ত তব ধরিতেছি হস্ত, ধব

করিয়া আমার, পৌছ বার্কিক্য সীমায় ।

পুরন্ধি দেব সবিতা অর্য্যমা ভগদেবতা

গার্হপত্য জন্ত তোমা দিলেন আমার (১) ॥ ৩৬

পুত্রা ! শিবতমা তাঁকে প্রেরণ কর আমাকে

বীজ যাতে মনুষ্যেরা করেন বপন ।

যিনি হয়ে কামবতী আমরাও কামী অতি

করিবেন আমাদের প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৩৭

উপঢ়োকনের সহ অগ্রেতে সূর্য্যার ।

তোমার নিকটে অগ্নে আনিলে তাঁহার ॥

পতিকে বনিতা পুনঃ কর সমর্পণ ।

তুমিই তাঁহাকে কর প্রজা বিতরণ ॥ ৩৮

---

(১) এই বাক্যটির অর্থের কল্পার প্রতি উক্তি ।

দিয়াছেন পত্নীকে অগ্নিই পুনর্কার ।  
 পরমায়ু আর যত লাভণ্য তাঁহার ॥  
 ইহার যে পতি তিনি শতেক শরৎ ।  
 দীর্ঘায়ু করিয়া লাভ থাকুন জীবৎ ॥ ৩৯

প্রথমেতে সোম তোমা করেন বিবাহ ।  
 গন্ধর্কের সহ তব দ্বিতীয় উদাহ ॥  
 তৃতীয় অগ্নিই তব পতির স্থানীয় ।  
 পরিশেষে পতি তব মনুষ্য তুরীয়(১) ॥ ৪০

সোম তাঁকে গন্ধর্ককে করিলেন দান ।  
 গন্ধর্ক করিলা তাঁকে অগ্নিকে প্রদান ॥  
 অগ্নিই দিলেন সেই বনিতা আমায় ।  
 ধন পুত্র পাইলাম যাহার কুপায় ॥ ৪১

তোমরা উভয়ে সুখে বাস কর অত্র ।  
 বিষ্কৃত না হও, চির থাকহ একত্র ॥  
 পুত্রনপ্তৃ সহ করি জীড়া নিরন্তর ।  
 আপন গৃহেতে থাক মুদিত অন্তর ॥ ৪২



করুন প্রদান প্রজা আমাদেরি প্রজাপতি ।

অর্ঘ্যমা জরাপর্যন্ত রাখুন মিলিত অতি ॥

হে বধু কল্যাণী হয়ে পশহ পতি আলয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৩

ক্রোধশূন্ত হ'ক নেত্র, হও পতি হিতৈষিনী ।

প্রকুলমানসা হও, লাভণ্যে মনোহারিণী ॥

বীর প্রসবিনী হও, থাক দেবকামা হয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৫

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! ইহাঁকে অগ্নুব্রতী ।

করহ, হউন ইনি অতিশয় ভাগ্যবতী ॥

ইঁহার গর্ত্তেতে হ'ক উৎপাদিত পুত্র দশ ।

পতির সহিত তারা হ'ক সবে একাদশ ॥ ৪৫

সম্রাজ্ঞী স্বরূপা হও ঋগুর উপরে ।

ঋগুভীকে রাখ তথা, বশীভূত করে ॥

ননদের পরে হও সম্রাজ্ঞী তেমন ।

দেবরেরা তব আজ্ঞা করুক পালন ॥ ৪৬

আমাদের উভয়কে মিলিত হৃদয় ।

করুন আছেন যত দেব সমুদয় ॥

জলগণ, মাতৃগণ, বাগ্‌দেবী ও ধাতা ।

আমাদের সংযোগের হউন বিধাতা ॥ ৪৭

## ১২১ সূক্ত । (১)

প্রজাপতি দেবতা । হিরণ্যগর্ভ ঋষি ।

ছিলেন হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বিদ্বমান,  
জাতমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মহান্ ;  
ধরিলেন এই পৃথ্বী, আকাশ আবার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ১

জীবাত্মা দিলেন যিনি, যিনি বলদাতা,  
পালেন আদেশ যার সকল দেবতা ;  
অমৃত বাহার ছায়া, মৃত্যু বশে যার ;  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ২

জগতে যা আছে প্রাণবান্ চক্ৰবান্,  
সকলের রাজা তিনি একই মহান্ ;  
দ্বিপদ কি চতুষ্পদ,—প্রভু সবাচার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৩

এই হিমবান্ গিরি মহিমা বাহার,  
যার স্রষ্ট রমা সহ এই পারাবার ;  
এই সব দিক যার বাহর আকার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৪

(১) এই হৃদয় ও সারগর্ভ হৃদে এক ঈশ্বরের মহিমা কাকিত হইয়াছে ।  
হৃদেটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।

এই সমুদ্রত ত্রৌ বাহার স্থাপিত,  
দৃঢ়ীভূতা পৃথ্বী, স্বর্গ নাক (১) সংস্কৃতিত ;  
পরিমিত অন্তরীক্ষ কর্তৃক বাহার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৫

সশক্কে দ্বাবা পৃথিবী স্তম্ভিতোন্নাসিত,  
মনে মনে জান যারে মহিমা-পূরিত ;  
সূর্য্যোর উদয় হয় আশ্রয়ে বাহার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৬

এ বিশ্ব যে জলগণ প্লাবন করিল,  
তাদের গর্ত্তেতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ;  
দেবপ্রাণরূপে পরে আবির্ভার যার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৭

দক্ষের (২) ধারণে জল উৎপাদিলে বল,  
দেখিলেন যিনি সেই সর্ব্বময় জল ;  
দেব'পরে অধিতীয় দেবত্ব বাহার,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৮

(১) ন্যাক—বর্গের উপরিস্থ লোক ।

(২) দক্ষ—বর।

না করেন হিংসা যেন আমাদিগে তিনি,  
পৃথিবীর জনরিতা সত্যধর্ম যিনি ;  
বাহার স্বজন তৌ সর্মিল অপর,  
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৯

প্রজাপতে ! তুমি ভিন্ন অন্ত কেহ আর,  
স্বজ্ঞে নাই এই সব বস্তু সমাহার ;  
সফল হউক হোম করি যে আশায়,  
ইষ্ট লাভ করি যেন আমরা সবায় । ১০

### • ১২৯ সূক্ত ।\*

পরমাত্মা দেবতা । প্রজাপতি ঋষি ।

সদস্যং রজ বোম ছিল না তখন ।  
বোমের উপরে কোন ছিল না ভুবন ।  
কে ছিল কোপার ? কিছু ছিল আবরণ ?  
ছিল কি তখন অন্ত, গভীর গহন ? ১

\* এই সূক্তটি অতীত জাতিয়া । ইহাতে সৃষ্টির আদি কারণ বর্ণিত  
হইয়াছে ।

ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত ।  
 রাত্র হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত (১) ।  
 সেই এক ছিলেন স্বধায় (২) প্রাণবান্ ;  
 ছিল না তা হ'তে কেহ পর বিজ্ঞমান্ । ২

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত,  
 এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত (৩) ।  
 তুচ্ছতে(৪) আচ্ছন্ন বাহা ছিলেন তখন ।  
 তাহা এক হইলেন তপে (৫) উৎপাদন ॥ ৩

প্রথমেতে সমুদ্ভূত কামনা হইল ;  
 মনের সৃষ্টির হেতু তাহাতে জন্মিল ।  
 বিচারিরা মনীষার হৃদে কবিগণ,  
 অসতে সতের যোগ করিল দর্শন । ৪

দুই পার্শ্বে ইহাদের রশ্মি উজ্জ্বল অধা,  
 বিস্তৃত হ'লে কি, ভূত হইল রেতোধা ? (৬)  
 মহিমা (৭) সকল ক্রমে লভিল জনম ।  
 অবাস্তিত (৮) হল স্বধা প্রযতি (৯) পরম ॥ ৫

(১) প্রভেদ জ্ঞান । (২) আত্মধারণ শক্তিধার । (৩) প্রভেদ জ্ঞান  
 রহিত । (৪) অবিদ্যমান স্ফায় । (৫) সৃষ্টি পর্যালোচনার প্ৰণালী । (৬)  
 বীজরশ্মিগর্ভা । (৭) ভূত প্রপঞ্চ । (৮) নিস্তেহিত । (৯) ভোক্তাজীব ।

কে ইহা প্রকৃত জানে কে পারে বর্ণিতে  
কোথা হ'তে হল ? এই সৃষ্টি কোথা হতে ?  
সৃষ্টির পরেতে সৃষ্ট য'ত দেবগণ ;  
কোথা হতে হল তাহা জানে কোন্ জন ? ৬

কোথা হতে সৃষ্টি কেহ করিলেন কি না ;  
ইহার অধ্যক্ষ যিনি কেবা তিনি বিনা  
জানে ইহা ? পরস্থানে(১) ব্যোমরূপে যিনি  
অঙ্গরূপে আছেন, জানেন মাত্র তিনি । ৭

### ১৯১ সূক্ত । (২)

১। অগ্নি ; ২—৪ সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত ।

সংবনন ঋষি ।

হে অগ্নে ! তুমিই প্রভু'দেও কাম্যফল ।  
তোমাতে মিশ্রিত আছে বিশ্বের সকল ॥  
জ্বলিতেছ তুমি দেব যজ্ঞের বেদিতে ।  
আশা করি আমাদের ধন প্রদানিতে ॥ ১

(১) পরস্থানে স্থিত ।

(২) এই সূক্তটি ঋক্বেদের সর্বশেষ সূক্ত । ঋক্বেদের অনুবাদ শেষ-  
কালে মহামুভয় রসেনবাবু বলিতেছেন,—“ঋক্বেদ সংহিতার সমাপ্তি উপলক্ষে  
অনুবাদক ঋক্বেদের অনন্ত ভাবার প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন

তোমরা একত্র হও বল এক কথা ।

একমন কর সবে ভজহ একতা ॥

প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হয়ে ।

পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ লয়ে ॥ ২

এক হ'ক মন্ত্র, আর একই সমিতি ।

এক হ'ক মন, আর একরূপ চিন্তি ॥

আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মন্ত্রিত ।

করিতেছি, করি যজ্ঞ হবিত্তে সাধিত ॥ ৩

এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায় ।

এক হ'ক মন আর একই হৃদয় ॥

সর্ব্বাংশে তোমরা গণে ভজহ সমতা ।

লাভ কর তোমরা সে পরম একতা ॥ ৪

করিতে সাহস করিতেছেন আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একতা লাভ করি। একা ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।” আর—

এই গদ্যানুবাহক পূর্বে যে একদা বলিয়াছিলেন, “ধর্ম্মই বৈষ্ণবের,” ঋকবেদের তাহার সমর্থন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে মহাত্মা বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বাক্য ও গদ্যানুবাদ করিতে নিবেদন করিতেছেন।

# শুরু যজুর্বেদ সংহিতা ।

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ ।

২৯ কণ্ডিকা ।

( ১ম ও ২য় মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে )

হে অগ্নে ! তুমিই কর কবোয় বহন ।

অতেব তোমাতে কব্য করি সমর্পণ ॥

স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার । ১

হে সোম ! তুমিই পিতৃগণ-অধিষ্ঠান ।

অগ্নিতে তোমার জন্ত কব্য করি দান ॥

স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার ॥ ২

( ৩য় মন্ত্রে উল্লিখন )

দূরে গেল বেদিস্থ রাক্ষস বলাধার । ৩ ॥

৩০ কণ্ডিকা ।

( এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপন করিবে )

যে সব অশ্বর করি রূপ পরিহার ।

পিতৃ অন্ন লোভে ধরে পিতার আকার ॥

শরীর হৃৎ বা স্থল করয়ে ধারণ ।

অগ্নি এই যজ্ঞ হ'তে করুন ত্যাগন ॥ ১



## ৩১ কণ্ডিকা ।

( ১ম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে )

হউন সঙ্ঘট এই যজ্ঞে পিতৃগণ ।

গ্রহণ করুন ভাগ আপন আপন ॥ ১

( ২য় মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে )

হইলা যথেষ্ট তুষ্ট যত পিতৃগণ ।

গ্রহণ করিলা ভাগ আপন আপন ॥ ২

## ৩২ কণ্ডিকা ।

( প্রথম ছয় মন্ত্রে পিতৃ নমস্কার )

পিতৃগণ, নমস্কার ; বসন্ত সময় ।

রসবান্ হয় যেন পদার্থ নিচয় ॥ ১

পিতৃগণ, নমস্কার ; গ্রীষ্মের উদয়ে ।

থাকে যেন বস্তু সব শুকতম হয়ে ॥ ২

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আরন্তে বর্ষার ।

সজীব হউক এই জগত সংসার ॥ ৩

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আশিলে শরৎ ।

অন্নবান্ হয় যেন সমস্ত জগৎ ॥ ৪

পিতৃগণ ! নমস্কার ; হেমন্ত সময় ।

হয় যেন জীব সব প্রমত্ত হৃদয় ॥

পিতৃগণ ! নমস্কার ; নম বারম্বার ।

শীতে যেন স্বাস্থ্যলাভ হয় সবাঞ্চার ॥ ৬

( ৭ম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঐক্য করিবে )

পিতৃগণ ! আমাদেরিগে করহ গৃহস্থ ।

করেছি স্থাপিত হেথা প্রদেয় সমস্ত ॥ ৭

( ৮ম মন্ত্রে পিতৃপিতৃ দশটি সূত্র, লোম, বা উর্গা প্রদান  
করিবে )

পরিধেয় তোমাদের এই পিতৃগণ ।

পরিধান করহ তোমরা এ বসন ॥ ৮

৩৩ কণ্ডিকা ।

( এই মন্ত্রে পুত্রকামাপত্নী মধ্যম পিতৃ ভজ্ঞন করিবে )

এই ঋতুতেই হ'ক পুরুষ সঞ্চার ।

পাল, পিতৃগণ ! গর্ভে নীরোগ কুমার ॥ ৯

৩৪ কণ্ডিকা ।

( এই মন্ত্রে পিতৃ পিতৃ ভজ্ঞন করিবে )

অন্ন, হৃৎ, ঘৃত বাহি উদকের ধারা-

স্বরূপে পিতৃার্থে দত্ত হুতেছ তোমরা ।



## বেকসংহিতা ।

জলদেব ! পরিতৃপ্ত হৈহাতে এখন  
হুউন আছেন যত মম পিতৃগণ ১ ।

শতরুদ্রিয় অথবা রুদ্রাধ্যায় ।

নমস্কার করি রুদ্র ! ক্রোধকে তোমার ।  
ইযুকে তোমার তথা করি নমস্কার ।  
নমস্কার তব যুগ্ম বাহকে আমার । ১

তোমার বে শিবতনু কল্যাণ দায়িনী ।  
পুণ্য স্বরূপিনী যাহা শান্তি প্রদায়িনী ।  
গিরিশস্ত ! করহ তাহাতে নিরীক্ষণ ।  
ক'র না তোমার উগ্র মূর্ত্তি প্রদর্শন । ২

অস্ত করিবার অন্ত হস্তে যেই শর  
ধারণ করেছ গিরিশস্ত উয়কর ।  
শিবময় কর তাহা গিরিত্র এখন,  
পুরুষ ৬ জগতের ক'র না হিংসন । ৩

শিব বাক্যে হে গিরিশ করিছি প্রার্থনা ;  
হর যেন এ জগৎ নীরোগ সুখনা । ৪

অতিশয় বক্তা তুমি; আজ্ঞা কর হেন ;—  
প্রথম ভীষক দৈব্য লাই মোরা যেন ;

আছে যত অহিগণ করহ জড়িত,  
নীচা ষাভুধানী যত, কর বিদূরিত । ৫

এই যে মঙ্গল ময় দেবতা কখন  
তাত্র বা অরুণ, বক্র বরুণ ধারণ  
করেন, আছেন তাঁর দশমিকে ধারা,—  
সহস্র দেবতা—সবে কমা চাই মোরা । ৬

এই দেব যিনি নীল গ্রীব বিলোহিত,  
নিরন্তর গতি ধীর আছে অব্যাহিত,  
গোপ, উদহারীগণ সদা হেরে ধারে ;  
করুন সে দেব স্তুতী আমা সবাকারে । ৭

নম নীলগ্রীব নম সহস্র নয়ন,  
নম তোমা, তুমি দেব বৃষ্টির কারণ ;  
যে সকল সত্ত্বা আছে তব অভ্যুগত ।  
তাঁহাদেরো কাছে এই মন্তক প্রণত । ৮

তব ধনু আর্জীৱর হ'তে ভগবন্ !  
জ্যা মোচন কর দেব ! কর জ্যা মোচন ;  
হস্তেতে যে ইন্দ্ৰ সব আছেয়ে তোমার,  
সে সমস্ত সত্ত্বর করহ পরিহার । ৯

ক্যাশ্রুত হউক এই ধনু কপর্দীৱ,  
তীর শূন্য হ'ক তুণ, শল্য শূন্য তীর ।

বাহাতে নিষঙ্গ দেব করহ ধারণ  
সে নিষঙ্গাধার হ'ক বিনুত একণ । ১০

যে অস্ত্র প্রভাবে তুমি করহ বর্ষণ,  
সে অস্ত্রই হন্তে তুমি করহ ধারণ ।  
তাহাও না হয় বেন উৎসেগ কারণ । ১১

ধ্বিন্ ! তোমার ধনু, ত্যজি আমাদিগে,  
হ্রবৃত্ত দমন জন্ত বা'ক অস্ত্রদিকে ।  
তোমার ইষুধি বাহা বাণের আধার  
দূরেতে করহ দেব ! স্থাপন তাহার । ১২

জ্যাশূন্ত করিয়া ধনু, সহস্র নয়ন !  
শতায়ুধ ! বিশল্য করিয়া বাণগণ ;  
শিব ও স্তম্ভনা হরে দাও দরশন,  
তোমার নিকটে এই বিনীত প্রার্থন । ১৩

প্রচণ্ড আয়ুধে তব করি নমস্কার,  
তুগহ আয়ুধে নমস্কার পুনর্বার ;  
ধনুকেও নমস্কার করিছি তোমার,  
তব মুখ্য বাহকেও করি নমস্কার । ১৪

করিও না বধ আমাদের বৃদ্ধগণে,  
বধিও না বাণগণে কিবা বৃত্ত ক্রণে ;

পিতামাতা পত্নীপুত্রৈ ক'রনা সংহার,  
হে রুদ্র ! মিনতি এই আমা সবা'কার । ১৫

আমাদের পুত্র পৌত্রৈ করহ কল্যাণ,  
গো, অশ্ব, আয়ু'র কর কল্যাণ বিধান,  
অভিমানী যেও তার' ক'রনা হিংসন,  
সদা করিতেছি রুদ্র ! তোমা আবাহন ॥ ১৬

# অথর্ববেদ সংহিতা ।

প্রথম কাণ্ড ।

( ১ )

ইন্দ্র দেবতা ।

ঋত্বিদাতা, বিশাম্পতি, বৃত্রের নিহন্তা

শক্রর দমনে যার অপার ক্ষমতা ;

সোমপা সে ইন্দ্র হয়ে আমাদের নেতা,

অগ্রেতে চলুন বৃষ অভয় প্রদাতা । ১

হে ইন্দ্র ! অরাতি গণে করহ দমিত,

শাস্তি করহ যারা আসে যুদ্ধ আশে ;

অধম তিমিরে তারে করহ পাতিত

আমাদের সঙ্গে যেবা শত্রুতা প্রকাশে । ২

স্বাক্ষস সংহার কর, বধ শত্রুগণে ;

উপাড়িয়া ফেল বৃত্রদশন সকল ;

হে ইন্দ্র ! নিরত রত বৃত্রের নিধনে,

শত্রুর সকল ক্রোধ করহ নিফল । ৩

শত্রু মনস্কাম, ইন্দ্র ! কর বিদ্রুত,

জিগীষুর শর তথা করহ নিফল ;

তোমার আশ্রয় দানে কর সমাপ্তিত,

দুরে রাখ অরাতির আয়ুধ সকল । ৪

## দ্বিতীয় কাণ্ড ।

( ১৯ )

### অগ্নি দেবতা ।

তোমার উত্তাপে তারে করহ দাহন  
হে অগ্নে ! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি ; ১

তোমার জ্বালায় তারে কর জ্বালাতন,  
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ২

তোমার দীপ্তিতে তারে কর অভিভূত  
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৩

তোমার শোচির দ্বারা হ'ক ভস্মীভূত,  
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৪

তোমার তেজেতে তারে কর অঙ্গীভূত  
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ৫



## চতুর্থ কাণ্ড।

( ১৬ )

## বরুণ দেবতা।

এ সবেয় অধিষ্ঠাতা বরুণ মহান্  
 দেখেন সকলে যেন থাকি সন্নিহিত ;  
 গোপনেও ভাবে যেবা করে অভিযান,  
 বুঝেন দেবতা সবে, থাকেন বিদিত । ১

দাঁড়ায়, বেড়ায়, কিম্বা চলে সঙ্গোপনে,  
 শয়নে গমন করে, করে বা উত্থান ;  
 যাহা কিছু কাণে কাণে বলে হইঅনে  
 শুনেন তুতীর হস্তে বরুণ মহান্ । ২

এই যে পৃথিবী তাহা বরুণ রাজার,  
 অনন্ত আকাশ হায় অন্ত দূরে স্থিত ;  
 বরুণের হই কুক্ষি হই পারাবার ;  
 অন্ন উদকেও তিনি আছেন সংস্থিত । ৩

অর্গের'গরে ও কেহ করিলে গমন  
 আছেন বরুণ রাজা চৌদিকে তাঁহার।  
 তথা হইতে দূতগণ সহস্র নয়ন  
 নিরীক্ষণ করে নিম্নে বহুধা বিস্তার । ৪

## ঐক্যসংহিতা ।

এসব বরুণ রাজ করেন লোকন  
 দ্বাবা পৃথিবীর মাঝে, উর্দ্ধে তাহাদের ;  
 নেত্রের পলক তিনি করেন গণন,  
 নির্ণয় করেন, মত পাশ ক্রীড়কের । ৫

ত্রিধা সপ্ত সপ্ত তব পাশ বিস্তারিত,  
 এড়াইতে বাহা কেহ নারে কদাচন ;  
 হউক অন্ত বাদী তাহে বিজড়িত,  
 না হয় সত্যের বেন তাহাতে বন্ধন । ৬

## ষষ্ঠ কাণ্ড ।

( ৩১ )

## সূর্য্য-দেবতা ।

বিচিত্র বৃষভ আসি                      জননী সম্মুখে বসি  
 পূর্বাংশে ক্রমশঃ জনক দিকে ধায় । ১  
 সেন তার খাস হতে                      আলো পলে অন্তরেতে  
 আকাশে শোভে সে বৃষ উজ্জল প্রভায় । ২  
 জিহ্বাবনের পরে                      সে বৃষ রাজত্ব করে  
 প্রত্যহ প্রভাত হতে সমস্ত অহন ।  
 এক পক্ষে, গান সহ, করি আরোহণ । ৩

উপাসনাবিধি ।

## উনবিংশ কাণ্ড ।

( ১২ )

উষা-দেবতা ।

সহচরী রজনীর                      করিয়া দূর তিমির  
ফিরাইয়া দেন তাহা যে পথে আগত,  
উষাদেবী আপনাব প্রভাব বশত । ১

আমরা কৃপার তাঁর                      দত্ত ধন দেবতার  
গেয়ে বীর পুত্রগণে হইয়ে বেষ্টিত,  
শতেক হেমন্ত যেন থাকি হরষিত । ২

সমাপ্ত ।

বাসুদেবের ইচ্ছা পালন

অন্য সূত্র

পরিচয় সূত্র

পরিচয় সূত্র









